DAYBREAK IN BRITAIN.

ইংলণ্ড দেশে

ধর্ম্মারুণোদয়।

CALCUTTA:

PRINTED BY J. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR

THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1857.

২৫২*

ইংলণ্ডদেশে ধর্ম্মারুণোদয়।

প্রথম অধ্যায়।

যে ইতিহাস নীচে লিখিত আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে ইংরাজদিগের প্রাচীন অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক, তাহা করিলে পাঠক মহাশয়েরা উক্ত ইতিহাস ভাল রূপে বুঝিতে পারিবেন, কেননা সে এ কালের কথা নয়, এখন প্রায় ১৭০০ বৎসর হইল, ঐ সকল ঘটিয়াছিল। ইংরাজেরা প্রথম অবস্থাতে মৃগয়া গোরক্ষাদি কর্ম্ম করিত, আর কেবল স্বয়ং উৎপন্ন শাক ও মূল ও ফল, এবং মৃগয়াতে ধৃত বা আহত পশুর মাংস আহার করিত। শীতকালে তাহারা ভূমি খনন পূর্ব্বক গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার উপরি ভাগে আবরণ দিয়া কৌশলদ্বারা ঐ স্থান উষ্ণ করিয়া বাস করত রক্ষিত হইত। আর গ্রীষ্ম-কালে গৃহের নিমিত্তে এক২ খুঁটি পুতিয়া বৃক্ষের

শাখা ও পত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিত। ঐ সকল পর্ণশালা চারিদিগে সমান ছিল না, কেবল গোল ছিল; আর তাহার চাল ক্রমে উচ্চ ও সরু করিয়া তাহার অগ্রভাগে এক ছিদ্র রাখিত, সেই ছিদ্র দিয়া আঁলো প্রবেশ ও ধূম নির্গত হইত। তখনকার ইংরাজেরা নিবিড় বনমধ্যে বাস করিয়া আপন২ গাত্রের চর্ম্ম রঙ্গদ্বারা নীলবর্ণ করিত, ও অনাবৃত অঙ্গেতে নানা প্রকার পশুর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিত, এবং ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিকে এ রূপ অলঙ্কার বোধ করিত, যে অন্য২ লোককে তাহা দর্শাইবার নিমিত্ত বস্ত্রাদি পরিধান করিত না। তাহারা অতি সুধার সূচীর অগ্রদ্বারা গাত্রের চর্ম্ম সকল বিদ্ধ করিয়া ঐ রূপ উলকি অঙ্কিত করিত, এবং অতি বালক কালেই ইহা আরম্ভ করাতে বয়সে যত বৃদ্ধি পাইত, এই ক্রিয়াতেও তত অধিক নিপুণ হইত।

সেই সময়ে ইংরাজ লোকেরা দেবপূজক ছিল, এবং আপন দেবতাদের উদ্দেশে অতি নিষ্ঠুর রূপে নরবলি উৎসর্গ করিত। অর্থাৎ অতি দীর্ঘকায় মনুষ্যের আকৃতি বিশিষ্ট একটা বৃহৎ পিঁজরা বানাইয়া তাহাতে অনেক মানুষ পুরিয়া সকলেতে

একেবারে আগুন লাগিয়া দিত। ঐ দেবের পুরো-
হিতগণের নাম দ্রুইদ্। তাঁহারা লোকদিগের
মধ্যে অতিশয় সম্মানিত ছিলেন, এবং সকলে
তাঁহাদিগকে বড় ভয় করিত। দ্রুইদ্ মহাশয়ের
শাপ পাছে আমাদের প্রতি বর্ত্তে, এই শ-
ঙ্কায় ঐ হতভাগা ইংরাজেরা উক্ত পুরোহিতদের
বশে থাকিয়া, উহাঁরা যাহা হুকুম করিতেন, তা-
হাই করিত।

পরে ইংলণ্ডদেশ যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কিরণ-
দ্বারা আলোকময় হইল, তখন উক্ত সকল অসভ্য
ব্যাপারের পরিবর্ত্তে ক্রমে২ পাণ্ডিত্য বিদ্যা ও
নানা প্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে লাগিল।
যে সকল শিল্পবিদ্যা তাহারা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল
না, তাহা ক্রমে২ শিখিয়া বাণিজ্যেতে অতি নিপুণ
হইয়া উঠিল, এবং যে২ স্থানে পূর্ব্বে নিবিড় অরণ্য
ও রোগোৎপাদক জলাশয় ছিল, সেই২ স্থানে
অতি রমণীয় পথ হইল, এবং উক্ত কুঁড়িয়া ঘরের
পরিবর্ত্তে সকল স্থান সুন্দর অট্টালিকাদ্বারা শো-
ভিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ লোকেরা খ্রীষ্টীয়
ধর্ম্ম গ্রহণ করত আপনাদের দেবালয় সকল ভা-
ঙ্গিয়া ফেলিল, ও আদরণীয় দ্রুইদ্গণকে তাড়িয়া

দিল, এবং নরবলি আর করিল না। কিন্তু এই সকল কার্য্য এক দিনের মধ্যে সাধন হইল না, দশ বৎসরেও না, এক শত বৎসরেও না, অনেক বৎসর লাগিয়াছিল, এবং ক্রমে ২ হইল।

ঐ ইংলণ্ডদেশে যাহারা প্রথমে আপন ড্রুইদীয় ধর্ম্ম ছাড়িয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ইমোজিন্ নাম্নী এক যুবতী কন্যার বৃত্তান্ত নীচে লেখা যাইতেছে।

প্রায় সপ্তদশ শত বৎসর গত হইয়াছে, ঐ ইমোজিন্ নাম্নী মেয়েটী ইংলণ্ডদেশের এক বন মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিল, আর তাহার পোনের বৎসর বয়ঃক্রম না হইতেই তাহার পিতা মাতা পরলোক গমন করিল। জননীর মৃত্যুর দুই চারি দিন পরে ঐ যুবতী সজল নয়নে এক পুরাতন বৃক্ষের মূলে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল। দুই তিন খান ভেড়ার ছাল যুড়িয়া কটিদেশে বাঁধিয়াছিল, এই মাত্র তাহার বস্ত্র; হাত পা সব খোলা ছিল, এবং তাহার লম্বা কেশ মুক্ত থাকিয়া প্রায় ভূমি পর্য্যন্ত পড়িল, কিন্তু হাতের ভারি স্বর্ণময় বাউটা দেখিলে সকলে জানিতে পারিল যে সে কোন রাজার

মেয়ে; আর সে যে চর্ম্ম নির্ম্মিত ঢালের উপর মাথা হেলান দিয়াছিল, সে অবশ্য কোন বলবান্ বীরের যুদ্ধের ঢাল, এমন অনুমান হইল।

বনের মধ্যে কএকটী বৃক্ষ কাটা গিয়াছিল, আর ঐ শূন্য স্থানটী বড়২ পাথরদ্বারা বেষ্টিত ছিল, তাহার মধ্যস্থলে একটী ভয়ানক কঞ্চি নির্ম্মিত পিঁজরা দৃশ্য হইল; ইহার কি অভিপ্রায়, তাহা পশ্চাতে লেখা যাইবে। ঠিক তাহারি নিকটে একটা নূতন কবর ছিল, সে ইমোজিনের মাতার কবর। ইমোজিন্ তাহার পার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিল, ও মধ্যে২ কম্পিত কলেবরে উক্ত পিঁজরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। হায়! ঐ রমণীয়া বালা দেবপূজিকা, অতএব শরীর কবর প্রাপ্ত হইলে আত্মা কি প্রকারে ঈশ্বরের দর্শন ও পারত্রিক সুখ পাইতে পারে, এই সকল বিষয় নিতান্ত অজ্ঞাতা ছিল।

পরলোক কেমন স্থান তাহা না জানাতে তদ্বিষয়ক চিন্তাদ্বারা উহার সান্ত্বনা জন্মিতে পারিল না, সুতরাং আমি যুবকালে পিতৃমাতৃহীনা হইয়া নিরুপায় হইলাম, এই বলিয়া সে বসিয়া রোদন করিতেছিল।

এমন সময়ে শুষ্ক পত্রের মধ্যে মড়২ শব্দ শুনা গেল, এবং এক প্রাচীন মনুষ্য বনহইতে বাহির হইয়া ইমোজিনের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ পূজ্য হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মাথার কেশ দুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ, তথাচ তাঁহার স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস হয় নাই, এবং তাঁহার চক্ষুঃ উজ্জ্বল ও কিঞ্চিৎ রাগা বোধ হইল। ইমোজিন ত্বরায় উঠিয়া আপন নয়নজল মুচিয়া ফেলিল, এবং অতি নম্র ভাবে ঐ দ্রুই-দকে অথচ পুরোহিতকে নমস্কার করিল। ঐ ব্যক্তি সকল লোকহইতে সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, আর তাহারা উহাঁকে কোন মহাপুরুষ বলিয়া কিঞ্চিৎ ভয়ও করিত।

সে দেশে অত্যন্ত শীত হইলেও ঐ দ্রুইদ কখন গৃহের মধ্যে রাত্রি যাপন করিতেন না। বনের পাতা ব্যতিরেকে তাঁহার মস্তকের উপর আর আচ্ছাদন থাকিত না। এবং গ্রীষ্মকালে তিনি সমস্ত দিন পিপাসিত হইলেও সূর্য্য অস্তগত না হইলে কখন এক বাটী জল পান করিতেন না। মৎস্য মাংস তাঁহার পক্ষে একেবারে নিষেধিত বস্তু। তিনি আনাজ মাত্র খাইয়া থাকিতেন, এবং

লোকে বলিত, যে দ্রুইদ মহাশয় অনেক বার সমস্ত রাত্রি না ঘুমাইয়া কেবল প্রার্থনাতে কাল যাপন করেন। কিন্তু হায়! তিনি কাহার নিকটে প্রার্থনা করিতেন? সত্য দয়াময় পরমেশ্বরের নিকটে, তাহা নয়: কেবল হস্তনির্ম্মিত প্রতিমার নিকটে। এবং তাঁহার ধর্ম্ম কেবল লোক দেখান ধর্ম্ম ছিল। তিনি যজ্ঞ তপস্যা উপবাসাদি করত মানবদিগের গোচরে সাধু বোধ হইতেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতিশয় পাপিষ্ঠ ছিলেন, কেননা উক্ত সকল অসার কার্য্যদ্বারা পাপক্ষমা হইতে পারে না।

ঐ দ্রুইদ ইমোজিনের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কি দেখিতেছি? সাদকের কন্যা? তুমি আর কত কাল রোদন করিবা? তোমার নয়নজলে কি শুষ্ক বৃক্ষ পুনর্ব্বার পুষ্পিত হইবে? তোমার ডাকে বা মৃতেরা কি ফিরিয়া আসিবে? তুমি বরং উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে উল্লাসধ্বনি কর, কেননা তোমার খুড়তুতো ভাই বর্ত্তিমর যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন।

ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, বটে মহাশয়? তবে বোধ হয় তিনি আপন মানত পালন করিয়া নরবলি করিবেন।

পুরোহিত উত্তর করিলেন, অবশ্য। তিনি পূর্ব্বদিগহইতে আমাদের দেবতার নিমিত্তে বলি আনিতেছেন, এমত সমাচার প্রাপ্ত হইলাম।

ইমোজিন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, সে কি যুদ্ধে ধৃত কোন মনুষ্য?

দ্রুইদ বলিলেন, না, সে যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করে নাই, ও বাণিজ্য করিবার কারণ স্বর্ণ রৌপ্য আনে নাই, কেবল তাহার কোমরে কএকখান গ্রন্থ পাওয়া গেল। বোধ হয় সে অপরিচিত কোন নূতন ধর্ম্মের যাজক। যাহা হউক, তাহার দেবতা আমাদের দেবতার হস্তহইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। দ্রুইদ ইহা বলিয়া বৃক্ষের ডালহইতে আপন বীণা নামাইয়া খুব্ জোর দিয়া বাজাইতে লাগিলেন।

ইমোজিন কাঁপিতে২ পুনর্ব্বার বলিল, মহাশয়, উক্ত ব্যক্তিকে কোন্ দিন দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে দগ্ধ করা যাইবে?

তাহাতে ঐ প্রাচীন পুরোহিত উত্তর দিলেন, পূর্ণিমার রাত্রি না হইলে বলিদানের শুভ সময় হয় না, অতএব আর চারি বার সূর্য্য উদয় হইয়া অস্তগত হইলে তাহা সাধন করা যাইবে।

এমন সময়ে বনমধ্যে অতিশয় শব্দ হইতে লাগিল, তাহাতে দ্রুইদ কহিলেন, শুন, বৎসে, ঐ শব্দটা কি? বুঝি হরিণের পালের আগমনের শব্দ হইবে।

ইমোজিন কাণ পাতিয়া শুনিল, পরে উত্তর করিল, না, মহাশয়; উহা হরিণের পদের শব্দের মত নয়; বোধ হয়, অনেক অশ্ব ও রথ এ দিগে আসিতেছে।

পুরোহিত কহিলেন, হউক ২, ইমোজিন; তবে তোমার ভ্রাতা ফিরিয়া আইলেন। জয়ধ্বনি কর; আমি বিলক্ষণ জানি, যাহার বলিদান হইবে, তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্যে এই স্থানে আসিতেছেন।

কিঞ্চিৎ পরে ঐ বন অসভ্য ইংরাজ লোকের জনতাতে পূর্ণ হইল। ঐ যোদ্ধারা দেখিতে বড় ভয়ানক, কেবল কোমরে বন্য পশুর ছাল বাঁধা ছিল, আর সব গাত্রে উল্‌কি মাত্র দৃশ্য হইত, এবং তাহারা হাতে বড়শা ও ধনুঃ ও নানা প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিত। ঐ যোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা বর্ত্তিমর রাজা আপন রথে চড়িয়া আসিতেছিল। সেই রথের চক্রে কাস্ত্যাকৃতি অনেক

তীক্ষ্ণ খড়্গ লাগান ছিল ; তাহাতে যে দিগে রথ হাঁকান যাইত সেই দিগে দুই পার্শ্বের লোকেরা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িয়া মরিত। বর্ত্তিমর অতিশয় সাহসি বীর, কোন শত্রুর শঙ্কায় কখন পলায়ন করেন নাই ; তথাচ দ্রুইদকে দেখিবামাত্র রথহইতে নামিয়া নমস্কার করিলেন। পাছে তিনি রাগ করত আমাদিগকে শাপ দেন, লোকেরা এ বিষয়ে এমত ভীত ছিল, যে তাহাদের রাজা পর্য্যন্ত ঐ দ্রুইদকে এই রূপে সম্মান করিতেন। ইমোজিনও আপন খুড়তুতো ভাইকে উচিত রূপে নমস্কার করিল, কিন্তু তিনি বড় নিষ্ঠুর পুরুষ, তজ্জন্য ইমোজিন তাঁহাকে বড় একটা প্রেম করিত না, আর সেই সময়ে আপন পিতার মৃত্যু স্মরণ হইল। কেননা তাহার পিতা পুত্রহীন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করাতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান ঐ বর্ত্তিমর রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইমোজিনের সদয় অন্তঃকরণ ছিল, অতএব সে মনে২ কহিতে লাগিল, ইহারা তো সকলে জয়ধ্বনি করিতেছে, কিন্তু হায়! ঐ দুর্ভাগা মানুষ, যাহাকে বলিদান করা যাইবে, তাহার মনে না জানি কত দুঃখ হইতেছে। ঠিক সেই সময়ে এক জন যোদ্ধা

উক্ত হতভাগাকে গাড়িহইতে ফেলিয়া দিলে, আর এক জন তাহার হাত পা বান্ধিয়া দ্রুইদ্ মহাশয়ের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিল।

সেই ব্যক্তি দ্রুইদের ন্যায় প্রাচীন, তাঁহার শুক্ল কেশ ছিল, ও সে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত প্রায় দাঁড়াইতে পারিল না, কিন্তু তাহার মৃদু মুখে রাগের একটা চিহ্নমাত্রও দৃশ্য হইল না, সে কেবল স্বর্গের দিগে চক্ষুঃ তুলিয়া নীরব হইয়া রহিল। ইমোজিন মনে নিশ্চয় জানিল যে আমি দেবপূজিকা, অতএব আমার দেবতা নরবলি পাইয়া প্রসন্ন হয়, ইহাতে আমার উল্লাস করা কর্ত্তব্য, দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। তথাচ ঐ বিদেশির দীন হীন অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না, কেননা তাহার অতিশয় দয়ালু প্রাণ ছিল। যে কঞ্চির পিঞ্জর মধ্যে তাহাকে পুড়িয়া মরিতে হইবে, সেই পিঞ্জরের সম্মুখে দ্রুইদ্ মহাশয় উক্ত বন্দিকে স্বহস্তে বান্ধিয়া রাখিয়া গেলেন। আর ইমোজিন জানিলেন, যে যাবৎ তাহার হত্যা না করা যায়, তাবৎ কাল তাহাকে ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিতে হইবে। দ্রুইদ্ গেলে পর সকল যোদ্ধারা মিলিয়া উৎসব ও গান ও নানা প্রকার অসভ্য নৃত্যাদি

করিতে লাগিল, এবং এক জন অতি নিষ্ঠুর রূপে কৌতুক ভাবে ঐ বেচারা বন্দির নিকটে গিয়া তা-হার মুখে এমত আঘাত করিল, যে তাহাহইতে হুহু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাচ সে ধীরে ধীরে রক্ত পুঁচিল, একটা কথামাত্র বলিল না। শেষে উক্ত উন্মত্ত উৎসবদ্বারা সকলে ক্লান্ত হইয়া ঘরে গেল, বন্দী একলা বনে রহিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেই রাত্রিতে ইমোজিন আপন ছোট কুঁড়িয়া ঘরে থাকিয়া ঘুমাইবার আশাতে শয্যাতে পড়িল বটে, কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আইল না। তখনকার ইংরাজেরা এমত অসভ্য যে যদ্যপি সে ভদ্র লোকের কন্যা, তথাপি তাহার একখান কঞ্চিনির্ম্মিত চারপায়া মাত্র ছিল, এবং বিছানার পরিবর্ত্তে শুষ্ক পত্র ও কোমল ঘাস পাতিয়া শয়ন করিত। এই কারণ যে তাহার নিদ্রা হইল না, পাঠকবর্গেরা এমত অনুমান করিবেন না, কেননা এই রূপ বিছানাতে শুইতে তাহার অভ্যাস ছিল। সেই রাত্রিতে আপন মাকেও বড় একটা স্মরণ করিল না, কেবল

ঐ দীনহীন বন্দির দুরবস্থা মনে আন্দোলন করত পড়িয়া২ কান্দিতেছিল। ইমোজিন ভাবিতে লাগিল, হায়! এই শীতকালের সময়ে সে অরণ্যেতে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে তাহা বলা অসাধ্য। তাহার চতুষ্পার্শ্বে বনপশু আছে; আরো বোধ হয় তাহাকে কেহ কিছুই খাইতে দেয় নাই, অতএব ক্ষুধাতে প্রায় মুমূর্ষু হইয়া থাকিবে। হায় দুর্ভাগা, তুমি আমাদের দেশে শত্রু ভাবে আইলে না; এবং তোমাকে অপমান করিলেও তোমার মুখহইতে একটি রাগের কথা নির্গত হইল না, তথাচ আমারই বংশের লোকদ্বারা তোমাকে বধ করা যাইবে। হায় ২! এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম না করিলে কি নয়?

ইমোজিনের মনে উক্তরূপ চিন্তা উৎপন্ন হওয়াতে সে ধীরে২ শয্যাহইতে উঠিল, এবং কেহ যেন টের না পায়, এমত সাবধানে ঐ অন্ধকার কুটীর মধ্যে দুগ্ধের ভাঁড় অন্বেষণ করিতে লাগিল, শেষে তাহা হাতড়াইয়া বাহির করিলে এক হাতে দুগ্ধ, অন্য হাতে এক প্রকার বন্য ফল ধারণ করিয়া গৃহের দ্বার দিয়া বহির্গত হইল। সে আবার দ্বারও নহে, কেবল গোল ছিদ্র মাত্র। যাহা হউক, অন্ধকারে একলা বাহির হইলে পর ইমোজিন ত্রাস-

যুক্তা হইয়া ভাবিতে লাগিল, হায়! আমি কি করিলাম? কি প্রকারে বন দিয়া গমন করিব? হইতে পারে, আমাকে বাঘে খাবে, নতুবা ভূতে ধরিবে। এই ভাবিয়া সে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিল, এমত সময়ে পুনর্ব্বার ঐ দীনহীন বন্দিকে স্মরণ করত বিবেচনা করিল, আমি যদি ভয়েতে তাঁহার নিকটে না যাই, তবে সে একেবারে মরিল। অতএব এই কথাদ্বারা ইমোজিন আপন প্রাণকে শক্ত করিয়া অগ্রসর হইল। যাইতে২ অনেক বাধা পাইল, কেননা বন অতি নিবিড়, এবং আকাশ কালো মেঘেতে আচ্ছন্ন হওয়াতে জ্যোৎস্না প্রায় ছিল না, তথাচ ঐ সাহসী যুবতী আর ফিরিল না। সে নিশ্চয় জানিল যে আমি এক দীনহীন বৃদ্ধ মনুষ্যের হিতার্থে যাইতেছি, এবং এই সঙ্কল্পে তাহার মন সবল হইল। প্রায় এক ক্রোশ পথ গমন করিলে পর যে যৎকিঞ্চিৎ জ্যোৎস্না ছিল, তদ্দ্বারা ইমোজিন টের পাইল যে পূর্ব্বোক্ত ভয়ানক পিঁজরা সম্মুখে আছে, অতএব সে জানিল, যে যাহার অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি, সেও ইহার নিকটে কোন স্থানে থাকিবে। তাহাকে পাইবার অভিপ্রায়ে এ দিগে ও দিগে ভ্রমণ

করিতে লাগিল, এমন সময় শুনিল, যেন ঝোপের মধ্যে মিষ্ট স্বরে কেহ গান করিতেছে। তাহাতে সে কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করাতে এই গীতের কথা তাহার কর্ণগোচর হইল; যথা,

কর ওরে মন যীশুর সাধনা.
তিনি তব পালক কিসের ভাবনা॥
সদা তিনি মম সহায়, কি নিমিত্তে হবে ভয়,
নিদান কালে মোরে দিবেন সান্ত্বনা॥
শত্রু বৃথা বাধা দেয়, আমি নিত্য খাদ্য পাই,
আশীর্দ্দানে মোরে করেন সুমনা॥
তোমার প্রেমে মম দিন, সদা হবে দুঃখ হীন,
তব সেবা যেন কভু ছাড়ি না॥

ইহা শুনিবামাত্র ইমোজিন মনে ভাবিল, এই অবশ্য ঐ বিদেশির রব; কিন্তু সে কাহার সহিত কথা কহিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; চন্দ্র তারা বিনা আমি তো আর কিছুই দেখিতে পাই না।

কিঞ্চিৎ পরে বন্দী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমার ত্রাণকর্ত্তা, অতএব আমি বিচলিত হইব না।

ইহাতে ইমোজিন মনে২ বলিল, এখন আমি নিশ্চয় জানি যে ঐ বন্দী ছাড়া আর কোন অদৃশ্য

প্রাণী এই স্থানে বর্ত্তমান আছে, নতুবা কাহার সহিত উনি এই প্রকার কথা বলিতেছেন? আমি তাহাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু বোধ হয় বিদেশী তাহাকে দেখিতে পায়। হয় তো তিনি স্বর্গীয় কোন জীবাত্মা, ঐ দীনহীনের রক্ষার্থে আসিয়াছেন। এই চিন্তা মনে উৎপন্ন হওয়াতে ইমোজিন থর২ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কেননা হিতৈষী আত্মা হউক, কিম্বা ভূত প্রেতাদি দুষ্ট ছায়া হউক, যে প্রাণী এ পৃথিবীর নয়, তাহা মনে করিলেই লোকদিগের আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে। অতএব মানুষের মুখ দেখিলেই বাঁচি, এমত অনুমান করত ইমোজিন আপন প্রাণকে শক্ত করিয়া যেখানে শব্দ হইতেছিল, এমৎ নিবিড় ঝোপের মধ্যে এক লম্ফ দিয়া একেবারে ঐ দীনহীন বন্দির নিকটে উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি অন্ধকার নির্জ্জন স্থানে সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহাতে ইমোজিন মৃদু রবে কহিল, ভয় নাই; বল দেখি, তুমি কি তারাগণের সহিত কথোপকথন করিতেছিলে?

বৃদ্ধ বন্দী উত্তর করিল, না মা, যিনি তারা

সূর্য্য চন্দ্রের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার সহিত কথা হইতে-ছিল। আমি তাঁহাকে আপন দুঃখ জানাইয়া থাকি। তিনিই এই পৃথিবী বানাইয়া নদ নদী বৃক্ষ পুষ্পাদিতে এই রূপ শোভিত করিয়া-ছেন। আর তিনিই সকলকে জীবন প্রদান করেন, ও সকলের প্রতিপালক হন।

ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, তিনি কি তোমার কথা শুনিয়া থাকেন?

বন্দী কহিল, হাঁ মা, তিনি সর্ব্বদাই সকলের প্রার্থনা শুনেন।

তাহাতে ইমোজিন ভীত হইয়া চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করত জিজ্ঞাসিলেন, তিনি কোথায়? আমি তো তাঁহাকে দেখিতে পাই না।

বন্দী কহিল, বায়ু তোমার চতুষ্পার্শ্বে বহি-তেছে, ও তদ্দ্বারা তুমি নিশ্বাস ত্যাগ করত প্রাণ ধারণ করিতেছ, তথাপি তুমি সে বায়ু দেখিতে পাও না। পরমেশ্বর তদ্রূপ।

ইমোজিন আপন অঙ্গুলীদ্বারা সম্মুখস্থিত কষ্ঠির প্রতিমার দিগে ইঙ্গিত করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, তোমার ঈশ্বর কি আমাদের ঐ দেবতা অপেক্ষা পরাক্রমী হইতে পারেন?

বৃদ্ধ বলিলেন, এক ঈশ্বর বিনা আর ঈশ্বর নাই, প্রতিমা সকল কেবল মনুষ্যদের হস্তকৃত। মুখ থাকিলেও তাহারা কথা কহিতে পারে না, ও চক্ষুঃ থাকিলেও দেখিতে পায় না, এবং কর্ণ থাকিলেও শুনিতে পায় না, তাহাদের তো কিছুই করিবার শক্তি নাই।

ইমোজিন ইহা শুনিয়া কম্পিত কলেবরে উত্তর করিল, না গো, এমন কথা কহিও না, পাছে দেবতা রাগ করত এই ক্ষণে আমাদিগকে গ্রাস করেন।

বিদেশী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ভয় কি, বৎসে? আমাদের কোন ক্ষতি করিতে তোমার দেবতার ক্ষমতা নাই। সে তো কেবল বৃক্ষের কাষ্ঠেতে নির্ম্মিত, কুড়ালি দিয়া কাটিলে খণ্ড২ হইয়া পড়িবে, আগুনে দিলে জ্বলিয়া উঠিবে, জলে ফেলিলে পচিয়া যাবে। দেখ, আকাশের পক্ষী সকল তাহার মাথায় ও ঘাড়ে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, তাহাদিগকেও তাড়িয়া দিবার শক্তি নাই। তবে তোমাকে আমাকে কি করিতে পারে?

তখন ইমোজিন কিঞ্চিৎ ভাবিয়া ব্যগ্র

পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, তোমার ঈশ্বর কেমন? তিনি কি তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন?

বৃদ্ধ বলিল, হাঁ, তাহা পারেন। স্বর্গে ও পৃথিবীতে যেখানে যাহা ঘটে, তাহা সকল তিনি স্থির করেন।

ইমোজিন আরো কহিল, তোমার এখন কেমন বোধ হয়? ঐ ঈশ্বর কি তোমাকে শত্রুহস্ত-হইতে উদ্ধার করিবেন?

বৃদ্ধ উত্তর করিল, তাহা করেন কি না, বলিতে পারি না। যা তাঁহার ইচ্ছা হয়, তা আমার পক্ষে ভাল। যদি তিনি এই পৃথিবীতে আ-মাকে আর কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখেন, তবে আমি তাঁহারই সেবাতে রত থাকিব। যদি না রাখেন, তবু আমার ভাবনা নাই। ঈশ্বর নি-র্ম্মিত আমার এক অনন্তকালস্থায়ি গৃহ স্বর্গেতে আছে, ইহা আমি জানি। লোকেরা কেবল শরীর নষ্ট করিতে পারে, আত্মাকে তো নষ্ট করিতে পারে না।

তখন ইমোজিনের অন্ধকারময় মনে আলোর উদয় হইতে লাগিল। তাহাতে সে অতি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিল, ওগো মহাশয়, আত্মা কা-হাকে বলে?

বিদেশী তাহার মস্তকোপরি হাত দিয়া কহিলেন, হে বৎসে, যদ্দ্বারা আমরা বিবেচনা করি, ও স্মরণ করি, ও ভরসা করি, ও প্রেম করি, ও ভয় করি, তাহাই আত্মা। দেখ, চক্ষুঃ নষ্ট হইলেও মনুষ্য সকল বস্তুর আকৃতি স্মরণ করিতে পারে, কিম্বা প্রিয়তম বন্ধু দূরে থাকিলেও তাহাকে প্রেম্ করে। এই সকল কিসে হয়? শরীর অপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ যে জীব শরীরের মধ্যে থাকে, অবশ্য তদ্দ্বারাই হয়। তাহাকেই আত্মা কিম্বা মন বলি। দেখ, শরীর মরিয়া মাটীতে লীন হয়, কিন্তু আত্মা চিরকাল বাঁচিয়া থাকে।

ইমোজিন বন্দিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিল, কি বলিলেন, মহাশয়? চিরকাল বাঁচে? বাপু হে, এ কেমন ভারি কথা!

বন্দী উত্তর করিল, হাঁ বৎসে, চিরকালই বটে। পাঁচ সহস্র যুগ গত হইলেও তোমার আত্মা বাঁচিয়া থাকিবে। এই বনের সমুদয় বৃক্ষেতে যত পাতা আছে, তত বৎসর গত হইলেও তোমার আত্মা মরিবে না। সূর্য্য ও চন্দ্র, ও তারাগণ লুপ্ত হইয়া যাইবে, তবু তোমার আত্মা থাকিবে।

ইহা শুনিয়া ইমোজিন ব্যগ্রতা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, ও মহাশয়, তবে কোন্ স্থানে থাকিবে? তাহা বল।

বিদেশী কহিল, যাহারা এই পৃথিবীতে থাকিয়া ঈশ্বরকে প্রেম ও ভক্তি করিয়াছে, তাহারা সুখের স্থান পাইবে; কিন্তু যাহারা তাঁহাকে অমান্য করিয়াছে, তাহারা অসীম যন্ত্রণাস্থানে যাইবে।

ইহাতে ইমোজিন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, এবং মাতার কবরের উপরে পড়িয়া কহিতে লাগিল, যদি এমত হয়, তবে হে আমার জননি, তুমি কোন্ স্থানে আছ? তুমি তো এই ঈশ্বরকে জানিতে না। ও মহাশয়, আমার মা কোথায় আছেন? তাহা বল।

বন্দী কহিল, হে বৎসে, কান্দিও না; তোমার মা দয়ালু ঈশ্বরের হস্তে আছেন। যাহারা তাঁহার ধর্ম্ম জানিতে পায় নাই, ও তাঁহার পবিত্র গুণের বিষয় কাহারও মুখে শুনে নাই, তাহাদিগের বিচার করণ সময়ে তিনি অন্যায় না করিয়া, যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান তাহাদের ছিল, তদনুসারেই তাহাদের ভাবি দশা নিরূপণ করিবেন। দেখ, তোমাদের দেবগণকে রক্তাক্ত বলিদানাদি

দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হয়; কিন্তু পিতার নিকটে সন্তান যেমন নির্ভয়ে আপনার মনোবাঞ্ছা জানায়, তেমনি পরমেশ্বরের নিকটে আমরা নির্ভয়ে প্রার্থনা করি; কেননা আমাদের ঈশ্বরের "প্রেম" এই নাম আছে।

সেই সময়ে চন্দ্রের কিরণ উক্ত বৃদ্ধ বিদেশির উপর পড়িল, তাহাতে ইমোজিন তাহার পক্ব কেশ ও প্রসন্ন বদন দেখিয়া অনুমান করিল, যে ইনি অবশ্য ঈশ্বরপ্রেরিত কোন মনুষ্য, আমাদিগকে ধর্ম্মপথ দেখাইতে আসিয়াছেন। কিন্তু তখন তাহার মন অনেক চিন্তাতে চিন্তিত ছিল, এই জন্যে সে কথা কহিতে পারিল না, কেবল ঐ দুধ ও ফল বৃদ্ধের নিকটে রাখিয়া ধীরে২ চলিয়া গেল। আর অদৃশ্য হইলে পরে সে প্রকৃত যুবতী কিম্বা স্বপ্নমাত্র, ইহা বৃদ্ধ প্রায় নিশ্চয় করিতে পারিল না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পর দিন প্রত্যূষে পূর্ব্বোক্ত দ্রুইদ ইমোজিনের বাটীর নিকটে আসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। তাহাতে ইমোজিন ধড়পড়িয়া

উঠিল, কেননা তখন ড্রুইদের সেবা করিতে ইমোজিনের পালা ছিল, এবং সে তাহাকে অতিশয় ভয় করিত।

ড্রুইদ যাজক কহিলেন, হে সাদকের কন্যে, এত বিলম্ব কেন? আইস২, তোমার বীণা আনিয়া দেবতার উদ্দেশে প্রাতঃকালের গান গাও। আহা দেখ, তিনি কল্য আমাদের কত শত্রুকে হত করিলেন, ও কত লোকের রক্ত চুষিয়া খাইলেন।

ইমোজিন পুরোহিতের সাক্ষাতে ভয়ে দণ্ডবৎ হইল বটে, কিন্তু সে মনে২ কহিল, আমাদের এই রক্তপায়ি দেবতা অপেক্ষা বন্দির দয়ালু ঈশ্বর শত গুণে ভাল। আহা! তাঁহার নামই প্রেম, এই কথাটী আমি ভুলিতে পারিলাম না।

পুনর্বার ড্রুইদ কহিলেন, ভাল, সাদকের কন্যে, কখন্ আরম্ভ করিবা? এইক্ষণে গাও।

দারুণ ভীষণ হন মোদের ঈশ্বর,
সকলে তাঁহার রবে কাঁপে থর থর।

যথায় ভ্রমেন তিনি রথের উপর,
তথায় তাঁহার গতি অতি ভয়ঙ্কর॥

মড়ক মরণ তাঁর গতির লক্ষণ,
অগ্নিময় বাণ হস্তে করেন ধারণ।

তাহাকে বিঁধেন তিনি নিজ শত্রুগণে,
ভয়াবহ পরমেশ তুষ্ট রক্ত পানে॥

ইমোজিন বীণা হাতে করিয়া এই গীত গা-ইতে উদ্যোগ করিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর প্রেম-স্বরূপ, এই কথাটী বার২ তাহার মনে পড়াতে তদ্রূপ নিষ্ঠুর দেবতার স্তব গান করিতে পারিল না, অতএব গান ছাড়িয়া কেবল অতি মৃদুরূপে বীণা বাজাইতে লাগিল। দ্রুইদ বিবেচনা করি-লেন, এই মেয়েটী মা বাপের নিমিত্তে শোকার্ত্ত হইয়া আর গান গাইতে চাহে না, উহাকে কোন রূপে তাহা করাইতে হইবে। ইহা ভা-বিয়া ইমোজিনকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া কহি-লেন, সাদকের কন্যে, তোমার কি একটু বুদ্ধি নাই? কত ক্ষণ কান্দিয়া বেড়াইবে? যাহা হবার হইয়াছে; এখন বর্ত্তমান কালের সুখে সুখী হওয়া উচিত। সকলের অদৃষ্টে মৃত্যু, তাহা যে কেবল তোমার মা বাপের প্রতি ঘটিয়াছে তাহা তো নয়। ফল পাকিলে ভূমিতে পড়ে; ও সূর্য্য ঘূরিয়া আইলে সন্ধ্যা কালে পশ্চিমদিগে অস্ত-গত হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ইমোজিন কহিল, সত্য মহাশয়, কিন্তু ফল

ভূমিতে পড়িলে পুনর্ব্বার গাছ হইয়া উঠে, ও সূর্য্য অস্ত হইলে পরদিবসে পুনর্ব্বার উদয় হয়।

ইহা শুনিয়া ড্রুইদ রাগ করত কহিলেন, এত কথাতে তোমার কায কি? এই সকল নিগূঢ় বাক্যের বিষয়ে তুমি কি বুঝ? স্ত্রীজাতি অজ্ঞান, তুমি স্ত্রীজাতির মত ব্যবহার কর, পশুপাল চরাও, গৃহ লেপ, অন্ন প্রস্তুত কর। যাহা তোমার বুদ্ধির অগম্য তাহাতে হাত দিবা কেন? নিম্ন ভূমির ক্ষুদ্র জলাশয় কি কখন পর্ব্বতে উঠিতে পারে?

ইমোজিন মনে২ ভাবিল, যদ্যপি নিম্ন ভূমির জলাশয় পর্ব্বতে উঠিতে পারে না, তথাচ ঐ জলাশয়েতে অতি উচ্চ গগণস্থ তারা সকলের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ঐ দীনহীন বন্দির বাক্য যদি সত্য হয়, তবে আমি নিশ্চয় জানি যে স্ত্রীজাতি হইলেও আমার আত্মা আছে। আমি বিবেচনা করিতে পারি। এখন ভরসাহীন হইয়াছি বটে, কিন্তু মা বাপ যখন ছিলেন, তখন ভরসাতে আমার হৃদয় কেমন সুখে থাকিত। অতএব স্ত্রীজাতি হইলেও কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোন্ ধর্ম্ম বা মিথ্যা, তাহা চিন্তা করিতে ছাড়িব

না। ড্রুইদ কি করিতে পারেন? বলবান্ বীরের মেয়ে যে আমি, আমি কি তাঁহাকে ভয় করিব?

তখন মনোহর দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, অতএব ইমোজিন উঠিয়া এদিগে ওদিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দিবাকর পূর্ব্বদিক্ রক্তিমাবর্ণ করিয়া ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন রেখায় গমনোদ্যোগী হইতেছিল। সুখময় মলয় বায়ু মৃদু২ শব্দে প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত কুসুম দল ক্ষরিত তৃপ্তিকর সৌগন্ধ বহন করত চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছিল। ভ্রমর ভ্রমরী নবমঞ্জরী গোলাপ পূরিত সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া অসীম আনন্দ ভরে গুণ২ স্বরে সঙ্গীত করিতেছিল। নবমঞ্জরীসুশোভিত তরুবরোপরি পিকবর কি সুমধুর স্বরে কুহু২ ধ্বনি করিতেছিল। ইমোজিন এই সকল সৌন্দর্য্য আরো ভাল করিয়া দেখিবার জন্যে একটা পর্ব্বতের উপরে উঠিলে তাহার সম্মুখে মহাসাগর বৃহৎ দর্পণের মত আলোতে চক্২ করিতেছিল, ও তাহার পায়ের নিকট একটি ছোট জলস্রোত পর্ব্বতহইতে নির্গত হইয়া সেই মহাসাগরের দিগে বেগে গমন করিতেছিল। ইমোজিন ইহা দেখিয়া মনে২ বিবেচনা করিল, এই ছোট জলস্রোত

আমাদের ইহকালীন জীবদ্দশার সদৃশ, আর ঐ মহাসাগর পরকালের তুল্য, এইটা ক্রমাগত বহিয়া যাইতেছে, ঐটা নিত্যস্থায়ী। এই ছোট স্রোতের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে হাঁটিয়া ইহা পার হইতে পারি, কিন্তু মহাসাগরের গভীরতা কে পরিমাণ করিতে পারে? ইমোজিন ঈশ্বরকৃত উক্ত সকল সৌন্দর্য্য অবলোকন করত আরো ভাবিল, ঈশ্বর যে প্রেমস্বরূপ, ঐ বিদেশির এই কথাটী নিতান্ত সত্য, দেখ, সকল বস্তু তাহার প্রমাণ দিতেছে। তেজোময় সূর্য্য ও নির্ম্মলা নদী ও নানা বর্ণের পুষ্প, এই সকল আমাদের কর্ণকুহরে কহিতেছে, আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রেমস্বরূপ। পরে দেখিতে২ একটা বৃহৎ বনবৃক্ষের উপর দৃষ্টি পড়িলে ইমোজিন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কারণ সে জানিল, যে ঐ গাছতলায় আমার মায়ের কবর আছে, আর ঐ গাছের গোড়ায় পূর্ব্বোক্ত দীনহীন বিদেশী বাঁধা আছে। অনন্তর সে মনের মধ্যে তর্ক করিতে লাগিল, এইটী কেমন হইল? ঈশ্বর যদি প্রেমস্বরূপ হন, তবে এত বেদনা পীড়াদি দুঃখ কোথাহইতে জন্ম পাইল?' এই পৃথিবী অতি সুশোভিতা বটে,

তবে ঈশ্বর কি জন্যে মৃত্যুরূপ ছায়াদ্বারা তা-
হাকে অন্ধকারময় করিলেন? অধিক ভাবিলেও
ইমোজিন এ বিষয় কিছুই স্থির করিতে পারিল
না। শেষে সে এই যুক্তি করিল, যে রাত্রি হইলে
আমি কোন কৌশলে পুনরায় সেই বিদশি বন্দির
নিকটে গিয়া তাহার স্থানে এই সব জিজ্ঞাসা
করিব। তিনি, জ্ঞানি ব্যক্তি, আমাকে সকল
বুঝাইয়া দিবেন, এবং আমি ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে
আসিয়াছি, ইহার নিমিত্তে তিনি ড্রুইদের ন্যায়
কখন তিরস্কার করিবেন না।

ইহা ভাবিয়া ইমোজিন ঘরে ফিরিয়া যাইতে
মনস্থ করিল, কিন্তু তাহার বড় পিপাসা বোধ
হওয়াতে সে প্রথমে উক্ত জলস্রোতের নিকটে
জল খাইবার জন্যে গমন করিল। পথিমধ্যে
অনেক কণ্টক ছিল, তাহা তাহার পায়ে বিন্ধিল,
এবং যেমনি হস্ত দিয়া জল তুলিবে, তেমনি
একটা বিষধর সর্প নলবনহইতে নাচিয়া উঠিল;
আর একটু হইলে ইমোজিনকে দংশন করিত।
কিন্তু সে তাহাকে টের পাইয়া শীঘ্র ফিরিয়া
জল না খাইয়া অমনি ঘরে গেল। ইমোজিন, কি
জানি, তোমার শিক্ষার্থে ঈশ্বর তোমার প্রতি

এই ঘটনা ঘটাইলেন! এই জলস্রোত যেমন, মনুষ্যের আয়ু তেমন, দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু ধারে২ দুঃখরূপ কণ্টক ও পাপরূপ সর্প লুক্কায়িত আছে। হায়, কণ্টক ও সর্প কোথাহইতে জন্ম পাইল?

চতুর্থ অধ্যায়।

সেই রাত্রিতে আল্‌ফিয়স নামে উক্ত বিদেশি বন্দী ইমোজিনকে কঞ্চিনির্ম্মিত ঠাকুরের নিকটে দাঁড়াইতে দেখিয়া অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আসিয়াছ, আমার কন্যে? ভাল করিয়াছ, আমি তোমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছিলাম।

ইমোজিন উত্তর করিল, তবে কি তোমার ঈশ্বর আমাকে ঘোর বিপদহইতে উদ্ধার করিলেন? না, বুঝি তাহা হইবে না, কেননা আমি তাঁহাকে জানি না।

আল্‌ফিয়স বলিল, তুমি তাঁহাকে জান না, তজ্জন্য তিনি তোমাকে জানিতে পারেন না, এমত অনুমান করিও না। হে আমার কন্যে, আমার ঈশ্বর তো তোমাকে শিশুকাল অবধি

পিতা মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অদ্য যে বিশেষ বিপদহইতে তোমাকে রক্ষা করিলেন, সে কি?

অনন্তর ইমোজিন বৃদ্ধের চরণে বসিয়া সর্প কিরূপে তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা জ্ঞাত করিল। পরে কহিল, মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এইটী বলিতে হইবে, পরমেশ্বর যদি প্রেমস্বরূপ হন, তবে এই জগতে এত শঙ্কা ও দুঃখ কেন দিয়াছেন?

আলফিয়স্ উত্তর করিল, হায়! পরমেশ্বর যে রূপে জগৎকে প্রথম বানাইয়াছিলেন, সেই রূপ অবস্থাতে এখন তো জগৎ আর নাই। আদিতে তিনি আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন, পরে ঈশ্বর আপন সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই উত্তম দেখিলেন।

ইমোজিন জিজ্ঞাসা করিল, তবে এই উত্তম অবস্থা কি প্রকারে পরিবর্ত্তন হইল?

আলফিয়স কহিল, হায়! তাহা বলিতে গেলে অনেক দুঃখজনক কথা বলিতে হয়। যাহা হউক, পরমেশ্বর আপনি আমাদিগকে যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রে এই বিষয়ে যাহা

লেখা আছে, তাহা তোমার সাক্ষাতে এখন বর্ণনা করি; তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শুন।

"পরমেশ্বর মৃত্তিকাদ্বারা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলে সে সজীব প্রাণী হইল। পরে প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব্বদিক্‌স্থিত এদন্ নামক দেশে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সে স্থানে আপন সৃষ্ট ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। অনন্তর পরমেশ্বর কহিলেন, একাকী থাকা মনুষ্যের বিহিত নয়, আমি তাহার উপযুক্ত এক সহকারী নির্ম্মাণ করিব।" পরে পরমেশ্বর স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদমের অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট ঐ পুরুষের নিকটে আনিলেন। এই প্রকারে আদম ও তাহার স্ত্রী হবা সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। তাহারা সাধু ও পবিত্র ছিল, আর সেই সদ্ভাব ব্যতিরেকে তাহাদের অন্য বস্ত্র ছিল না। তখন দুঃখ পীড়া মৃত্যু এই সকল জগতের মধ্যে ছিল না।

ইমোজিন ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, তবে কি প্রকারে এখন এই সকল দেখা যাইতেছে?

আল্‌ফিয়স্ উত্তর করিল, বলি, শুন। "প্রভু পরমেশ্বর আদমকে লইয়া ঐ উদ্যানের রক্ষা

করণে নিযুক্ত করিলেন, এবং তাহাকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও। কেবল ঐ সদসৎ জ্ঞান-দায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহা করিবা সেই দিনে মরিবা।”

ইমোজিন বলিল, ঈশ্বর যখন অন্য সকল ফল খাইতে অনুমতি দিলেন, তখন কেবল একটী বৃক্ষের ফল ত্যাগ করা অতি সহজ ছিল।

আলফিয়স্ কহিল, শুন না, বলি। “প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্ট ভূচর জন্তুদিগের মধ্যে সর্প অতিশয় খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ওগো, এই উদ্যানের এক বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, ইহা কি সত্য?”

ইমোজিন চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসিল, সর্প জন্তুমাত্র. সে কি প্রকারে কথা কহিল?

আলফিয়স্ উত্তর করিল, যে এমত কথা কহিল, সে শয়তান, সর্পের বেশমাত্র ধারণ করিয়াছিল। শয়তান পূর্ব্বে ঈশ্বরের এক দূত ছিল ও স্বর্গে বাস করিত, পরে অহঙ্কারী হইয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দ্রোহ করিলে তিনি তাহাকে দূর করিয়া

অনন্তকালস্থায়ি দণ্ড দিলেন। ঐ শয়তান বড় হিংসুক, আদম হবার সুখ দেখিতে পারিত না, এই হেতু কোন প্রকারে তাহাদিগকে দোষী করিয়া আপনার ন্যায় দণ্ডনীয় ও শাপগ্রস্ত করিতে স্থির করিল।

ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, নারী শয়তানের কথাতে কি উত্তর দিল?

"নারী সর্পকে কহিল, আমরা এই উদ্যানের তাবৎ বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে পারি, কেবল উদ্যানের মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, স্পর্শও করিও না, করিলেই মরিবা। তখন সর্প নারীকে কহিল, তোমরা কোন ক্রমে মরিবা না, বরং যে দিনে তাহা খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইলে ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ জ্ঞান পাইবা, ইহা ঈশ্বর জানেন। তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুদৃশ্য ও সুখাদ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় জানিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপন স্বামিকে দিলে সেও ভোজন করিল।"

ইমোজিন কহিল, আহা হতভাগারা, তোমরা

কেন এমন করিলে? পরে ঈশ্বর কি আসিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিলেন?

আলফিয়স্ উত্তর করিল, শুন। "দিবাবসানে আদম ও তাহার স্ত্রী উদ্যানের মধ্যে গমনাগমনকারি প্রভু পরমেশ্বরের রব শুনিয়া তাঁহার সম্মুখহইতে বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। তখন প্রভু পরমেশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তাহাতে সে কহিল, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইয়াছি।" দেখ, আমার কন্যা, ইহা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম ছিল, কেননা ঈশ্বরের চক্ষু সর্ব্বস্থানে আছে, অতএব তাঁহার দৃষ্টিগোচরহইতে পলায়ন করিতে পারা যায় না। তাঁহার পক্ষে নির্ম্মল দিবস ও অন্ধকারময় রাত্রি সমান। যদ্যপি কেহ ভূমিতে গর্ত্ত খনন করিয়া সেখানে বসতি করে, তথাপি তিনি সে স্থানেও সকলই দেখিতে পান, এবং নিবিড় বনের মধ্যেও তাঁহার দৃষ্টি যায়। সুতরাং সেই দুই জন পাপিকে বাহির হইতে হইল।

অপর ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, তবে আদম ও হবা কি তৎক্ষণাৎ মরিল?

আল্‌ফিয়স্‌ উত্তর করিল, এমত নয়, কিন্তু সেই দিনে জগতের মধ্যে মৃত্যু প্রবেশ করিল বটে। বাঘ ভালূক প্রভৃতি যে পশুরা পূর্ব্বে অহিংসুক হইয়া স্বচ্ছন্দে মনুষ্যদের সঙ্গে বাস করিত, তাহারা তখনি অতিশয় হিংসুক হইয়া মনুষ্যকে খাইয়া ফেলিতে চেষ্টান্বিত হইল, এবং কেবল মনুষ্যকে নয়, অন্য২ ক্ষুদ্র পশুকে আ-ক্রমণ করিয়া মারিতে লাগিল। যে সিংহ পূর্ব্বে বলদের ন্যায় খড় ভক্ষণ করিত, সে রক্তাক্ত মাংস না পাইলে আর ভোজন করিল না। এবং যে চিতাবাঘ যে ছাগবৎসের সহিত একত্র ঘুমাইত, সে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। সেই দিন অবধি আদম ও হবার পাপ প্রযুক্ত ভূমি পর্য্যন্ত শাপগ্রস্ত হইয়া কণ্টক ও বন-ঘাসাদি উৎপাদন করিতে লাগিল, এবং মনুষ্য ও তাহার বংশ সকল এই জগতে দুঃখের ও পীড়ার ও মৃত্যুর অধিকারী হইল; ও মৃত্যুর পরে যে তাহাদের আত্মা সুখ পায়, এমন কোন ভরসা আর থাকিল না।

ইমোজিন কহিল, আহা, একের দোষ প্রযুক্ত কি সকলে শাপগ্রস্ত হইল?

আলফিয়স্ উত্তর করিল, হায়! আমরা তো কেবল মৃত্যুর অধিকারী নই, পাপেরও অধিকারী হইয়াছি। গাছ যেমন, ফল তেমনি হইবে। কণ্টকবৃক্ষে কেবল কণ্টক উৎপন্ন হয়। আদম বংশোদ্ভব এমন মনুষ্য নাই যে পাপ করে না; এবং পরমেশ্বর যদ্যপি প্রেমস্বরূপ হন, তথাপি তিনি পবিত্র ঈশ্বর, আর পবিত্রতা না থাকিলে কেহ তাঁহার দর্শন পাইবে না।

তখন ইমোজিন প্রায় নিরাশ হইয়া কান্দিয়া কহিল, হায়! তবে কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইব? আমাদিগকে কি এই দুঃখজনক কথা বলিতে আসিয়াছিলে, যে তোমাদের অদৃষ্টে ইহকালে মৃত্যু, পরকালে অনন্ত যন্ত্রণা আছে? আহা! এমন ধর্ম্মে কায কি? পূর্ব্বে আমার যে যৎকিঞ্চিৎ ভরসা ছিল, তাহাও গেল।

আলফিয়স্ উত্তর করিল, না, না বৎসে, এমত অনুমান করিও না। ভরসা আছে, নতুবা আমি তোমাকে এমত শিক্ষা দিব কেন? আমাদের পরিত্রাণ পাইবার দৃঢ় ভরসা আছে।

ঠিক ঐ সময়ে ইমোজিন বনমধ্যে কোন বিশেষ শব্দ শুনিয়া ভয়েতে কাঁপিতে লাগিল।

আলফিয়স্ জিজ্ঞাসিল, কি হইয়াছে, মা? কি শুনিলে?

ইমোজিন কহিল, ড্রুইদের রব শুনিলাম। তিনি তপস্যা ও প্রার্থনাতে রাত্রি যাপন করিতেছেন। আহা! যদি তিনি এ দিগে আসিয়া আমার দেখা পান, তবে না জানি কি করিবেন। অতি ক্ষুদ্র দোষের নিমিত্তে আমাকে মারিয়া থাকেন; তোমার সহিত কথা কহিতে দেখিলে বুঝি একেবারে কাটিয়া ফেলিবেন।

আলফিয়স্ ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, তবে যাও, মা, যাও। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তোমার সহিত গমন করুক।

ইমোজিন গেলে পর আলফিয়স্ মনোমধ্যে বলিতে লাগিল, হে দয়ালু পিতঃ, তুমি যদি এই অনাথা বালার হৃদয়ে ধর্ম্মরূপ আলো প্রবেশ করাইবার কারণ আমাকে এই স্থানে আনিলা, তবে ধন্য দুঃখ, ধন্য ক্লেশ, ধন্য মৃত্যু। এমন পুরস্কার পাইতে কে না মৃত্যু সহ্য করিবে? এই ইমোজিন যদি আমাদ্বারা তোমার সত্য সেবিকা হয়, তবে সে পরকালে আমার অক্ষয় হর্ষমুকুটস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

কিঞ্চিৎ পরে দ্রুইদ চুপে২ আসিয়া বন্দী কি করিতেছে, তাহা দেখিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন সে ঘুমাইয়াছে। তথাপি কেবল নিষ্ঠুরতা প্রযুক্ত একটা পাথর ফেলিয়া তাহাকে মারিলেন। আ! নির্দ্দয় ক্রূর যাজক, এ কি তোমার ধর্ম্ম? সকল মনুষ্য পাপাত্মা হইয়াছে, হতভাগা বন্দির এই কথা তোমার ব্যবহারদ্বারা সপ্রমাণ হইল।

সেই রাত্রিতে ইমোজিন বিশ্রাম করিতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে নানা প্রকার বিপরীত চিন্তা উঠিল। আপনার দ্রুইদীয় ধর্ম্মে তাহার বড় একটা বিশ্বাস ছিল না, কেননা পিতার মৃত্যু হইলে পর ঐ দ্রুইদেরা ধর্ম্মের ছল করত তাহার মাতার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছিলেন; এবং মাতা মরিলে তাহাকে আরো দুঃখ দিতে লাগিলেন; এই জন্যে ইমোজিন ঐ প্রকার ধর্ম্মেতে বড় সন্তুষ্ট ছিল না, এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতি প্রেম ব্যবহার করিবে, ও তাহার গোচরে মিষ্ট কথা কহিবে, এমন ব্যক্তিকে পাইতে তাহার অতিশয় আকাঙ্ক্ষা ছিল। আলফিয়স্ ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করিল

ও তদ্রূপ কথা কহিল, এই হেতু ইমোজিন স্বচ্ছন্দে তাহার শিষ্যা হইয়া তাহার উপদেশ গ্রহণ করিল। কিন্তু ঐ রাত্রিতে বন্দী যে কথা কহিয়াছিল, অর্থাৎ সকলে পাপকর্ম্ম করিয়াছে, ও আপন অন্তঃকরণকে পবিত্র করিতে কাহারো ক্ষমতা নাই, এই বাক্য ইমোজিন মনে২ আন্দোলন করত বড় ভাবিত হইল। সে বিবেচনা করিল, এই শরীর তো শীঘ্র নষ্ট হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ হউক বা যুবা হউক, কেহ মৃত্যুকে এড়াইতে পারে না, ইহা কত বার দেখিয়াছি; কিন্তু এই নূতন কথা কেমন ভয়ানক! সকলে অপবিত্র, কেহ আপনাকে পবিত্র করিতে পারে না, এ কি হইতে পারে? আমি তো বড় একটা পাপ করি নাই; আমি কি অপবিত্র? ড্রুইদ এত উপবাসাদি তপস্যা করেন, তাহাতেও কি তিনি পবিত্র হন না? ঐ দয়ালু বিদেশী নিজে কি পাপী? হায়! তবে আমি কোথায় যাইব? কোন উপায় দেখিতে পাই না। হায়২! এ সকল কথাতে হাত না দিলে এক প্রকার ভাল হইত।

এই রূপ চিন্তাদ্বারা সমস্ত রাত্রি ইমোজিনের

নিদ্রা দূর হইল। শেষে যখন প্রভাতীয় নক্ষত্র দৃশ্য হইল, তখন বন্দির অন্তিম বাক্য, অর্থাৎ ভরসা আছে, ইহা স্মরণ হওয়াতে সে মনে স্থির করিল, যাহা ঘটে ঘটুক, উক্ত ভরসা কিসে উৎপন্ন হয়, তাহা শুনিতে আমি পুনরায় আল্‌ফিয়সের নিকটে এক বার যাইব। ইহা স্থির করিলে পরে সে কিয়ৎকালের নিমিত্তে সুস্থির রূপে ঘুমাইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইমোজিনের চক্ষু যে সময়ে নিদ্রাতে বদ্ধ ছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ অতি প্রভাতে তাহার খুড়তুতো ভাই বর্ত্তিমর রাজা হরিণ শীকার করিতে বনমধ্যে গেলেন; কিন্তু দৈব ঘটনায় সেই দিবস কোন বন্য পশু মারিতে পারিলেন না। যদ্যপি তিনি মৃগয়াতে অতি নিপুণ ছিলেন, তথাপি সেই দিবস সকলি বিপরীত হইয়াছিল। তীর বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ উড়িত, তাহাতে তিনি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। শেষে যখন বাতাস কিছু কমিল, তখন হস্তের ধনু ভাঙ্গিয়া গেল। এই হেতু বর্ত্তিমর

আপন অস্ত্র শস্ত্র ভূমিতে ফেলিয়া কহিলেন, দূর হউক, অদ্য আমি আর শীকার করিব না। এই বলিয়া এক বৃক্ষের গোড়ায় হেলান দিয়া বসিলেন। পরে ড্রুইদকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, মহাশয় ভাল সময়ে আসিয়াছেন, অদ্য আমাকে কিছুই ভাল লাগে না, অতএব আপনকার বীণা লইয়া বাজাউন, শুনিয়া মন কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হইবে।

কিন্তু ড্রুইদ কহিলেন, না, না, তাহা করিতে পারি না। আমি দিব্য করিয়াছি, যে যখন তোমার ঐ বন্দিকে বলিদান করা যাইবে ও তাহার চীৎকার ধ্বনি শুনা যাইবে, তখন তাহার সঙ্গে২ বীণা বাজাইব; তদবধি আমার বীণার বাদ্য কাহারো কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না।

ইহাতে রাজা কহিলেন, যাজক মহাশয় বেশ বলিলেন। আমি ঐ বন্দির বিষয় নিতান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আপনি না বলিয়াছিলেন যে ঐ বেটা আমাদের ভাষা জানে? অতএব তাহাকে ডাকাইয়া এক দণ্ড তাহার সহিত কৌতুক করি। ইহা বলিয়া তিনি আপন দাসদিগকে আজ্ঞা করিলেন, যাও, ঐ বন্দিকে এই স্থানে

টানিয়া আন। পরে আপনি ইমোজিনের বাটীতে গিয়া তাহাকে আনিয়া ঘাসের উপরে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন।

সেই সময়ে ইমোজিনের হৃদয় ধুক২ করিতে লাগিল, কেননা সে ভাবিল, হায়! এখন আমার দয়াশীল বন্ধুর প্রতি ইহাঁরা কত কদাচার করিবে!. এবং আমি যেমন কিছু জানি না, তেমনি তাহার শত্রুদের মধ্যে বসিয়া সকল দেখিয়াও তাহার উপকারার্থে কিছুই করিতে পারিব না; কারণ ঐ ব্যক্তি আমাকে আপন মতাবলম্বিনী করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহা শুনিলে বোধ হয় ড্রুইদেরা তাহাকে ও আমাকে নষ্ট করিবেন। এমত ভাবিয়া ইমোজিন চক্ষু তুলিল না, কিন্তু এক দৃষ্টে ভূমির প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিঞ্চিৎ পরে ঐ বৃদ্ধ আলফিয়স্ ঐ সমাজের মধ্যে আইল। এই দেশীয় আরবিদের ন্যায় তাহার ক্ষীণ শরীর গলা অবধি পা পর্য্যন্ত ঢিলা বস্ত্রেতে আচ্ছাদিত ছিল, ও আরবিদের মত সে লম্বা দাড়ি রাখিয়াছিল, সে দাড়ি সমুদয় শুক্লবর্ণ।

ব্রিত্তমর রাজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া

জিজ্ঞাসিলেন, অরে বিদেশি, তুই কোথাকার লোক? বল্। তোর গায়ের বর্ণ আমাদের বর্ণের মত নয়, তোর বস্ত্রও অন্য প্রকার। তুই কি ভয়ানক রোমীয় জাতির মধ্যে এক জন? কিম্বা যে দেশ আমাদের সমুদ্রতীরহইতে কিঞ্চিৎ দৃশ্য হয়, সেই গাল দেশহইতে আসিয়াছিস?

বন্দী উত্তর করিল, না, মহারাজ, আমি রোমীয় লোক নই, আর গাল দেশহইতেও আসি নাই। আমি পূর্ব্ব দিক্স্থিত এক দেশ-হইতে আসিয়াছি: সেই দেশ এত দূর, যে এই খানে আসিতে আমার প্রায় ছয় মাস লাগি-য়াছে; তথাপি শীঘ্রই আসিয়াছি, বিলম্ব করিলে আরো কত দিন লাগিত।

ইহা শুনিয়া ঐ অসভ্য ইংরাজেরা চমৎকৃত হইয়া চেঁচাইয়া কহিল, বল কি? পৃথিবী যে এত বড় তাহা আমরা জানি নাই। এবং রাজা কহিলেন, অরে হতভাগা, তুই এত দূরে কেন মরিতে আইলি? এমন যাত্রা করিতে তোকে কে পরামর্শ দিল? তোর দেশে বুঝি খাইতে পেলি না, সেথায় ফল শস্যাদি নাই, ও সূর্য্যের আলো দৃশ্য হয় না?

আলফিয়স্ উত্তর করিল, আহা! মহারাজ, এমন অনুমান করিবেন না। আমার দেশে যেমন সূর্য্য তেজোময়, তেমনি এই ইংলণ্ডদেশে এক দিবসও তাহাকে দেখি নাই। আর সেথায় বিস্তর ফল উৎপন্ন হয়, ও ক্ষেত্র সকল নানা প্রকার শস্যদ্বারা আচ্ছাদিত আছে। সে দেশে ইক্ষু ও মিষ্ট আম ও শ্রীফল ও ডালিম পাওয়া যায়, এবং সেথায় এই প্রকার অত্যন্ত শীত হয় না।

তাহাতে বর্ত্তিমর আরো চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তবে এমন সুন্দর দেশ ছাড়িলি কেন?

আলফিয়স্ বলিল, আপনকাদের এই দেশে ধর্ম্মরূপ আলো নাই, আপনারা হস্তনির্ম্মিত দেবগণকে পূজা করেন, ইহা শুনিয়া আমি চলিয়া আইলাম।

এই কথাতে সকলে হাসিয়া উঠিল, এবং রাজা তিরস্কার ভাবে কহিলেন, আঃ! এখন বুঝিলাম, তুই আমাদের গুরু হইতে আসিয়াছিস: আইস, প্রজারা, আইস, গুরু মহাশয় কি বলেন, তাহা শুনি। আমাদের দেশে ধর্ম্মরূপ আলো নাই বটে? একটু রস, যে দিনে পিঁজরাতে পুড়িবি,

সেই দিনে যথেষ্ট আলো দেখিতে পাবি। কিন্তু সে যাহা হউক, আমাদের ভাষা কহিতে তোকে কে শিখাইল?

আলফিয়স্ উত্তর করিল, আপনকার দেশীয় এক লোকের নিকটে তাহা শিখিয়াছিলাম। সে ব্যক্তি এক জন রোমীয় সেনাপতির ক্রীত দাস, দাসত্ব করিতে২ সে সত্য ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরে তাহার কর্ত্তা তাহাকে মুক্ত করিলে সে এই স্থির করিল, যে আমি আপন জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইয়া সেথায় যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিব। আমি তাহাকে আত্ম তুল্য প্রেম করিতাম, এ জন্যে আমিও তাহার সঙ্গে যাত্রা করিলাম।

বর্ত্তিমর রাজা জিজ্ঞাসিলেন, আমাদের দেশীয় সেই ক্রীত দাস এখন কোথায়?

বন্দী নির্ম্মল আকাশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কহিল, আমার প্রিয় বন্ধু ঐ স্থানে আছে। সেখানে শ্রান্ত লোকেরা বিশ্রাম করে, ও দুঃখিরা উল্লাসিত হয়। যাঁহাকে সে এই জগতে থাকিয়া প্রেম করিত, সেই যীশু খ্রীষ্টকে এখন দেখিতে পায়। তিনি তাহার সকল পাপ মোচন করি-

য়াছেন, এই জন্যে সে নির্দ্দোষ হইয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

বর্ত্তিমর রাজা কহিলেন, তোর বন্ধুর মৃত্যু হইলে পর তুই কেন ফিরিয়া গেলি না?

আল্‌কিয়স্ কহিল, মহারাজ, আমি মনে স্থির করিলাম, যে আমার বন্ধুর মনোবাঞ্ছা আমি সিদ্ধ করিব। সে এ দেশে ধর্ম্ম শিখাইবার নিমিত্তে আসিতেছিল, অতএব তাহার পরিবর্ত্তে আমি তাহাই করিতে আসিয়াছি।

বর্ত্তিমর হাসিয়া কহিল, তোর তো বড় সাহস দেখিতেছি। আমাদের নিমিত্তে স্বর্ণ কিম্বা লৌহ কিম্বা সুরা যদি আনিতিস, তবে ভাল হইত। ধর্ম্মে কায কি? যাহা হউক, এক বার শুনি, তোর ধর্ম্ম কি প্রকার?

আল্‌ফিয়স্ কহিল, আমরা ঈশ্বরের সকল আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি, অতএব কি প্রকারে তাঁহার সহিত আমাদের মিলন হইতে পারে, তাহা জানা আমাদের অতি আবশ্যক। আর আমার ধর্ম্মদ্বারা এমন পথ দর্শাইতে পারি।

রাজা বলিলেন, শুন্, আমি তোর ঈশ্বরকে মানি না, এবং তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত

নহি। আমি ফ্রিগা ও থোর ও লক এই সকল দেবতাকে আরাধনা করিয়া থাকি, এবং তাঁহাদের উদ্দেশে বলিদান ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া থাকি। আমি খড়্গের ব্যবস্থা বিনা আর কোন ব্যবস্থা পালন করি না। বলপূর্ব্বক যাহা লইতে পারি, তাহাই লইয়া থাকি। ইহা বলিয়া তিনি আপন চক্‌চকিয়া খড়্গ বন্দির মস্তকোপরি ঘুরাইলেন, পরে কহিলেন, তোর ঈশ্বর কি কি আজ্ঞা দিয়াছেন? এক বার শুনি। তুই যদি এত দূর ঐ কথা বলিতে আসিয়াছিস, তবে তাহা শুনিলে ভাল হয়।

ড্রুইদ ইহাতে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু রাজা ঐ বন্দিকে ঘরে আনিয়াছিলেন, এই জন্যে তিনি কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। আর ইমোজিন ঈশ্বরের সকল আজ্ঞা শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া চুপ করিয়া শ্রবণ করিতে লাগিল।

অনন্তর আল্‌ফিয়স্‌ কহিল, মহাশয়েরা শুনুন, বলি। পূর্ব্বকালে পরমেশ্বর আপনার সেবা করিতে বিশেষ এক জাতিকে মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে সকল শত্রুহইতে মুক্ত করিয়া আপন

ধর্ম্ম প্রদান করিলেন। সেই ঘটনা এই প্রকারে হইয়াছিল। ঈশ্বর আপন স্বর্গীয় দূতগণের সহিত একটা পর্ব্বতে নামিলেন, সেই পর্ব্বতের নাম সীনয় পর্ব্বত। তখন সেই সীনয় পর্ব্বত ধূমময় হইল, কেননা পরমেশ্বর অগ্নিতে তাহার উপরে নামিলেন, এবং চুলার ধূমের ন্যায় তাহাহইতে ধূম উঠিল, আর সকল পর্ব্বত অতিশয় কাঁপিতে লাগিল। পরে ঈশ্বর এই দশ আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন।

প্রথম আজ্ঞা।

আমার সাক্ষাতে তোমার আর কোন দেবতা না থাকুক।

দ্বিতীয় আজ্ঞা।

তুমি আপনার নিমিত্তে কোন খোদিত প্রতিমা, অর্থাৎ উপরিস্থ স্বর্গে কিম্বা নীচস্থ পৃথিবীতে কিম্বা পৃথিবীর নীচস্থ জলে স্থিত কোন বস্তুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না, এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবাও করিও না; কেননা তোমার প্রভু পরমেশ্বর আমি জাজ্বল্যমান ঈশ্বর, এবং যে পিতৃলোকেরা আমাকে ঘৃণা করে, তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তাহাদের সন্তানদের উপরে অধর্ম্মের প্রতি-

ফলদাতা, কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে, ও আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের প্রতি সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়াকারী।

ড্রুইদ এই কথা শুনিয়া অতিশয় রাগ করত কহিলেন, ঐ বেটা আমাদের দেবগণকে নিন্দা করিতে আসিয়াছে। উহাকে এখনই মারিয়া ফেল।

কিন্তু রাজা কহিলেন, যাজক মহাশয়, ক্ষান্ত হউন, পূর্ণিমা প্রায় উপস্থিত, তাহা হইলে বন্দিকে মারিতে পারিবেন। এখন তাহার ঈশ্বরের অবশিষ্ট আজ্ঞা শুনি। তাহাতে আল্‌ফিয়স পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, যথা,

তৃতীয় আজ্ঞা।

তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, পরমেশ্বর তাহাকে নিরপরাধ করিয়া গণনা করেন না।

চতুর্থ আজ্ঞা।

বিশ্রামদিনকে স্মরণ করিয়া পবিত্র কর। ছয় দিন শ্রম করিয়া ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর। কিন্তু সপ্তম দিন তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রাম দিন, সেই দিনে তুমি কি তোমার

পুত্র কি কন্যা কি দাস কি দাসী কি পশু কি দ্বারবর্ত্তি বিদেশী কেহ কোন কার্য্য করিও না। কেননা পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তুকে ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন, এই নিমিত্তে পরমেশ্বর বিশ্রাম দিনকে বর দিয়া পবিত্র করিলেন।

পঞ্চম আজ্ঞা।

তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ কাল আয়ু হইবে।

ষষ্ঠ আজ্ঞা।

নরহত্যা করিও না।

সপ্তম আজ্ঞা।

পরদার করিও না।

অষ্টম আজ্ঞা।

চুরি করিও না।

নবম আজ্ঞা।

আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

দশম আজ্ঞা।

আপন প্রতিবাসির গৃহে লোভ করিও না। আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে কি দাসেতে কি দাসীতে কি গোরুতে কি গাধাতে কি তোমার প্রতিবাসি লোকের কোন বস্তুতে লোভ করিও না।

এই সকল কথা শুনিয়া বর্ত্তিমর রাজা কহিলেন, কেমন? পরদেশ জয় করণের ইচ্ছাও কি নিষিদ্ধ আছে?

আল্ফিয়স্ কহিলেন, অবশ্য। পরমেশ্বরের ব্যবস্থাদ্বারা মনের কুচিন্তাতেও মনুষ্য দোষী হয়। সেই ব্যবস্থাতে লিখিত আছে, যে কেহ অকারণে আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারস্থানে দণ্ডযোগ্য হইবে; এবং যে কেহ আপন ভ্রাতাকে নির্ব্বোধ বলে, সে মহাসভাতে দণ্ডার্হ হইবে; আর তুই মূঢ়, এই কথা যদি কেহ আপনার ভ্রাতাকে বলে, তবে সে নরকাগ্নির দণ্ডোপযুক্ত হইবে। ঈশ্বরের ব্যবস্থার সার এই, তাবৎ মন দিয়া পরমেশ্বরকে প্রেম কর, এবং পরকে আত্মতুল্য প্রেম কর!

বর্ত্তিমর রাগ করিয়া কহিলেন, তবে এমন

ব্যবস্থাতে আমার প্রয়োজন নাই; এবং যে দেবতাকে দেখা যায় না, এমন দেবতাকে আমি প্রণাম করিব না।

বন্দী কহিল, হে রাজন, তিনি যখন মেঘারূঢ় হইয়া জীবৎ ও মৃত সকলের বিচার করিতে স্বর্গ-হইতে আসিবেন, তখন আপনি তাঁহাকে দেখি-তে পাইবেন। যে কালে কবর প্রাপ্ত লোকেরা ঈশ্বরের রব শুনিয়া জীবৎ হইবে, এমন কাল আসিতেছে। কেননা জয়২ ধ্বনি ও প্রধান দূতের উচ্চৈঃশব্দ ও ঈশ্বরীয় তূরীবাদ্যের সহিত প্রভু আপনি স্বর্গহইতে নামিবেন। তখন তাবৎ মৃতেরা আপন২ কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইবে।

এই কথা শুনিয়া কেহ কিছু কহিতে পারিল না। ইমোজিন ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। দ্রুইদ যাজক ঈশ্বরের দাসের প্রতি রাগেতে দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহি-লেন, এবং বর্ত্তিমর রাজা অহঙ্কার প্রযুক্ত আ-পন অন্তঃকরণ শক্ত করিয়া ঐ সকল সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলি-লেন, তোর কথা সত্য হউক; বা মিথ্যা হউক, যখন আমি আপন শত্রুকে ধরিতে পারি, তখন

অবশ্য তাহাকে নষ্ট করিব। এবং স্বর্ণ রৌপ্য আমার সম্মুখে থাকিলে তাহা হরণ করিব। এবং শারীরিক সুখ ভোগ করিতে পাইলেই ভোগ করিব। তোর ঈশ্বরের আজ্ঞা অতিশয় কঠিন, কে তাহা পালন করিতে পারে? আর ঐ যে বিচারের কথা বলিলি, ঐ বিষয়ে মরণ কাল উপস্থিত হইলে বিবেচনা করিব; আমি এখন যুবা আছি, আমার মৃত্যু অনেক দিন হইবে না।

আল্‌ফিয়স্ বলিল, ব্যবস্থা এখন থাকুক, ঈশ্বরের দয়ার কথা এক বার শুনুন।

তাহাতে বর্ত্তিনর উত্তর করিলেন, না, না, আমি কখন কাহারো প্রতি দয়া প্রকাশ করি নাই, আমার দয়াতে কায নাই, আমি এই সকল বিষয় যথেষ্ট শুনিয়াছি, মন তাহাতে একেবারে বিমর্ষ হইয়া গেল। ইহা বলিয়া তিনি এক যুবা কবিকে ডাকিয়া কহিলেন, কোন মিষ্ট গান গাও, তাহাতে এই শোকজনক কথা সকল আমার মনহইতে দূর হইবে। অনন্তর ঐ কবি একটি যুদ্ধের গান গাওয়াতে সকলে তাহাতে মত্ত হইয়া উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিল, ধর্ম্মের বিষয়ে আর কেহ মনোযোগ করিল না।

সপ্ত অধ্যায়।

সেই রাত্রিতে আকাশ অন্ধকার মেঘদ্বারা আচ্ছাদিত হইল, এবং বড় ঝড় হইল, কিন্তু ইমোজিনের মনে আরো ঘোর অন্ধকার ব্যাপ্ত হইল, এবং ঝড়স্বরূপ ভাবনা তাহার হৃদয়ে উঠিল। বন্দি আলফিয়সের বাক্য যেন প্রামাণ্য না হয়, ইমোজিনের এমত ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু যত সে ঐ সকল বিষয়ের বিবেচনা করিল, তত তাহার বোধ হইল, যে অবশ্য আমার জ্রুইদীয় ধর্ম্ম মিথ্যা, আর সেই বিদেশির ধর্ম্ম সত্য; কেননা যে ধর্ম্ম এমত পবিত্র ও যাহাতে এমত শুদ্ধ ব্যবস্থা আছে, তাহা ঈশ্বরহইতে হইয়াছে, ইহার কোন সন্দেহ নাই। আরো তাহা সত্য না হইলে ঐ বিদেশী কেন এত দুঃখ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আপন জ্ঞাতি কুটুম্ব ছাড়িয়া তাহা প্রচার করিতে এই স্থানে আইল? অবশ্য, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নিতান্ত সত্য। বৃদ্ধ আলফিয়স্ আমাকে কখন ফাঁকি দেয় নাই।

এই সকল কথা আন্দোলন করিতে২ ইমোজিন মনে২ আরো ভাবিল, যদ্যপি আমি এই নূতন ধর্ম্মের বিষয় কিঞ্চিৎ শুনিয়াছি, তথাপি

তাহাতে আমার কি ফল হইল? এই ধর্ম্মদ্বারা জানিলাম, যে আমি পাপেতে জন্ম পাইয়াছি, এবং আমার পিতামাতা পাপী, আর আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ বর্ত্তিয়াছে; আমি কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত দেবগণের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়াছি; আমি বাক্যদ্বারা দোষ করিয়াছি, ও আমার মনে অনেক বার রাগ দ্বেষাদি কুভাব ও কুচিন্তা উদয় হইয়াছে; আমি ঈশ্বরকে তাবৎ অন্তঃকরণ দিয়া ভক্তি করি নাই, ও পরকে আত্মতুল্য প্রেম করি নাই, অতএব আমার কি হইবে? আল্‌ফিয়স্ বলিয়াছে, ঈশ্বর সকল লোকের বিচার করিবেন; কিন্তু আমি কি প্রকারে ঐ বিচার স্থানে দাঁড়াইতে পারিব? হায় ২, পূর্ব্বাপেক্ষা আমার মন এখন আরো অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। তথাচ আমি নিরাশ হইব না। না জানি, আল্‌ফিয়স্ দয়ার বিষয়ে কি বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু আমার ভাই তাহাকে বারণ করিলেন; আমাকে সেই কথাটা গিয়া শুনিতে হইবে। আরো আল্‌ফিয়স্ কহিল, যে ঐ ইং-রাজ ক্রীত দাস শান্তিতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইল, ও

ঈশ্বরের সম্মুখে নির্দ্দোষ হইয়া উপস্থিত হইল। সেও তো আদম ও হবার সন্তান, তাহার তো পাপহইতে জন্ম হইয়াছিল, তবে সে কি প্রকারে মুক্তি পাইল? কি তপস্যাদ্বারা? তবে আমিও তাহা করিব। সে কি আপন শরীরকে ক্লেশ দিয়া আপন প্রাণকে বাঁচাইল? আমিও তাহা করিতে পারি; কিন্তু অনন্ত কালস্থায়ি নরকাগ্নির কথা শুনিলে আমার প্রাণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়।

ইমোজিন আপন কুঁড়িয়া ঘরে বসিয়া ভাবিল, হায় রাত্রি কখন্ উপস্থিত হইবে? আমি গিয়া সেই শিক্ষকের সহিত কথা কহিতে চাহি। অপর রাত্রি হইল বটে, কিন্তু অতিশয় ঝড় বৃষ্টি হইল, তথাচ ইমোজিন ভীত না হইয়া বন্দির কাছে যাইতে বাহির হইল। তখন মেঘ-গর্জ্জনের অতিশয় শব্দ হইতেছিল, এবং কএক বিন্দু জল পড়িতেছিল, আর যে আলো দৃশ্য হইল, তাহা জ্যোৎস্নার আলো নয় কিন্তু বিদ্যু-তের তেজ। ইমোজিন অনেক বার ঝড় বৃষ্টি দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু এমন প্রবল ঝড় কখন দেখে নাই। তাহাতে সে সীনয় পর্ব্বতের কথা স্মরণ করিয়া মনে২ কহিল, কি জানি, পূর্ব্বকালে

ঈশ্বর যেমন অগ্নি দিয়া তাহার উপরে নামিয়া-
ছিলেন, এবং সেই পর্ব্বতকে অতিশয় কম্পবান
করিয়াছিলেন, তেমন অদ্য জগতের বিচার করিতে
আসিতেছেন। সীনয় পর্ব্বতে যে ব্যবস্থা দত্ত
হইয়াছিল, তাহা লোকেরা পালন করে নাই,
তজ্জন্য তিনি এখন সকলকে দণ্ড দিতে আসি-
তেছেন। ইহা ভাবিয়া সে ক্রন্দন করত কহিল,
ঈশ্বর দয়া করুন, ঈশ্বর দয়া করুন; পাপিষ্ঠ
যে আমি, আমাকে একেবারে নষ্ট করিবেন না।

এই কথা বলিবার সময়ে তাবৎ আকাশ অগ্নি-
ময় হইল, এবং অকস্মাৎ তাহার অতি নিকটে
একটা বৃহৎ বন্য বৃক্ষ বজ্রাঘাতে আহত হইয়া
মহাশব্দ করিয়া ভূমিসাৎ হইল। ইমোজিন
কম্পান্বিতা হইয়া ঐ পতিত বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি
করত ভাবিল, এই দ্বিতীয় বার আমি ঈশ্বরের
হস্তদ্বারা গুপ্ত আপদহইতে রক্ষা পাইলাম,
অতএব কি জানি, আমার নিকটে আপনাকে
প্রকাশ করিতে তাঁহার অভিমত আছে। এই
চিন্তাতে ঐ রমণীয়া বালা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পা-
ইয়া যে পর্য্যন্ত বৃষ্টি শেষ না হইল, সেই পর্য্যন্ত
এক বৃক্ষের আড়ালে দণ্ডায়মানা রহিল।

পরে ঐ সকল উৎপাত শেষ হইলে ইমোজিন আল্‌ফিয়সের নিকটে যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বড় অন্ধকার হওয়াতে তাহাকে প্রায় নিরীক্ষণ করিতে পারিল না, এবং যখন তাহার দৃষ্টি বন্দির গাত্রের উপরে পড়িল, তখন দেখিল, সে নিস্তব্ধ হইয়া ঘাসেতে পতিত রহিয়াছে। প্রথমে ইমোজিন মনে করিল, হায়! আমার বৃদ্ধ বন্ধু বুঝি ঐ বজ্রাঘাতদ্বারা মরিয়াছে; তাহার পক্ষে ভাল হইল; এখন শত্রুরা তাহার প্রতি কিছু হিংসা করিতে পারিবে না। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বিদ্যুৎ পুনর্ব্বার চকমকিয়া উঠিল, তাহাতে ইমোজিন দেখিল, আল্‌ফিয়স্‌ ছোট শিশুর ন্যায় সুস্থির রূপে ঘুমাইয়াছে। ইহা দেখিয়া সে মনে২ কহিল, এমত শঙ্কায় যদি এই বিদেশী ঘুমাইতে পারে, তবে অবশ্য সে পরমেশ্বরের সহিত মিলন করিয়া থাকিবে, মৃত্যুকে ভয় করে না, এই কারণ এমত স্থিরমনা আছে। হায়! ঈশ্বরের সহিত কি প্রকারে মিলন হয়? তাহা আমি জানিলে কেমন সুখী হইতাম! হায়২! আমি কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইব?

ইমোজিনের উক্ত কথা শ্রবণে আল্‌ফিয়স্‌ হঠাৎ জাগ্রৎ হইয়া কহিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবা।

ইমোজিন ব্যগ্রতা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, তিনি কে যে আমি তাঁহাতে বিশ্বাস করি?

বৃদ্ধ বন্দী উত্তর করিল, তিনি পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র, এবং স্বয়ং ঈশ্বর। ইহা বলিয়া সে উঠিয়া বসিল, এবং ইমোজিনকে আপনার নিকটে ডাকিল।

ইমোজিন কহিল, ওগো বিদেশি, তোমার নিকটে শুনিলাম, যে আমি পাপ করিয়াছি, আর তজ্জন্য ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিবেন; এখন আমি কি উপায় করি? তাহা বল। আমার অমর আত্মা আছে, তাহা আমি বিশ্বাস করি; আরো আমি জানি যে পাপ করাতে আমি ঈশ্বরের স্থানে দায়ী হইয়াছি। যে ঋণি লোকের টাকা পরিশোধ করিবার কোন উপায় নাই, আমি তাহারি মত। যে অপরাধি ব্যক্তি বিচারে দণ্ডার্হ হইল, আমি সেই। আমি পাপ করিয়াছি, এখন তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

আল্‌ফিয়স্‌ কহিল, হে কন্যে, স্থির হও, তো-

মার ঋণ পরিশোধ করা গিয়াছে, ও তোমার শাস্তি অন্যেতে ভোগ করিয়াছে।

ইমোজিন ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, কি বলিলেন, মহাশয়? আমার ঋণ পরিশোধ হইয়াছে? ও আমার শাস্তি ভোগ করা গিয়াছে? ও মহাশয়, এ কি প্রকারে হইল? এমন দয়া কাহার ছিল?

আলফিয়স্ উত্তর করিল, ঐ ঈশ্বরের পুত্রের রক্তদ্বারা তোমার ঋণ পরিশোধ হইল, এবং তুমি যে শাস্তি পাইতা, তাহা তিনি আপনি সহ্য করিলেন। হে আমার বৎসে, যীশু খ্রীষ্ট কি আশ্চর্য্য রূপে এই জগৎকে পাপের দণ্ড-হইতে নিস্তার করিলেন, তাহা শুন। আমি পূর্ব্বে বলিলাম, সেই যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, এবং দয়ার সাগর। সকল মনুষ্যেরা যে পাপিষ্ঠ স্বভাব প্রযুক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে নরকে পতিত হইবে, ইহা তিনি জানি-লেন; অতএব তিনি যেন আপন প্রাণ দিয়া পাপি লোকদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পা-রেন, এই অভিপ্রায়ে স্বর্গহইতে নামিয়া স্বয়ং ধার্ম্মিক হইয়া অধার্ম্মিকদের "পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ড ভোগ করিলেন।

ইহাতে ইমোজিন জিজ্ঞাসা করিল, তিনি যদি পরমেশ্বর হন, তবে কি প্রকারে মরিলেন ?

আল্‌ফিয়স্ বলিল, ভাল বুঝিয়াছ। পরমেশ্বর মরিতে পারেন না বটে, এ জন্যে তিনি মনুষ্য হইলেন। যিনি তেজোময় দিবাকরের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি এক কুমারীর গর্ভে জন্ম লইয়া শিশুবৎ হইলেন। যাঁহার ঐশ্বর্য্যেতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ ছিল, তিনি দুঃখ ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে মনুষ্য হইলেন, পরে অনেক ক্লেশ পাইয়া শেষে মনুষ্যদের নিমিত্তে আপন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তাঁহার রক্তেতে আমাদের পাপ সকল ধৌত করা গিয়াছে। যাহারা তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তি করে, ও তাঁহার প্রায়শ্চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাহাদিগকে কেহ দোষী করিতে পারিবে না।

ইমোজিন কহিল, আহা! কি আশ্চর্য্য দয়া! কি আশ্চর্য্য প্রেম! জগতের লোক না জানি কত আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাদের ত্রাণকর্ত্তাকে গ্রহণ করিয়া থাকিবে, তাঁহাকে দেখিয়া কত লোক পূজা করিয়া থাকিবে।

বিদেশী দুঃখিত হইয়া কহিল, হায়২! তাহারা এমন করে নাই। তিনি যে জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেই আপনি আইলেন, কিন্তু জগতের লোক তাঁহাকে জানিল না। তিনি নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু প্রজারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। তিনি অপমানিত ও মনুষ্যদের মধ্যে অগণ্য হইলেন, এবং দুঃখার্ত্ত ও শোকপরিচিত লোক হইলেন, এবং আমাদের হইতে মুখ আচ্ছাদনকারির ন্যায় হইলেন, এবং অবজ্ঞাত ও আমাদের দ্বারা অমান্য হইলেন। তিনি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘনের নিমিত্তে ক্ষত বিশিষ্ট ও আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন, এবং আমাদের মঙ্গলজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, ও তাঁহার ক্ষতদ্বারা আমরা সুস্থ হই। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রমণকারী, ও প্রত্যেক জন স্বপথগামী হইলে পরমেশ্বর আমাদের সকলের এই অধর্ম্মের ফল তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।

ইমোজিন বসিয়া এই সকল কথা শুনিয়া ভাবিল," হায়! এ কথা কি সত্য "হইতে পারে? এত বড় প্রেম কি কাহারো মনে স্থান পাইতে পারে?

পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, ঈশ্বরের পুত্রকে ক্লেশ দিতে কিম্বা মারিতে কাহার সাহস হইল?

আলফিয়স কহিল, তাঁহার হস্তসৃষ্ট মনুষ্যেরা এমত করিল; তাহারা যীশুর পবিত্রতা ঘৃণা করিল, ও তাঁহার প্রেমকে অগ্রাহ্য করিল। ঐ লোকেরা যীশুকে বিচারস্থানে লইয়া গিয়া সে খানে সর্ব্ব প্রকারে অপমানিত করিল; তাঁহার গাত্রে থুথু দিল, ও তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিল, ও তাঁহার মস্তকে কণ্টকের মুকুট পরাইল, ও শেষে ক্রুশ নামক এক কাষ্ঠেতে চড়াইয়া তাঁহার হাতে পায়ে প্রেক মারিয়া তাঁহাকে টাঙ্গাইয়া রাখিল।

ইমোজিন কহিল, হায়২! এমত নারকি দুরাত্মাদের কাছে তিনি কি জন্যে এত অপমান স্বীকার করিলেন? ক্রুশহইতে নামিতে কি তাঁহার ক্ষমতা ছিল না? স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া একেবারে ঐ হত্যাকারিদিগকে নষ্ট করিলে ভাল হইত।

আলফিয়স্ উত্তর করিল, ক্ষমতা ছিল বৈ কি? তিনি জগৎপতি, অতএব তাঁহার একটি শাপদ্বারা তাবৎ জগৎ তৎক্ষণাৎ ভস্মরাশি হইত। কিন্তু তিনি নষ্ট করিতে আইলেন না, বরং

উদ্ধার করিতে আইলেন। তিনি দুঃখ দিতে না আসিয়া বরং দুঃখ সহ্য করিতে আইলেন, কারণ তাহা না করিলে মনুষ্যেরা কোন রূপে মুক্তি প্রাপ্ত হইত না। যীশু খ্রীষ্ট জানিলেন, যদ্যপি আমি মনুষ্যজাতিকে প্রথমে পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তথাপি এখন তাহাদের স্বভাব এমন দুষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে তাহারা আপনা আপনি আর আমার আজ্ঞা পালন করিতে পারে না, সকলে দোষী হইয়া দণ্ডের যোগ্য পাত্র হইয়াছে; অতএব আমি যদি তাহাদের বদলে ঐ দণ্ড ভোগ না করি, তবে সুতরাং তাহারা সকলে মরিয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। যদি বল, ঈশ্বর আপন পুত্রকে দুঃখ না দিয়া কি নিমিত্তে পাপি লোকদিগকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে ক্ষমা করিলেন না? তবে এই উত্তর করিতে হয়, যে এমত করিলে পরমেশ্বরের এক প্রধান গুণ নষ্ট হইত। সেই গুণ ন্যায়বিচার, তাহা নষ্ট হইলে কেহ ঈশ্বরকে আর মানিত না। ইহার দৃষ্টান্ত বলি, শুন। কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা চোর ডাকাইতের ক্রন্দন ও বিলাপ শুনিয়া যদি এক২ জনকে ছাড়িয়া দেন, তবে লোকেরা কি

তাঁহার প্রশংসা করিবে? কোন প্রকারেই করিবে না, বরং তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তা বুঝিয়া এই আবেদন করিবে, যে আমাদের প্রদেশে এক জন সদ্বিবেচক বিচারকর্ত্তা আইলে ভাল হয়, নতুবা দস্যুদল ক্রমে২ বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে সুন্দর রূপে বোধ হইতেছে, যে স্বর্গের ও পৃথিবীর মহান্ বিচারকর্ত্তা অন্যায় পুর্ব্বক কাহারো পাপক্ষমা কখন করিবেন না। তথাচ যীশু খ্রীষ্ট জগতের তাবদ্দেশীয় লোকদিগকে রক্ষা করিতে চাহিলেন; এই জন্যে তাঁহার যে প্রাণ কোটি২ মনুষ্যের প্রাণহইতেও বহুমূল্য, তাহা তিনি উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে আমাদিগের পাপরূপ ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিলেন।

ইমোজিন এই সকল শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কহিল, আহা! এমন আশ্চর্য্য প্রেমের বিষয় কখনো শুনি নাই। বল গো, তিনি কি আমার পাপের নিমিত্তে আপন প্রাণ প্রদান করিলেন?

আলফিয়স্ বলিল, হাঁ বৎসে, তোমার নিমিত্তে বটে, এবং সকল লোকের নিমিত্তে; কেননা যীশু আপন শত্রুদের নিমিত্তে মরিলেন। হায়!

তাঁহার প্রেমের তুলনা দিব কিসে,
খুঁজিলে এমন মিলিবে না কোন দেশে।

তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত গুণে যদি বিশ্বাস করিয়া এই রূপ প্রার্থনা কর, "হে ঈশ্বর, আমি দীন হীন পাপী, কেবল যীশুতে আমার ভরসা আছে, তিনি আমার ধার পরিশোধ করিয়াছেন, অতএব এখন তাঁহার গুণের নিমিত্তে আমার পাপ মার্জ্জনা কর," তবে ঈশ্বর তোমার পাপ সকল ক্ষমা করত তোমাকে পুণ্যবান জ্ঞান করিয়া গ্রাহ্য করিবেন।

ইমোজিন অশ্রুপাত করত ব্যগ্রতা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, ও মহাশয়, এমত দয়ালু ত্রাণকর্ত্তাকে কি প্রকারে ভক্তি ও সেবা করিব?

আলফিয়স কহিল, হে আমার বৎসে, তাহা অতি সহজ। যীশু খ্রীষ্ট আপনি বলিয়াছেন, যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা পালন কর। আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম কর, এই আমার আজ্ঞা। মিত্রদের নিমিত্তে আপন প্রাণ দান পর্য্যন্ত যে প্রেম, তদপেক্ষা আর বড় প্রেম কাহারো নাই। যে২ আজ্ঞা আমি দি-

তেছি, তাহাই যদি পালন কর, তবে তোমরাই আমার মিত্রগণ।

সপ্তম অধ্যায়।

অপর ইমোজিন কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বিদেশীও কিছু কহিল না; কেননা ঐ বালা শয়তানের হস্তহইতে রক্ষা পাইয়া যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করিল, ইহাতে সে অতিশয় আনন্দিত হইল; এবং কেবল আল্ফিয়স্ যে আনন্দ করিল এমত নয়, স্বর্গেতে ঈশ্বরের দূতগণও উল্লাস ধ্বনি করিল, কেননা লিখিত আছে, এক জন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের মধ্যে আনন্দ হয়।

ত্রাণের উপায় দেখিয়া ইমোজিনও অতিশয় হৃষ্ট হইল, তথাপি তাহার মনে একটা দুঃখের চিন্তা উঠিল; কেননা পরদিবস পূর্ণিমা, আর সে সুন্দর রূপে জানিল, যে ঐ দিবসে তাহার প্রিয়তম শিক্ষককে হত করিবার কথা ছিল। অতএব সে আল্ফিয়সকে সম্বোধন করিয়া ক্রন্দন করত জিজ্ঞাসিল, কল্য কোন্ দিবস, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়?

আল্‌ফিয়স্‌ উত্তর করিল, হাঁ মা, স্মরণ হয়। যে প্রভুর বিষয়ে এত কথা কহিলাম, বোধ হয় কল্য তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিব। তাহাই হউক; আমি মরিতে ভয় করি না; তাঁ-হার অনুরোধে আমার সকল পাপ মার্জ্জনা হইয়াছে।

ইমোজিন বলিল, হায়! আমাকে ছাড়িয়া যা-ইবা? আমার চক্ষু কিঞ্চিৎ ধর্ম্মরূপ আলো দৃষ্টি করিয়াছে, পুনর্ব্বার কি অন্ধকারে মগ্ন হইবে? তুমি গেলে কে আমাকে ত্রাণকর্ত্তার দয়ার বিষয় শিক্ষা দিবে? এবং পরীক্ষাতে যখন পড়িব, তখন উপদেশ ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবার জন্যে কাহার নিকটে যাইব?

ইহাতে বৃদ্ধ বন্দী উত্তর করিল, ভয় নাই, আমার বৎসে; তোমার স্বর্গস্থ পিতা তোমার নিকটে থাকিয়া সকল আপদ বিপদহইতে তো-মাকে রক্ষা করিবেন, তাঁহার স্থানে প্রার্থনা করিলে তিনি শুনিতে পাইবেন।

ইমোজিন কহিল, কেমন করিয়া প্রার্থনা করি-তে হয়? তাহা তো আমি জানি না। তিনি স্বর্গীয় মহারাজ, আমি পৃথিবীস্থ কীটস্বরূপ,

কি প্রকারে তাঁহার নিকটে আমার নিবেদন জ্ঞাত করিব? তাহা করিতে ভয় লাগিবে।

আলফিয়স পুনর্ব্বার বলিল, শুন, যখন যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন দীন হীন পাপিষ্ঠ লোকেরা তাঁহার নিকটে আবেদন করিলে তিনি সর্ব্বদা সেই আবেদন গ্রাহ্য করিতেন। তাহাদের প্রার্থনা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে; এবং সেই প্রকার প্রার্থনা আমরা যদি করি, তবে তিনি অবশ্য তাহাও শ্রবণ করিবেন। এক জন কুষ্ঠী যীশুর চরণে পড়িয়া প্রণাম করত কহিল, হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন। যীশু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, তুমি পরিষ্কৃত হও, তাহাতে তদ্দণ্ডেই সে কুষ্ঠহইতে মুক্ত হইল। আর এক জন দুর্ব্বলমনা ব্যক্তি কহিল, হে প্রভো, বিশ্বাস করি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন। তাহাতে যীশু তাহাকে ক্ষমা করিলেন। এবং এক জন পাপিষ্ঠ করসঞ্চয়কারী আপনাকে দোষী জানিয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে সাহস না পাইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করত, হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠ যে আমি, আ-

মাকে দয়া করুন, এমত প্রাথনা করিলে তাহার সেই প্রার্থনাও গ্রাহ্য হইয়াছিল। তবে ঈশ্বর কি তোমার প্রার্থনা শুনিবেন না?

তথাচ ইমোজিন নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিল, তুমি বলিলে বলিতে পার, কিন্তু লতা যে বৃক্ষের উপরে আরোহণ করে. সে বৃক্ষ নষ্ট হইলে লতা কোথায় থাকে? দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে প্রান্তর-মধ্যে ত্যাগ করিলে সে কি বাঁচিতে পারে?

আলফিয়স্ পুনর্ব্বার কহিল, মা, এমন ভাবনা করিও না। পরমেশ্বর যাহা ধারণ করেন, তাহা কখন পতিত হইবে না। দেখ, মেঘধনুতে পৃথিবীর ঠেস নাই, তথাচ সে স্থির হইয়া আছে, এবং যে বনগোলাপ বৃক্ষকে ঈশ্বর অরণ্যমধ্যে রোপিত করিয়াছেন, তাহা সার বিনা ও জল বিনা বাড়িতেছে। তুমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রার্থনা করিতে ভয় করিও না, কেননা যীশু খ্রীষ্ট আপনি আমাদিগকে একটি প্রার্থনা শিক্ষা করাইয়া গিয়াছেন।

তাহাতে ইমোজিন ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, আহা! সেই প্রার্থনা আমাকে শিখাও।

তখন ঐ বৃদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান মাটিতে হাঁটু পাতিয়া

ইমোজিনকে সেই রূপ করিতে বলিল, পরে তাহাকে এই প্রার্থনা শিখাইল।

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পূজ্য হউক। তোমার রাজত্ব হউক। আর তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন, তেমনি পৃথিবীতেও সফল হউক। আমাদের প্রয়োজনীয় আহার অদ্য দেও। আর আমরা যেমন আপন অপরাধিদিগকে ক্ষমা করি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। এবং আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দহইতে রক্ষা কর। রাজত্ব ও গৌরব ও পরাক্রম এই সকলি সদাকালে তোমার। আমেন।"

এই প্রার্থনা বার২ বলাতে ইমোজিন মুখস্থ করিয়া রাখিল। পরে আলফিয়স কহিল, আমি কেবল একটি বিষয়ে ভাবিত আছি; যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ আমার নিকটে আছে, তাহা তোমার কাছে রাখিয়া যাইব বটে, কিন্তু হায়, তুমি তাহা পড়িতে পারিবে না, এ দুঃখের কারণ। যাহা হউক, বৎসে, তুমি সেই গ্রন্থ যত্ন করিয়া রাখিবা। সে অতিশয় মূল্যবান, আর কি জানি, উক্ত ঈশ্বরীয় গ্রন্থ বুঝে এমত কোন ব্যক্তি

পশ্চাৎ এখানে আসিয়া তোমাকে তাহা বুঝা-ইয়া দিবে। ঐ গ্রন্থের প্রত্যেক বাক্য মনের জীবনদায়ক ঔষধস্বরূপ, কেননা সেই সমস্ত বাক্য পবিত্র আত্মাদ্বারা লেখান গিয়াছে।

ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, যাহাকে পবিত্র আত্মা বল, তিনি কি ঈশ্বর?

আলফিয়স্‌ কহিল, হাঁ, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা, ইহাঁরা তিনে এক হইয়া এক ঈশ্বর আছেন। এই কথা তোম্মার ও আমার বোধ-গম্য নয় বটে, তথাচ শাস্ত্রেতে লিখিত আছে, এই জন্যে নম্র ভাবে তাহা গ্রাহ্য করা আম্মা-দের কর্ত্তব্য। যাহা এখন জানি না, তাহা স্বর্গে পৌঁছিলে জানিব। সেই পবিত্র আত্মার বিষয় বলি, শুন। যীশু খ্রীষ্টের মরণ কাল সন্নিকট হইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে ডা-কিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে অনাথ করিয়া যাইব না; ইহার পর পিতা এক সহা-য়কে অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে আমার নামে প্রেরণ করিবেন, তিনি তাবৎ বিষয়ের শিক্ষা দিয়া আমার উক্ত সমস্ত কথা তোমাদিগকে স্মরণ করাইবেন। অপর এই অঙ্গীকার সফল হইল,

অর্থাৎ যীশুর মৃত্যুর অল্প দিন পরে স্বর্গহইতে পবিত্র আত্মা নামিলেন, এবং তদবধি ঈশ্বরের সত্য সেবকদের সহিত বাস করিতেছেন।

ইমোজিনের ঠাকুরপূজা করিবার অভ্যাস ছিল, এই হেতু সে জিজ্ঞাসিল, পবিত্র আত্মা কোথায়? তাঁহাকে কি দেখা যায়?

আল্‌ফিয়স্‌ উত্তর করিল, না, শারীরিক চক্ষে দেখা যায় না, কেননা আমাদের অন্তঃকরণ তাঁহার বাসস্থান। যেমন সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীকে উর্ব্বরা করে, ও তদ্দ্বারা ফল পাকে ও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি মনুষ্যদিগের মনে পবিত্র আত্মাদ্বারা ধর্ম্মরূপ ফল উৎপন্ন হয়। পবিত্র আত্মার যে ফল সে এই২। ঈশ্বরের ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম; আর যে আনন্দ জগতের লোক দিতে পারে না, হরণ করিতেও পারে না, সেই আনন্দ; আর দুঃখের ও ক্লেশের মধ্যে শান্তি, আর পাপিদের প্রতি সহিষ্ণুতা, ও শত্রুদের প্রতি দয়া, ও সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার, ও ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, এবং মৃদুতা, ও ইন্দ্রিয় দমন, ও ধৈর্য্য, এই সকল। ঐ পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তঃকরণকে শুচি ও নির্ম্মল করেন,

তিনি আমাদিগকে খ্রীষ্টীয় স্বভাব প্রদান করেন, এবং প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্মচিন্তা আমাদের মনোমধ্যে উঠে, সে সকলই পবিত্র আত্মাদ্বারা হয়।

ইমোজিন ক্রন্দন করত কহিল, হায়! যদি পরমেশ্বর আমাকে আপন পবিত্র আত্মা প্রদান করেন! তাহা হইলে আমার কত বড় সৌভাগ্য হয়।

আল্‌ফিয়স্‌ উত্তর করিল, বিশ্বাস পুর্ব্বক যদি তাঁহার নিমিত্তে প্রার্থনা কর, তবে অবশ্য পাইবা, কারণ যীশু খ্রীষ্ট এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন, "যাচ্‌ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দত্ত হইবে, অন্বেষণ কর, তাহাতে উদ্দেশ পাইবা, দ্বারে আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার মুক্ত হইবে; কেননা যে যাচ্‌ঞা করে, সে পায়, এবং যে অন্বেষণ করে, সে উদ্দেশ পায়; আর যে দ্বারে আঘাত করে, তাহার জন্যে দ্বার মুক্ত হয়। তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন২ বালকদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা আপন যাচকদিগকে কি পবিত্র আত্মা দিবেন না?"

যাঁহার বাক্য কখনো নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহার এই অঙ্গীকার অবশ্য সফল হইবে; অতএব লোকেরা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া যাচ্ঞা করুক। আর আমাদিগকে এই আজ্ঞাও দত্ত হইয়াছে, তোমরা যে কিছু কর, বিশেষতঃ যে২ প্রার্থনা কর, সকলি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে কর, এবং তাঁ-হার নাম লইয়া সর্ব্বদা সকল বিষয়ের নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

অনন্তর আলফিয়স্ ধর্ম্মের বিষয়ে ইমো-জিনকে আরো অনেক শিক্ষা দিল, এবং ঐ মেয়েটী পবিত্র আত্মাদ্বারা সুশিক্ষিতা হইয়া ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাহার সকল উপদেশ গ্রহণ করিল। এই প্রকারে শরৎকালের ঐ দীর্ঘ রাত্রি ত্বরায় শেষ হইল, এবং ঐ বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত থাকাতে এক২ ঘণ্টা কি প্রকারে বহিয়া গেল, তাহা তাহারা অবধান করিল না। আদমের পাপ ও তদ্দ্বারা তাঁহার সকল বংশ পাপী হওয়া, ও যিনি কুমারীতে জন্ম লইলেন, তাঁহার দ্বারা তাহাদিগের উদ্ধার, এই সকল ভারি বিষয় তাহারা আন্দোলন করিল। আরো পবিত্র আত্মা লোকদিগকে কি প্রকার বর প্রদান

করেন, তাহা আল্‌ফিয়স্‌ ইমোজিনকে বিস্তারিত রূপে বুঝাইয়া দিল। এবং যে দিবসে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পুনরায় আগমন করিয়া লোকদিগকে আপন২ দোষাদোষের ফল দিবেন, সেই বিচারদিবসের কথাও তাহাকে জানাইল। এই সকল চিন্তাতে রাত্রি পোহাইলে তাহাদের অজ্ঞাতসারে অরুণোদয় দৃশ্য হইল।

সেই অরুণোদয় দেখিতে কি সুন্দর ছিল! পূর্ব্বদিক্‌ আরক্তিমা বর্ণ হইয়া দিক্‌ সকলকে কিরণদ্বারা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া শোভিত করিল। যাহা পূর্ব্বে অন্ধকারদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাহা তখন প্রভাতের আলোতে দৃশ্য হইল; তাহাতে আল্‌ফিয়স্‌ কহিল, দেখ, ইমোজিন, যেমন সূর্য্যের কিরণদ্বারা অন্ধকার নষ্ট হইল, তেমনি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাদ্বারা মূর্খতারূপ অন্ধকার নষ্ট হয়; এবং যে সকল বাধা পূর্ব্বে অদৃশ্য ছিল, তাহা তদ্দ্বারা প্রকাশিত হয়; তাহাতে শয়তান আমাদিগকে পাপ করাইতে যে সকল ফাঁদ পাতিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়া এড়াইতে পারি। পৃথিবীও পূর্ব্বাপেক্ষা সুশোভিতা বোধ হয়, কারণ আমাদের স্বর্গস্থ

পিতা তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা মনে পড়ে। আকাশমণ্ডল আরো সুন্দর বোধ হয়, কারণ পবিত্র আত্মা আমাদের নিকটে এই অঙ্গীকার করেন, যদি তোমরা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তবে ঐ আকাশমণ্ডলের উপরে তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করা গিয়াছে, এবং খ্রীষ্ট পুনর্ব্বার আসিয়া তোমাদিগকে আপনার নিকটে লইয়া যাইবেন। এখন যাও, বৎসে, থাকিলে পাছে তোমার দুর্গতি ঘটে। যাও, কিন্তু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিও না, নিরন্তর তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা কর, হে স্বর্গস্থ পিতঃ, আমাকে পবিত্রতার ও সত্যতার পথে চালাইতে আপন আত্মা প্রদান করুন।

তাহাতে ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, মহাশয়, সাংসারিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতে কি ঈশ্বর অনুমতি দেন নাই?

আলফিয়স উত্তর করিল, হাঁ, এমত প্রার্থনাও করিতে পারি বটে, কিন্তু এই বলিয়া করিতে হয়, হে পিতঃ, আমার ইচ্ছামত নয়, তোমার ইচ্ছামত হউক।

তখন ইমোজিন ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, ঈশ্বর

যেন তোমাকে রক্ষা করেন, এই প্রার্থনা আমি তাঁহার নিকটে করিব। এখনি পলায়ন কর না কেন? আমি তোমার সকল বন্ধন কাটিতে পারি, তাহা করিলে তুমি এই ভয়ানক আপদ-হইতে মুক্ত হইবা।

এই কথা শুনিয়া আল্‌ফিয়স্‌ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আঃ, মা, আমার পলায়ন করিবার উপায় নাই। তোমাদের দ্রুইদ যাজক আমাকে তো কেবল দড়ি দিয়া বন্ধন করেন নাই, অতিশয় আঘাতও করিয়াছেন। অনন্তর সে ইমোজিনকে আপন পা দেখাইল, সেই পা ফুলা ও রক্তাক্ত ছিল। আরো তাহাকে বলিল, যদ্যপি আশ্র-য়ের স্থান নিকটে থাকিত, তথাপি পলায়ন করিতে প্রায় পারিতাম না, কিন্তু আশ্রয়স্থান তো নিকটে নাই। যে জাহাজে আমি এই দ্বীপে আইলাম, সে আমাকে রাখিয়া তৎ-ক্ষণাৎ চলিয়া গেল; অতএব পলায়ন করিলেও কেবল শত্রুহস্তে পতিত হইব। তুমি আমার প্রতি দয়া করিতে চাহ বটে, কিন্তু তাহা বিফল হইবে, কেবল আপনি আপদে পড়িবে। যে ব্যক্তি আমাকে মুক্ত করিবে, তাহাকে আ-

মার পরিবর্ত্তে দেবতার উদ্দেশে বলিদান করা যাইবে, ইহা কি তুমি জান না?

ইমোজিন কহিল, হাঁ, তাহা জানি, কিন্তু আমি তো এখানে থাকিব না, তোমার সহিত পলায়ন করিব; তবে ধরিতে পারিলে ধরুক, ক্ষতি নাই। যীশু খ্রীষ্ট যদি আমার নিমিত্তে প্রাণ দিয়াছেন, তবে তাঁহার সেবকদের নিমিত্তে প্রাণ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কি না?

বন্দী কহিল, হায়, আমার কন্যে, তোমার দয়া ও সাহসানুসারে ঈশ্বর তোমাকে পুরস্কার দিউন; কিন্তু যেমন পূর্ব্বে বলিলাম, পলায়ন করিলেও কোন ফল দর্শিবে না, হয় তো পুনর্ব্বার ধৃত হইব, নয় তো কোন পর্ব্বতীয় গুহাতে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব, অতএব তোমার জীবন বৃথা নষ্ট হইবে। না, ইমোজিন; আমার আয়ু ফুরাইল, আর যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ সহ্য করিলেই স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। কিন্তু তোমার আয়ু কেবল আরম্ভ হইয়াছে, তুমি অনেক দিন বাঁচিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারিবে, পশ্চাৎ ঐ স্বর্গেতে আমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।

ইমোজিন ক্রন্দন করত আর কিছু কহিতে

পারিল না, অতএব সে ধীরে২ ঘরে ফিরিয়া গেল, কেবল এক বার বন্দির প্রতি ফিরিয়া চাহিল, তাহাতে দেখিল, যে সেও ক্রন্দন করিতেছে।

পরে আলফিস মনের যন্ত্রণা প্রযুক্ত উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল, হায় পরমেশ্বর! কেবল সেই মেয়েটীর পারমার্থিক মঙ্গলার্থে আমাকে আর কিছু দিন বাঁচিতে দেও। সে তোমার ধর্ম্মরূপ মন্দিরের চূড়ামাত্র দেখিতে পাইয়াছে, তাহার বনিয়াদ কেমন লম্বা ও চৌড়া, তাহা কিছুই দেখে নাই। সে ছোট শিশুর ন্যায় নম্র ভাবে তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রমাণ সকলের বিষয় এখনো অজ্ঞাত আছে। সেই ধর্ম্ম যে সত্য, তাহার সহস্র সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সে সকল তাহাকে জানাইতে অবকাশ পাইলাম না। তোমার বাইবল শাস্ত্র সে পড়িতেও পারে না; তবে কি প্রকারে ধর্ম্মেতে স্থির থাকিবে? কিন্তু হে প্রভো, আমার ইচ্ছামত নয়, তোমার ইচ্ছামত হউক। আমার যাহা ঘটে ঘটুক, কেবল এই প্রার্থনা শুন, এই ইংলণ্ড দেশের মধ্যে যেন ধর্ম্মরূপ সূর্য্য শীঘ্র প্রকাশ পায়; লো-

কেরা যেন ত্বরায় আপন মিথ্যা দেব দেবীকে ইন্দুর ও চামচিকার কাছে নিক্ষেপ করিয়া আত্মা দিয়া সত্যরূপে তোমার ভজনা করে। আমি যেখানে কাঁদিতে২ বীজ বপন করি, সেখানে অন্যেরা যেন হাসিতে২ শস্য ছেদন করিতে পায়। এই দ্বীপস্থ লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাহারা খ্রীষ্টীয়ান হইয়া অন্যান্য দেশে তোমার এই মঙ্গল সমাচার প্রেরণ করে, ও তাহাদের দ্বারা অনেকে যেন সুশিক্ষিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

অরুণোদয় হইলে পরে ইমোজিন বিশ্রাম করিতে গিয়াছিল, অতএব সে যখন জাগিয়া উঠিল, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন সময় ছিল। উঠি-বামাত্র অনেক প্রকার ভয়ানক শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। কেহ২ চীৎকার করিতেছিল, কেহ বা ক্রন্দন করিতেছিল। এই সকল শুনিয়া কি দুর্ঘটনা হইয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে সে শীঘ্র বাহিরে গেল। যে যুব কবি এর্ত্তিমরের সাক্ষাতে যুদ্ধের গান গাইয়াছিল, প্রথমে সেই

কবির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ইমোজিন তাহার রক্তাক্ত বস্ত্র ও ম্লান বদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, কি হইল, মহাশয়?

সে উত্তর করিল, ও সাদকের কন্যে, আর কি জিজ্ঞাসা কর? আমাদিগকে ধিক্২! অদ্য সূর্য্যোদয়ের সময়ে সমুদ্রের উপরে অনেক শুক্ল পাইল দৃশ্য হইল, পরে সে সকল নিকটে আইলে দেখা গেল, যে রোম দেশহইতে যুদ্ধের জাহাজ আসিতেছে, আর কিঞ্চিৎ পরে আমাদের অঞ্চল রোম দেশীয় বড়শাধারি যোদ্ধাতে পূর্ণ হইল।

ইমোজিন কহিল, বল কি, মহাশয়? আমার ভাই আপন সেনার সহিত ঐ স্থানে থাকিয়া শত্রুদিগকে কি ডাঙ্গায় উঠিতে দিলেন? এ অসম্ভব কথা।

তাহাতে কবি উত্তর করিলেন, হায়! আমাদের রাজা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হস্তে স্থিত বড়শা ভগ্ন হইল, এবং শত্রুর খড়্গ তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিযাছে, বোধ হয়, তিনি আর বাঁচিবেন না। ও সাদকের কন্যে, অদ্য যাহা এই চক্ষুর গোচর হই-

য়াছে, তুমি যদি তাহা দেখিতে, তবে তোমার গাত্র শিহরিয়া উঠিত। সমুদ্রের ঢেউ মানুষের রক্তেতে রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, ও তীরে মড়া পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া ইমোজিন হা! হতাস্মি! করত রোদন করিয়া কহিল, হায় ২! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! পরে সে তৎক্ষণাৎ ক্ষতবিক্ষত ভ্রাতাকে অন্বেষণ করিতে গেল।

বর্ত্তিমর কিঞ্চিদ্দূরে কোন বৃক্ষতলায় কোমল ঘাসোপরি পতিত ছিলেন। তিনি এক জন যোদ্ধার ঊরুর উপরে মস্তক রাখিয়াছিলেন, আর তাঁহার ম্লান বদনে অসীম যন্ত্রণার লক্ষণ দৃশ্য হইতেছিল, ও মস্তকের কেশ রক্তদ্বারা জমাট হইয়াছিল, ও তাঁহার হস্তে তখনও একটা বাণ ছিল।

ড্রুইদ যাজক সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, উহাঁর বক্ষঃস্থলহইতে ঐ খড়্গ বাহির না করিলে উনি বাঁচিবেন না। ঐ ড্রুইদ অনেক বিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি এমত লক্ষ্য করিয়া তীর ক্ষেপণ করিতেন, যে কেহ তাঁহার হস্তহইতে উদ্ধার পাইতে পারিত না। তিনি

সুস্বরে বীণা বাজাইতেন, এবং চিকিৎসা বিদ্যাতেও অতিশয় নিপুণ ছিলেন, এই হেতু রাজার বক্ষঃস্থলে সেই খড়্গ দেখিয়া তাহা টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে শক্ত রূপে বিদ্ধ হওয়াতে কৃতকার্য্য হইলেন না, কেবল বর্ত্তিমরকে অতিশয় যন্ত্রণা দিলেন; তথাপি ইহাতে কিছুমাত্র ভাবিত না হইয়া একখান তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া বলিলেন, তোমার ঐ ক্ষত স্থান আরো কিঞ্চিৎ বিস্তৃত না করিলে খড়্গ বাহির করিতে পারা যায় না। এই বাক্য শ্রবণ মাত্র বর্ত্তিমর তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া কহিলেন, যদি আপন প্রাণ প্রিয় জ্ঞান কর, তবে আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা ইহা বাহির করিবামাত্র আমার প্রাণবিয়োগ হইবে। রক্ত বদ্ধ না থাকিলে আমার বাঁচিবার যে যৎকিঞ্চিৎ সময় আছে, তাহা একেবারে শেষ হইবে।

ড্রুইদ অমনোযোগী হইয়া উত্তর করিলেন, তোমার পীড়া নিবারণার্থে যাহা অবশ্যক, তাহা সহ্য না করিলে তোমার বাঁচিবার কিছুমাত্র ভরসা নাই। তুমি যুদ্ধের সময়ে খড়্গধারি শত্রুদিগকে আহ্বান করিতে পার, এখন বন্ধুর

স্পর্শ কি এমত ভয়ানক বোধ হয়? আমি পর্ব্বত-হইতে লাফ দিয়া পড়িব, এমত বড়াই যে করে, তাহার পায়ে কণ্টকমাত্র বিন্ধিলে কি মাথা হেঁট করা উচিত?

এই কথাতে ড্রুইদের প্রতি যে রূপ সম্মান করা বর্ত্তিমরের কর্ত্তব্য ছিল, তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়া অতিশয় রাগ পূর্ব্বক কহিলেন, তুই আ-মাকে এই ফাঁদে ফেলিয়া এখন তিরস্কার করিতে আসিয়াছিস? পর্ব্বতহইতে লাফ দিতে কে গি-য়াছিল? তোরই কথা তো শুনিয়া আমি মনে ভাবিলাম, যে আমি রোম দেশীয় সেনাগণকে জয় করিতে পারিব। আপনি আপন শত্রুদি-গকে নষ্ট করিবেন, ও তাহাদের গলদেশে পা দিবেন, ও তাহাদিগকে বন্দী করিবেন, তুই এই প্রকার কত মিথ্যা দৈববাণী কহিয়া আমাকে যুদ্ধে পাঠাইলি, এখন আমাকে দোষ দিচ্ছিস? ওরে দুষ্ট, তুই নামে ধার্ম্মিক পুরোহিত, বাস্ত-বিক প্রবঞ্চক। যদি এই সংসারের বিষয়ে আমা-কে এমত মন্দ পরামর্শ দিলি, তবে বোধ হয় নরবলিদানাদি করিলে পরকালে মুক্তি পাইব, এই কথাও কেবল ফাঁকী। যা, তোর মুখ আর

দেখিতে ইচ্ছা করি না, পরলোকে আমার আত্মা দুঃখ কি সুখ পাইবে, তাহা তুই তো বলিতে পারিস না।

এমন সময়ে ইমোজিন সমস্ত ভয় ত্যাগ করত ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, ও ভ্রাতঃ, আল্‌ফিয়স্ বন্দিকে ডাকুন, সে আপনাকে কখনো প্রবঞ্চনা করিবে না, বরং সত্য ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইয়া দিবে।

এই কথাতে দ্রুইদ অতিশয় চমৎকৃত হইয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ইমোজিনের মুখে শক্ত রূপে চড় মারিলেন।

নিজ ভগিনীর প্রতি এমত অপমান দেখিয়া বর্ত্তিমর ক্রোধান্ধ হইয়া দ্রুইদকে কহিলেন, আর এক বার উহাকে ছোঁ দেখি, তাহা হইলে তোর শরীরের সমস্ত অস্থি চূর্ণ করিব। ইমোজিন যাহা বলিল, তাহাই হউক, বন্দিকে ডাকাও, তাহার ও আমার উভয়ের মৃত্যু সন্নিকট। সে কি ভরসাতে এমন স্থির হইয়া আছে, তাহা তাহার প্রমুখাৎ এক বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

আল্‌ফিয়স্ বন্ধন ও আঘাতদ্বারা অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছিল, তথাপি নিরুদ্বেগে রাজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। যে কালে অতিশয়

সাহসি ব্যক্তিরাও ভীত হয়, সেই কাল বর্ত্তি-
মরের উপস্থিত হইল। অসীম যন্ত্রণাদ্বারা তাঁ-
হার অহঙ্কার দমন হইতেছিল, তাহাতে মন
চঞ্চল হওয়াতে তিনি যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায়
ইতস্ততো দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে
বন্দিকে কহিলেন, আমি যে স্থানে পড়িয়া আছি,
সেই স্থানহইতে আর উঠিতে পারিব না। আ-
মাকে মরিতে হইবে, তাহা জানি। অতএব হে
বিদেশি, মরিলে পরে আমার আত্মা কোথায়
যাইবে, তাহা যদি বলিতে পার, তবে বল।

আল্ফিয়স্ উত্তর করিল, যিনি আপনাকে
বাঁচাইতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারই নিকটে যা-
ইবে। তাঁহার নাম প্রেম, এবং তিনি এই
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদি দৃঢ় বিশ্বাস কর, তবে
তোমার পাপ রক্তবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায়
শুক্লবর্ণ হইবে, ও সিন্দূর বর্ণের ন্যায় রাঙ্গা হই-
লেও মেষলোমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে।

বর্ত্তিমর অতিশয় বেদনা প্রযুক্ত প্রায় কথা
কহিতে পারিলেন না, তথাচ মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসি-
লেন, বিশ্বাস আবার কি? এবং কাহার প্রতি
বিশ্বাস করিব?

বন্দী উত্তর করিল, যীশু খ্রীষ্টের প্রতি। যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর, কিন্তু আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে তিনি মনুষ্য হইয়াছিলেন। ছোট শিশু যেমন আপনাতে ভরসা না রাখিয়া পিতার উপর সকল ভার দেয়, তেমনি যদি আমরা যীশু খ্রীষ্টের উপর ভার দিয়া তাঁহাকে বলি, "আমরা দীনহীন পাপিষ্ঠ প্রাণী, আপনাদিগকে রক্ষা করা আমাদের সাধ্য নাই, তুমি দয়া না করিলে আমাদের প্রাণ বিনষ্ট হয়," তবে তিনি অবশ্য দয়া করিবেন।

আল্‌ফিয়স্‌ আরো কহিতে চাহিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে এক চীৎকার ধ্বনি সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, আর তৎক্ষণাৎ তিন জন অসভ্য ইংরাজ এক রোমদেশীয় সেনাকে ধরিয়া সেই স্থানে উপস্থিত করিল।

দ্রুইদ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, বেস ২, আমাদের দেবতার নিমিত্তে আর এক নরবলি পৌছিল। বর্ত্তিমর ঐ নূতন বন্দিকে দেখিবামাত্র হর্ষ প্রকাশ করত কহিলেন, রে বেটা, তোরই খড়্গ না আমার শরীরকে এত দুঃখ দিতেছে! আমি তোকে চিনি, আমার হস্তকৃত ক্ষতের চিহ্ন

তোর বদনোপরি রহিয়াছে। কিন্তু ইংরাজদি-
গের রাজাকে আমি মারিলাম, এই কথা তোকে
বলিতে দিব না। ইহা কহিয়া তিনি প্রজাদিগকে
আজ্ঞা দিলেন, উহাকে খণ্ড২ করিয়া কাটিয়া
ফেল। রোমীয় সেনা সেথায় দাঁড়াইয়া কর্কশ
স্বরে কহিল, ভাল, মারিতে চাহিলে মার।

এমন সময়ে বৃদ্ধ আল্‌ফিয়স্ বর্ত্তিমরের চরণে
পড়িয়া নিবেদন করিল, হে রাজন্, আপনি
মরিতেছেন, এখনও কি পরের প্রতি দয়া প্রকাশ
করিবেন না? যদি না করেন, তবে পরমেশ্বর
কি প্রকারে আপনকার দোষ ক্ষমা করিবেন?
দেখুন, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন না করিলে শুদ্ধ
বিশ্বাসেতে কোন ফল দর্শিবে না; এবং ঈশ্ব-
রের এই একটি বিশেষ আজ্ঞা, তোমরা প্রতি-
হিংসা করিও না। বর্ত্তিমর উত্তর করিলেন, আ!
এমন কথা আমাকে শুনাইও না; প্রতিহিংসা
করা অতি মিষ্ট, তুমি যাহা বল, ওকে অবশ্য
মারিতে হইবে।

আল্‌ফিয়স্ বলিতে লাগিল, মহারাজ এমত
না করুন; প্রতিহিংসা করা অপেক্ষা কৃপা করা
আরো উত্তম, তাহা করিলে আপনকার মাহাত্ম্য

প্রকাশ হইবে। দেখুন, পরমেশ্বর দয়ার সাগর, অতএব তাঁহার মত হইতে চাহিলেই দয়া করিতে হইবে। মহাশয়ের হৃদয়ে যে পাপরূপ বিষ আছে, সে ঐ লৌহময় খড়্গ অপেক্ষাও প্রাণ-নাশক; সেই পাপ বাহির করিয়া ফেলুন। আ-পনকার খেদ ও বিশ্বাস প্রকাশ করিবার কেবল এই উপায় আছে, অতএব আপনকার প্রাণকে কেন নষ্ট করিবেন? বন্দিকে ক্ষমা করুন।

বর্ত্তিমর কিছু উত্তর করিলেন না, কেবল যে যৎকিঞ্চিৎ বল অবশিষ্ট ছিল, তাহা প্রকাশ করত রোমীয় বন্দির প্রতি এক তীর নিক্ষেপ করিলেন; তদ্দ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে সে তৎ-ক্ষণাৎ পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, এবং বর্ত্তি-মরও দীর্ঘ নিশ্বাস ও আর্ত্তনাদ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শত্রুকে প্রতিফল দিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা আপনি ঈশ্বরের কৃপা হারাইলেন।

নবম অধ্যায়।

সেই রাত্রিতে ইমোজিন আলফিয়সের নিকটে নিঃশব্দে গিয়া কহিল, পরমেশ্বর আমার প্রা-র্থনা শুনিয়াছেন। আহা! তিনি যেন তোমাকে

শত্রুহস্তহইতে মুক্ত করেন, আমি কেমন ঔৎ-
সুক্য পূর্ব্বক তাঁহার স্থানে এই প্রার্থনা করি-
য়াছি। যদ্যপি তখন কোন উত্তর শুনিতে পাই-
লাম না, তথাপি এমন বোধ হইল যে আমি
যীশু খ্রীষ্টের নাম ধরিয়া যাচঞা করাতে
ঈশ্বর অবশ্য আমার নিবেদন গ্রাহ্য করিবেন,
এবং তাহাই হইল। দেখ, তিনি রোমদেশীয়
সেনাগণকে আমাদের অঞ্চলে পাঠাইলেন; তা-
হারা এমন নিকটে শিবির স্থাপন করিয়াছে,
যে তুমি ক্ষত বিক্ষত হইলেও অল্প কালের
মধ্যেই তাঁহাদের তাম্বুতে পৌঁছিতে পারিবে।

আল্‌ফিয়স্‌ স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করত কহিল,
হে পরমেশ্বর, আমাকে রক্ষা করিতে যদি তো-
মার ইচ্ছা হইল, তবে তোমার ধন্যবাদ করি।

ইমোজিন এক খান ছুরি হাতে করিয়া
আনিয়াছিল, তদ্দ্বারা সে আল্‌ফিয়সের বন্ধন
সকল ছেদন করত উল্লাসিত হইয়া কহিল, তুমি
মুক্ত হইলে, তুমি মুক্ত হইলে; এখন আমার
উপরে ভর দেও, আমি তোমাকে বনমধ্য দিয়া
পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। যাত্রা কিছু কষ্ট-
দায়ক হইবে বটে, কিন্তু শেষে নিরাপদ স্থানে

পৌঁছিবে। আমি ঐ পূর্ণ চন্দ্রের দর্শনে আর শঙ্কা করি না, সে তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে না, বরং পূর্ণ কিরণদ্বারা আমাদিগের পথ আ-লোকময় করিবে।

ইমোজিন কেবল একটি বার খেদ পূর্ব্বক পশ্চাতে ফিরিয়া আপন জননীর কবরের প্রতি দৃষ্টি করিল, পরে আল্‌ফিয়সের হস্ত ধারণ করিয়া নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় তাহারা অনেক বাধা প্রাপ্ত হইল। যাইতে২ কখন কণ্টকদ্বারা তাহাদিগের পথ অবরোধ হইল, কখন বা বনপশুর ভয়াবহ গর্জ্জনে ত্রাস হইল, তথাচ তাহারা আর ফিরিল না, বরং সকলই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অগ্রসর হইল।

ইহাতে আল্‌ফিয়স্ ইমোজিনকে কহিল, দেখ বৎসে, এই রূপে ঈশ্বর যখন মনুষ্যের আত্মাকে শয়তানের দাসত্বহইতে মুক্ত করেন, তখন সে ধর্ম্মপথে বাধা পাইলেও পুর্ব্বনার শয়তানের দাসত্ব কর্ম্ম করিতে ফিরে না, কারণ সে জানে যে যদ্যপি আমি এখন কিঞ্চিৎ কষ্ট ভোগ করিতেছি, তথাপি শেষে অনন্ত কাল স্বর্গের সুখ ভোগ করিব। এই কথা কহিবামাত্র তাহা-

দের এক মহা শঙ্কা উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহাহইতেও পরমেশ্বর তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। সেই শঙ্কা এই, বন যে স্থানে অতি-শয় নিবিড় ছিল, সেই স্থানে একটা মনুষ্যের গমন শব্দ শুনিতে পাইল, ইহাতে ইমোজিনের প্রাণ ধুক২ করিতে লাগিল; আর একটু হইলে তাহারা ধরা পড়িত, কারণ ঐ পদশব্দ ড্রুই-দের ছিল, কিন্তু আলফিয়স্ শীঘ্র ইমোজিনকে এক বৃক্ষের অন্তরালে রাখাতে সেই ড্রুইদ যদ্যপি তাহাদের অতি নিকট দিয়া গমন করি-লেন, তথাপি তাহাদের গোপনীয় স্থানের সন্ধান পাইলেন না।

পরে বনহইতে বহির্গত হইয়া উভয়ে এক বড় মাঠে উপস্থিত হইল, সেই মাঠের পূর্ব্বদিক পর্ব্বতশ্রেণীতে সুশোভিত ছিল। তাহাতে ইমো-জিন কহিল, এই মাঠটা পার হইলেই আমরা মুক্ত হইলাম, আর কিছু ভয় নাই। এখানে বৃক্ষ না থাকাতে কোন শত্রু লুকাইয়া আমা-দিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, জ্যোৎস্না-দ্বারা সকল স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এমন হই-লেও তাহারা ধীরে২ গমন করিল, কেননা আল্-

ফিয়সের ক্ষত প্রযুক্ত ঐ যাত্রা তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ইমোজিন নীরব হইয়া চলিল, কেননা সে আপনার চিন্তাতে চিন্তিত ছিল; শেষে সজল নয়নে কহিতে লাগিল, হায়! আমার ভ্রাতা বর্ত্তিমরের নিমিত্তে আমার প্রাণ শোকাকুল হইতেছে। হায়! তাহারা বক্ষঃস্থলে ঐ খড়্গ শুদ্ধ তাঁহাকে কবর দিয়াছে, এবং তাঁহার মন পাপরূপ কলঙ্কেতে কলঙ্কিত হইয়া ঈশ্বরের বিচারস্থানে গিয়াছে। হে মহাশয়, যাহারা দয়া প্রকাশ করে না, তাহাদিগকে পরমেশ্বর ক্ষমা করিবেন না, ইহা কি নিতান্ত সত্য? শত্রুকে প্রতিফল দেওয়া কি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এমত ঘৃণাকর?

বিদেশী কহিল, এই বিষয়ে যীশু খ্রীষ্ট আপনি যাহা কহিয়াছেন, তাহা তোমাকে বলি, শুন। তিনি যখন এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, তখন দৃষ্টান্ত কথাদ্বারা লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন। মনুষ্যেরা নারিকেলের খোলহইতে যেমন শাঁস বাহির করে, তেমনি ঐ দৃষ্টান্ত কথাহইতে ধর্ম্মরূপ শাঁস বাহির করিতে হয়। আমি এখন

যে দৃষ্টান্তকথা তোমার সাক্ষাতে ব্যাখ্যা করি, তুমি আপনি তাহার অর্থ বুঝ।

স্বর্গরাজ্য এমত এক রাজার সদৃশ, যে আপন দাসগণের সহিত লেখাযোখা করিতে স্থির করিল। সেই লেখাযোখা আরম্ভ করিলে দশ সহস্র তোড়ার ঋণী এক দাস তাহার নিকটে আনীত হইল। কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার কিছু যোত্র না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পরিশোধ লইতে আজ্ঞা করিল। তাহাতে সে দাস তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার প্রতি ধৈর্য্য করুন, আমি সকলি পরিশোধ করিব। তখন সে দাসের প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে মুক্ত করিল, ও তাহার সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিল।

ইহা শুনিয়া ইমোজিন কহিল, আহা! যিনি এত টাকা না লইয়া ঋণিকে ক্ষমা করিলেন, তিনি কেমন মহান্ ও দয়ালু প্রভু।

আল্‌ফিয়স্ উত্তর করিল, ইমোজিন, তুমি কি বুঝিতে পারিলে না? ঐ প্রভু স্বয়ং পরমেশ্বর; তিনি যখন দেখিলেন, যে আমরা অতিশয়

দীনহীন অপরাধি প্রাণী, তখন আপনি আপন প্রাণ দিয়া আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করি-লেন। কিন্তু সে থাকুক, যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথা শেষ পর্য্যন্ত শুন।

তখন সেই দাস বাহিরে গেলে তাহার এক শত সিকি ধারিত যে এক জন সঙ্গি দাস, তা-হার দেখা পাইয়া তাহাকে ধরিয়া গলা টিপি দিয়া কহিল, আমার যে পাওনা তাহা পরি-শোধ কর। তাহাতে তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিল, আমার প্রতি ধৈর্য্য কর, আমি সকলি পরিশোধ করিব। তথাচ সে সম্মত হইল না, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করিল, তাবৎ তাহাকে কারা-গারে বদ্ধ রাখিল। তাহার এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া তাহার সঙ্গি দাসেরা বড় দুঃখিত হইয়া আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহাতে তাহার প্রভু তাহাকে ডাকাইয়া কহিল, ওরে দুষ্ট দাস, তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম, তবে আমি যেমন তো-মার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার

সঙ্গি দাসের প্রতি দয়া করা কি তোমার উচিত ছিল না? পরে তাহার প্রভু ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার পাওনা যে পর্য্যন্ত সে পরিশোধ না করিবে, তাবৎ প্রহারিদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিল। অতএব তোমরা যদি প্রতি জন অন্তঃকরণের সহিত আপন২ ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগের প্রতি এই রূপ করিবেন।

ইমোজিন এই সকল শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া কহিল, হায়! এই দৃষ্টান্তকথাদ্বারা আমার মনে এক নূতন শঙ্কা উঠিতেছে; সে কি? না, উক্ত দাস আপন প্রভুর দয়া আস্বাদন করিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেও শেষে ঐ প্রভুর দয়ারহিত হইল।

আলফিয়স্ উত্তর করিল, হাঁ বৎসে, এমত হইল বটে। যীশু আপনি কহিয়াছেন, যাহারা আমাকে প্রভু২ করিয়া বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইষ্টক্রিয়া করে, সেই পাইবে। এই দ্বীপের মধ্যে যে দিবসে কোটি২ লোক খ্রীষ্টের নামধারী হইবে, এমন দিবস আসিতেছে, কিন্তু সকলে

মুক্তি প্রাপ্ত হইবে, এমত নহে; কেবল যাহারা পবিত্র হইয়া নম্র ভাবে ঈশ্বরের সেবা করে, তাহারাই পাইবে।

ইহাতে ইমোজিন কহিল, এ কেমন হইল? তুমি না বলিয়াছিলে, যে লোকেরা কেবল বিশ্বাসদ্বারা মুক্তি পাইবে?

আলফিয়স্ উত্তর করিল, বৎসে, বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তজ্জন্য জীবৎ বিশ্বাস আবশ্যক, অর্থাৎ যাহাহইতে ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন ও সৎক্রিয়ারূপ ফল উৎপন্ন হয়, এমত বিশ্বাস। ফল যেমন বৃক্ষকে তেজ প্রদান করে না, তেমনি আমাদের ধর্ম্মক্রিয়াদ্বারা যে আমরা স্বর্গ লাভ করি, এমন নয়; তথাচ যেমন ফল দেখিয়া সতেজ বৃক্ষকে চেনা যায়, তেমনি লোকদের প্রকৃত বিশ্বাস আছে কি না, ইহা তাহাদের সৎকর্ম্মদ্বারা বোধ হয়। যে কোন বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না, সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।

দশম অধ্যায়।

মাঠ দিয়া যাইতে২ ইমোজিন হঠাৎ স্থগিত হইয়া কহিল, শুন, ঐ শব্দ কি? তাহাতে আল্-

ফিয়স্‌ তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল, যে সে ভয়েতে থর২ করিয়া কাঁপিতেছে; পরে বলিল, আমি কিছুই শুনিতে পাই নাই, ভয় নাই, কেহ আমাদিগকে ধরিতে আইসে নাই।

তাহাতে ইমোজিন উত্তর করিল, ও মহাশয়, তুমি এই দেশের উৎপাত কি জান? আরবার শুন দেখি।

তখন আল্‌ফিয়স্‌ স্পষ্ট শুনিতে পাইল, এক পাল কেঁদুয়া বাঘ অতি নিকটে গর্জ্জন করিতেছে। তজ্জন্য ইমোজিন ভীত হইয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিতে লাগিল, ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করুন। ঐ ভয়ানক কেঁদুয়া বাঘের শব্দ এক বৎসর পর্য্যন্ত শুনি নাই, এখন তাহারা শবের ঘ্রাণ পাইয়া উত্তর দিগহইতে আসিতেছে। হায়! আমরা যদি ঐ সম্মুখস্থ পর্ব্বতে পৌছিতে পারি, তবে রক্ষা পাই। বাঘেরা তথায় উঠিতে পারে না, আর সেখানে একটা গুহা আছে, তাহা জানি; তাহার মধ্যে লুকাইতে পারিলে তাহারা আমাদের উদ্দেশ পাইবে না।

আল্‌ফিয়স্‌ কহিল, আমি যাইতে চেষ্টা করিলে তোমার বিলম্ব হইবে, তুমি বরং একা যাও।

আমার যে যৎকিঞ্চিৎ শক্তি ছিল, তাহাও গেল। ও ইমোজিন, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনি সেই রক্ষাস্থানে পলায়ন কর।

ইমোজিন উত্তর করিল, না, আমি তোমাকে কখন ত্যাগ করিব না। যদি মরিতে হয়, তবে দুই জনে এক সঙ্গে মরিব।

তাহাতে তাহারা যথাসাধ্য অগ্রসর হইল, এবং ঐ ব্যাঘ্রেরাও তাহাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইতে লাগিল। এক বার ইমোজিন পশ্চাতে ফিরিয়া জ্যোৎস্নাদ্বারা স্পষ্ট দেখিল, তিনটা কৃশ বাঘ তাহাদের নিকট হইতেছে। তাহা দেখিয়া ইমোজিন যেন তাহাকে ছাড়িয়া যায়, আল্‌ফিয়স্ পুনরায় এমত সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু ইমোজিন সম্মত হইল না।

ঠিক সেই সময়ে জলস্রোতের শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইল। ঐ জল দুই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া অতি বেগে বহিতেছিল, তথাচ তাহাতে ইমোজিনের ভয় হইল না, কেননা তাহার উপরে একটি পুল আছে, ইহা সে জ্ঞাত ছিল। কিন্তু নিকট হইলে দেখিল, সেই পুল নাই, কারণ প্রাতঃকালের যুদ্ধেতে তাহা নষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে

ইমোজিন একেবারে নিরাশ হইয়া কহিল, হায়২! এখন কি দুর্গতি হইল! আমাদের শেষ আশা গেল, পলায়ন করিবার কোন উপায় আর নাই। এই স্থানে দাঁড়াইয়া মরিতে হইবে।

আল্‌ফিয়স্‌ কহিল, এমত নয়। দেখ, ইমোজিন, আমরা এই স্থানে নদী পার হইতে পারি না বটে, তথাচ আইস, ইহার ধারে২ ঊর্দ্ধে গমন করি। কি জানি, ইহার উৎপত্তিস্থান অপ্রশস্ত হইতে পারে, তাহাতে স্বচ্ছন্দে পার হইতে পারিব।

ইমোজিন তাহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিল। পশ্চাতে বাঘেরা, ও সম্মুখে নদী ছিল; যে কোন দিগে ফিরে, সেই দিগে মৃত্যু; তথাচ তাহারা নিতান্ত নিরুদ্‌যোগ না হইয়া, যদি পারি, তবে মৃত্যু এড়াইব, ইহা মনে২ স্থির করিয়া অগ্রসর হইল।

অল্প ক্ষণ পরে আল্‌ফিয়স্‌ ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, দেখ২, ইমোজিন, ঐ কালো রেখাটা কি? বোধ হয় যেন এক গাছা দড়ি এ পার-হইতে ওপার পর্য্যন্ত পতিত আছে।

ইমোজিন ভয়েতে কোন উত্তর দিতে পারিল·

না, কিন্তু আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিল, একটা ছোট ঝাউ বৃক্ষ বায়ুতে সমূলোৎপাটিত হইয়া সেতুর ন্যায় ঐ নদীর উপরিভাগে পতিত আছে। ইমোজিন একটী কথাও কহিল না, কেননা তখন কথা কহিবার সময় ছিল না। সে লম্ফ দিয়া ঐ বৃক্ষের কাণ্ডে উঠিল, এবং যদ্যপি বৃক্ষ তাহার ভারে টলটলায়মান হইয়া মড়২ শব্দ করিতে লাগিল, তথাচ ইমোজিন ফিরিল না। সে জানিল, ফিরিলে মরিতে হইবে, এই হেতু বড় সাহস প্রকাশ করত লম্ফ দিয়া এক নিমি-ষের মধ্যে ওপারে দাঁড়াইল। পরে বৃদ্ধ আল্-ফিয়সও ধীরে২ তাহার পশ্চাৎ গমন করিল, কিন্তু সে ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত, এই জন্যে তাহার পক্ষে ঐ পথ অতি দুর্গম হইল। ইমোজিন ধুক-ধুকমনা হইয়া প্রার্থনা করত তাহার অপেক্ষাতে দণ্ডায়মানা রহিল। আহা! ঐ পূর্ণিমার জোৎস্না তখন তাহাদের কি পর্য্যন্ত উপকারক হইল। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আলফিয়স্ নির্ব্বিঘ্নে পার হইল; পরে তাহারা দুই জনে যথাসাধ্য বল প্রকাশ করিয়া ঐ বৃক্ষকে টানিয়া জলে ফেলিয়া দিল, তাহাতে ক্ষুধার্ত্ত বাঘেরা নদীর তীরে উপ-

স্থিত হইলে নিরুপায় হইয়া তাহাদের প্রতি কেবল গর্জ্জন করিতে লাগিল।

তখন আল্‌ফিয়স্‌ ইমোজিনকে কহিল, দেখ, আমার কন্যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা ঐ বাঘদিগের মুখহইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু এখন নিশ্চিন্ত হইয়া এই স্থানে বসিয়া থাকা ভাল নয়; যে পর্ব্বতীয় গুহার বিষয় কহিতেছিলে, চল, সেই খানে যাই। তাহাতে ইমোজিন পথ দেখাইয়া আল্‌ফিয়সকে সেই স্থানে লইয়া গেল।

একাদশ অধ্যায়।

ঐ গুহাতে উপস্থিত হইলে আল্‌ফিয়স্‌ ইমোজিনকে কহিল, আমি অতিশয় পথশ্রান্ত হইলাম, এই রাত্রিতে আর চলিতে পারিব না। অতএব আইস, আমরা এই স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষে রোমীয় সেনাগণের সহিত সাক্ষাৎ করি, পাছে অন্ধকারে গমন করিলে তাহারা আমাদিগকে শত্রু ভাবিয়া আক্রমণ করে।

তাহাতে ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, মহাশয়, তুমি কি নিশ্চয় জান, যে রোমীয় সেনারা তোমার

প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে? তাহারা কি সত্য পর-মেশ্বরের সেবা করে?

আল্ফিয়স্ উত্তর করিল, না, তাহা কি প্রকারে বলিব? এখনও রোমীয়েরা প্রায় সকলে কাষ্ঠ ও প্রস্তরময় দেবতা পূজা করে, তথাচ তাহাদি-গের মধ্যে খ্রীষ্টীয় মতালম্বী কেহ২ আছে, এবং আমি তাহাদের ভাষা ও রীতি ও ব্যবস্থা সকল উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি; অতএব ভরসা করি, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহারা আমাদের সহিত ভাল বই মন্দ ব্যবহার করিবে না। মনুষ্যের অন্তঃকরণ তাঁহারই হস্তে আছে।

ইমোজিন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, মহাশয়, তুমি কি শিশুকাল অবধি পরমেশ্বরের সেবা করিয়া আসিতেছ? ইহা কহিবার সময়ে সে কন্যার মত ঐ বৃদ্ধের হাত পা ধৌত করিয়া সেবা করিতে লাগিল।

তাহাতে বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত উত্তর করিল, হায়! প্রথমে আমি ঈশ্বরের সেবা না করিয়া বরং তাঁহার প্রতি শত্রুতা করিতাম। আমি যীশু খ্রীষ্টের দয়া অগ্রাহ্য করিতাম, ও তাঁহার মতাবলম্বিদিগকে তাড়না করিতাম।

তিনি যদি তখন একেবারে আমাকে নষ্ট করিয়া নরকে নিক্ষেপ করিতেন, তবে উপযুক্ত প্রতিফল পাইতাম; কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ এত বড়, যে তাহা না করিয়া অবাধ্য দাস যে আমি, আমাকে পুত্রবৎ পালন করিয়াছেন।

তখন ইমোজিন কহিল, আহা! তোমার জ্ঞানরূপ চক্ষু কি প্রকারে প্রসন্ন হইল, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বল।

আলফিয়স্ উত্তর করিল, তবে বলি শুন। যিহূদি লোকদের মধ্যে আমার জন্ম হয়, সেই জাতির প্রতি পরমেশ্বর প্রথমে আপন সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে যখন পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক দেবপূজা করিত, তখন তিনি সেই যিহূদিদের নিকটে আপন পবিত্র ব্যবস্থা সমর্পণ করিয়া কহিলেন, আমার সাক্ষাতে তোমাদের আর কোন দেবতা না থাকুক। পরে তাহাদের রাজা হইয়া আপন বাহুবল প্রকাশ করত ঐ প্রিয়তম জাতিকে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভয়ানক মরুভূমিতে রক্ষা করিয়া শেষে অতি সুন্দর এক দেশ অধিকার করিতে দিলেন। যে সময়ে তাহাদের অগ্রে সমুদ্র, ও পশ্চাতে শত্রুগণ

ছিল, সেই সময়ে তাহাদের পথদর্শক মূসা ঈশ্বরের আজ্ঞাতে আপন যষ্টি ঐ সমুদ্রের উপরে বিস্তার করিল, তাহাতে জল তৎক্ষণাৎ এদিগে ওদিগে রাশীকৃত হইয়া ভিত্তির ন্যায় দাঁড়াইল; মধ্য পথ দিয়া যিহূদিরা শুষ্ক চরণে স্বচ্ছন্দে সমুদ্র পার হইল। তাহাদের ক্ষুধা লাগিলে পরমেশ্বর তাহাদের আহারার্থে আকাশহইতে খাদ্য বর্ষাইলেন, এবং তৃষ্ণাতুর হইলে ঐ মূসা তাঁহার আদেশানুসারে শুষ্ক পর্ব্বতে আঘাত করিবাতে নির্ম্মল জল হুড় হুড় করিয়া নির্গত হইত। দিবাতে আকাশস্থিত এক মেঘস্তম্ভ তাহাদের অগ্রে২ চলিত, তদ্দ্বারা তাহারা নির্জন প্রান্তরের মধ্যে পথ জানিতে পাইত; এবং রাত্রিসময়ে ঐ মেঘস্তম্ভ অগ্নিময় হইয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইত ও দীপ্তি প্রদান করিত। এই প্রকার নানা আশ্চর্য্য উপায়দ্বারা পরমেশ্বর যিহূদিদিগকে ঐ অঙ্গীকৃত উত্তম দেশে উপস্থিত করিয়া তন্নিবাসি দেবপূজকগণকে নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে ঐ দেশ প্রদান করিলেন।

এই কথা শুনিয়া ইমোজিন কহিল, আহা!

পরমেশ্বর ঐ জাতির নিমিত্তে যখন এত করি-
লেন, তখন তাহারা কেমন ধন্য!

আল্‌ফিয়স্ আরো বলিল, হাঁ, মা, ধন্য বটে।
এবং ইহা ছাড়া তিনি তাহাদের আর অধিক
মঙ্গল করিলেন, বিশেষতঃ তাহাদের প্রতি এই
অঙ্গীকার করিলেন, যে ইহার পরে আমি তো-
মাদের মধ্যহইতে উৎপন্ন এক ত্রাণকর্ত্তাকে
তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিব, তিনি তোমা-
দিগকে এই সংসাররূপ ভয়ানক মহা প্রান্তর
দিয়া পথ দেখাইয়া স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী
করিবেন।

ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, সেই ত্রাণকর্ত্তা বুঝি
যীশু খ্রীষ্ট?

আল্‌ফিয়স্ উত্তর করিল, হাঁ, তিনি বটেন।
তিনি মানব দেহ ধারণ করত এক যিহূদীয়া কুমা-
রীর গর্ভে জন্ম লইলেন। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লো-
কেরা তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত ত্রাণকর্ত্তার
অপেক্ষা করিত. কারণ তাহারা জানিত, যে তিনি
আসিয়া জগতের পাপমোচন করিবেন। শেষে
তিনি আইলেন, কিন্তু যিহূদিরা যেরূপ অনুমান
করিয়াছিল, সেরূপ রাজপ্রতাপ বিশিষ্ট হইয়া

আইলেন না, বরং দীনহীন সূত্রধরের পুত্ররূপে কোন গোশালাতে জন্ম লইলেন।

ইহাতে ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, যীশু যদি এমন দীন হীন অবস্থাতে মানব দেহ গ্রহণ করিলেন, তবে তিনি যে সেই অপেক্ষিত ত্রাণকর্ত্তা, তাহা তাহারা কি প্রকারে জানিতে পারিবে?

আলফিয়স্ কহিল, শুন, ইমোজিন। আমি আপন দেশে থাকিয়া এক জন মনুষ্যের ছবি বার২ দর্শন করিয়াছি; সেই ছবি সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত; তাহা দেখিলে অতি সুস্থির জলাশয়ের মধ্যে ঐ মনুষ্যের প্রতিবিম্ব দেখিতেছি, এমন বোধ হইত। এখন বিবেচনা কর দেখি, যাহার এমত ছবি বার২ দেখিয়াছি, তাহার সহিত যদি কোন সময়ে সাক্ষাৎ হয়, তবে কি তাহাকে ঐ মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিব না? অবশ্য পারিব।

ইহাতে ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, যিহূদিদের নিকটে বুঝি যীশু খ্রীষ্টের এমত এক ছবি ছিল?

আলফিয়স্ উত্তর করিল, না, চিত্রকরের কৃত এমত ছবি তাহাদের নিকটে ছিল না; কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা অনেক সাধু ব্যক্তির মনে আ-

বিষ্ট হইয়া তাহাদের মুখদ্বারা লোকদিগকে ইহা জানাইয়াছিলেন, যে ত্রাণকর্ত্তা আসিয়া এই প্রকার কর্ম্ম করিবেন, ঐ প্রকার শিক্ষা দিবেন, এই প্রকারে মরিবেন, এবং ঐ প্রকারে স্বর্গারোহণ করিবেন। এই রূপ ছবি অর্থাৎ বর্ণনা যিহূদিদের হস্তে ছিল, তজ্জন্য তাহারা যীশুকে চিনিলে চিনিতে পারিত; কিন্তু মনের কঠোরতা প্রযুক্ত তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিল। যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে ঈশ্বরের কৃত যে সকল প্রতিজ্ঞা যিহূদি লোকেরা জানিত, তাহার মধ্যে প্রধান২ প্রতিজ্ঞা কহিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শুন।

(১) এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, "যিশয়রূপ মুড়াহইতে এক পল্লব নির্গত হইবে, ও তাহার মূলহইতে এক শাখা উৎপন্ন হইবে।" যিশ ১১; ১। এই কথানুসারে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ঐ যিশয়ের পুত্র যে দায়ূদ রাজা, তাহার বংশের মধ্যেই হইল।

(২) কোন্ সময়ে ও কোন্ নগরে যীশু জন্মিবেন, তাহাও ভবিষ্যদ্বক্তারা কহিয়াছিলেন। দান ৯; ২৫। মী ৫; ২।

(৩) যিশায়িয় নামে এক জন কহিয়াছিলেন

"তৎকালে অন্ধ লোকদের চক্ষু পরিষ্কৃত হইবে, ও বধিরদের কর্ণ খোলা যাইবে, এবং খঞ্জ লোক হরিণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা গান করিবে।" যিশ ৩৫; ৫, ৬। উক্ত সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া যীশু আসিয়া সাধন করিলেন।

(৪) ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা অন্য স্থানে কহেন, "তিনি অপমানিত এবং মনুষ্যদের মধ্যে অগণ্য হইবেন।" যিশ ৫৩; ৩। যিহূদিরা যীশুর প্রতি তদ্রূপ অপমান করিল বটে।

(৫) দায়ূদ রাজা লিখিয়াছিলেন, "যে সকল লোক আমাকে দেখে, তাহারা ওষ্ঠ বক্র করিয়া মস্তক লাড়িয়া আমাকে উপহাস করিয়া কহে, সে পরমেশ্বরেতে আপন ভার অর্পণ করুক; তিনি যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তবে তাহাকে রক্ষা করিবেন।" গীত ২২; ৭, ৮। ক্রুশে টাঙ্গান যীশু খ্রীষ্টের বিষয়েই যিহূদিরা তদ্রূপ কথা কহিল।

(৬) অন্য স্থানে দায়ূদ রাজা কহিয়াছিলেন, "দুষ্টদের জনতা আমাকে বেড়ে, ও আমার হস্তপাদ বিদ্ধ করে। তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার পরিধেয় বস্ত্র বিভাগ করে, এবং আমার

উত্তরীয় বস্ত্রের জন্যে গুর্ত্তি করে।” গীত ২২; ১৩-১৮। তাহাও যিহূদিরা করিল।

(৭) পুনর্ব্বার যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা কহেন, “তিনি আমাদের আজ্ঞা লঙ্ঘনের নিমিত্তে ক্ষত বিক্ষত ও আমাদিগের অধর্ম্মের নিমিত্তে চূর্ণ হইবেন, এবং আমাদের মঙ্গলজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিবে, এবং তাঁহার ক্ষতদ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য হইবে।” যিশ ৫৩। এই সকল কি প্রকারে সফল হইল, তাহা পূর্ব্বেই তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি।

(৮) সিখরিয় ভবিষ্যদ্বক্তা লিখেন, “সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, হে খড়্গ, তুমি আমার পালরক্ষকের অর্থাৎ আমার সদৃশ নরের বিরুদ্ধে জাগ্রৎ হও, রক্ষককে প্রহার কর।” সিখ ১৩; ৭। ইহাতে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু বুঝায়। তিনি কি প্রকারে মরিলেন, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ।

(৯) দায়ূদের গীতের মধ্যে এই ভাবি বাক্য পাওয়া যায়, “তুমি পরলোকে আমার আত্মাকে পরিত্যাগ করিবা না, ও নিজ পুণ্যবানকে ক্ষয় পাইতে দিবা না।” গীত ১৬; ১০,১১। এই কথাতে বুঝা যাইতেছে যে যীশু খ্রীষ্ট কবর প্রাপ্ত হইয়া

পুনর্ব্বার কবরহইতে জীবিত হইয়া উঠিবেন। তদনুসারে তিনি সকলের সাক্ষাতে পুনরুত্থান করিলেন।

(১০) ঐ গীতের মধ্যে আর একটি ভাবি বাক্য আছে, যথা, “ঈশ্বর জয়ধ্বনিতে ও পরমেশ্বর তূরীধ্বনিতে আরোহণ করিবেন।” গীত ৪৭; ৫। ইহাতে জানা যায় যে যীশু খ্রীষ্ট তূরীধ্বনির মধ্যে স্বর্গারোহণ করিবেন। তাহা তিনি অনেক সাক্ষির সম্মুখে করিলেন।

তখন ইমোজিন ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, এই সকল প্রমাণদ্বারা যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের অভিষিক্ত ত্রাতা, তাহা নিশ্চয় জানা গেল, ইহার কোন সন্দেহ নাই।

আল্‌ফিয়স্‌ উত্তর করিল, আঃ! ইমোজিন, ঐ যিহুদি লোকের নিকটে ইহাহইতেও আরো অকাট্য প্রমাণ প্রকাশ করা গেল, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট অন্ধ লোকদিগকে চক্ষু প্রদান করিতেন, এবং বধিরদিগকে শ্রবণশক্তি, ও খঞ্জদিগকে চলচ্ছক্তি দিতেন। ঝড়ের সময়ে সমুদ্রের ঢেউ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া সুস্থির হইত, ও তিনি জলের উপর গমন করিতেন। আর কি বলিব?

মৃতেরাও যীশুর রব শুনিয়া কবরহইতে উঠিয়া সাক্ষী দিল, যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র বটেন।

ইমোজিন এই সকল শুনিয়া জিজ্ঞাসিল, আঃ! মহাশয়, যিহূদিরা এই সকল প্রমাণ পাইয়া এবং উক্ত সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়া কি প্রকারে যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করিল?

আলফিয়স উত্তর করিল, হায়! আপন মনের কঠিনতা প্রযুক্ত তাহারা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিল! তাহারা দীপ্তি ছাড়িয়া বরং অন্ধকারকে ভাল বাসিত। যীশুর দীন হীন অবস্থাদ্বারা তাহারা বাধা পাইত, এবং তাঁহার সাধু আজ্ঞা ঘৃণা করিত। জীবনপ্রাপ্তির নিমিত্তে তাহারা তাঁহার নিকটে যাইত না। বলিতে লজ্জা করে, কএক দীন হীন প্রাণী ভিন্ন আর সকল যিহূদি লোকেরা জগতের ত্রাণকর্ত্তাকে হেয় জ্ঞান করিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

তখন ইমোজিন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত জিজ্ঞাসা করিল; আহা, মহাশয়, তুমিও কি ত্রাণকর্ত্তাকে তুচ্ছ করিতে?

আল্‌ফিয়স্‌ উত্তর করিল, প্রভু স্বর্গারোহণ করিলে পরে কতক বৎসর গত হইলে আমার জন্ম হইল। তিনি জগতে থাকিয়া কহিয়াছিলেন, যে যিহূদিদের পাপ প্রযুক্ত অল্প কালের মধ্যে তাহাদের প্রধান নগর যিরূশালম নষ্ট হইবে, ও লোকদিগকে অন্য২ দেশে পলায়ন করিতে হইবে। যীশুর মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পর তাঁহার কথানুসারে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। আমার পিতা ঐ যিরূশালম নগরনিবাসি এক জন যাজক ছিলেন। নগর যখন নষ্ট হইল, তখন তিনি সপরিবারে পূর্ব্বদিগে পলায়ন করত রোমীয় রাজ্যের সীমাতে স্থিত অতি প্রসিদ্ধ বাবিল নগরে আশ্রয় লইলেন। ঐ নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ ছিল, ও সেখানকার অধিকাংশ লোক দেবপূজা করিত। ঐ নগরে আমার জন্ম হয়।

আমি পূর্ব্বে বলিলাম, আমার পিতা যাজক ছিলেন। তিনি যিহূদীয় ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্ররূপে পালন করিতেন, সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস করিতেন, ও দরিদ্রদিগকে অনেক দান দিতেন; সকলে তাঁহাকে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বলিয়া মান্য করিত। মাতার প্রেম কেমন বস্তু, তাহা আমি

অবিদিত আছি, কারণ আমার জন্মের অল্প দিন পরে মাতা এক কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বিচ্ছেদে পিতা ক্ষুণ্নমনা হইয়া আরো ধর্ম্ম নিষ্ঠায় রহিলেন। পিতা আমার সাক্ষাতে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রায় কোন কথা কহিতেন না, আর যখন কেহ দৈবাৎ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিত, তখন তিনি যীশুকে ধিক্২ বলিয়া ঘৃণাসূচক বাক্যদ্বারা তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। এই সকল বাক্য বার২ শ্রবণ করাতে আমি যে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মের বিষয় তত্ত্ব করিলাম না, ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু পিতা অনেক দিন বাঁচিলেন না, তিনিও আমার বাল্যাবস্থাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তখন আমার কেবল ঐ ভগিনীটী সহায় রহিলেন। আহা, ইমোজিন! ঐ প্রিয়তমা ভগিনীর বিষয়ে কি বলিব? তিনি আমার নয়নের তারাস্বরূপ, ও দুর্গম পথের মধ্যে সুগন্ধি কুসুম তুল্য। তিনি আমার কি পর্য্যন্ত উপকারিণী তাহা আমার বাক্যাতীত।

ইমোজিন আলফিয়সের মুখপানে চাহিয়া দেখিল যে ঐ সকল যৌবনকালের কথোপকথন-

দ্বারা তাহার বৃদ্ধ বদন পুনর্ব্বার যুবতুল্য হইল। পরে সে আরো বলিতে লাগিল, আমি এবং আমার ভগিনী একত্র বাস করত পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইলাম। লোকেরা আমার উপবাসাদি ধর্ম্ম ক্রিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিত। কিন্তু আমার ধর্ম্মের মূল অহঙ্কারমাত্র। আমার ভগিনী আমা অপেক্ষা নম্র ও প্রকৃত রূপে ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন। যেমন ভূমিচম্পক কেবল মাটিতে দৃশ্য হয়, তথাচ তাহার সৌরভ আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া উঠে, তিনিও তদ্রূপ। কিছু দিন পরে দেখিলাম, যে আমা ক্রমে২ চিন্তা করিয়া গম্ভীরা হইতেছেন, এবং আমার মুখপানে চাহিয়া কখন২ তাঁহার নয়ন অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন উত্তর দিতেন না; এবং যখন তাঁহাকে আমোদ দিবার জন্যে কোন তুষ্টিকর বাক্য কহিতাম, তখন তাহাতেও তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার কি দুঃখ হইয়াছে, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না। আমি ঐ আমাকে আত্মবৎ প্রেম করিতাম, ও তাঁহার নিমিত্তে আপন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিতাম। এমত হইলেও তিনি যে আমাকে

আপন মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন না, ইহাতে আমার অতিশয় মনোদুঃখ হইল।

এক বার তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে২ দৈবাৎ খ্রীষ্টীয়ানদের কথা উপস্থিত হইল, তাহাতে আমি তাহাদিগকে দোষী করত অতিশয় নিন্দা করিলাম। তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কি, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতাম না, কেবল দশ জনের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে বলিলাম। কিন্তু আম্মা আমার কথা শুনিয়া হঠাৎ ম্লানবদন হইল, এবং আমার বোধ হইল, যে তখন তিনি আপন মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিবেন, কিন্তু ভয় প্রযুক্ত পারিলেন না। হায়! ঐ কথা আমি সেই সময়ে কিছু বুঝিলাম না, পরে সকল জানিলাম।

তাহাতে ইমোজিন ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, তোমার ভগিনী বুঝি গোপনে খ্রীষ্টমতাবলম্বিনী হইয়াছিলেন? হায়! তিনি সাহস পূর্ব্বক যদি সেই কথা তোমাকে অবগত করিয়া সেই পথে আনিতে চেষ্টা করিতেন, তবে কেমন ভাল হইত।

আলফিয়স উত্তর করিল, আঃ, ইমোজিনি, তাঁহাকে দোষ দিও না; তুমি সে ভয়ানক কালের

আপদ সকল কি জান? বরং ক্ষুণী ব্যক্তিও মার্জ্জনা পাইত, কিন্তু খ্রীষ্টমতাবলম্বিদিগের জন্যে দয়া ছিল না। ভ্রাতা আপন ভ্রাতাকে ধরিয়া দিত, পিতা আপন সন্তানকে রাজার নিকটে সমর্পণ করত তাহার মৃত্যু প্রার্থনা করিত, এবং সন্তান আপন বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি তদ্রূপ করিত। যীশু-খ্রীষ্টের নিকটে যে ব্যক্তি প্রার্থনা করিত, লোকেরা তাহাকে তৎক্ষণাৎ অতিশয় যন্ত্রণা দিয়া নষ্ট করিত। কাহারো সমস্ত শরীরের ছাল ছাড়াইয়া তপ্ত তৈলের পাত্রে গাত্র নিক্ষেপ করিত; কাহারো বা সাঁড়াসিদ্বারা ক্রমে২ শরীরের তাবৎ অস্থি ভাঙ্গিয়া বাহির করিত; আর কাহাকেও পোষা ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক জন্তুদিগের সম্মুখে ক্ষেপণ করিয়া তামাসা দেখিত। তখন যাহারা খ্রীষ্টীয়ান হইত, তাহারা আপন প্রভুর মত দুঃখ সহ্য না করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইত না।

তাহাতে ইমোজিন কহিল, আহা! যাহারা এত ক্লেশ পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যবান্ রহিল, তাহাদের না জানি কত বড় বিশ্বাস ছিল।

আর্লফিয়স্ কহিল, ইমোজিন, ভাল বুঝিয়াছ। পবিত্র আত্মা শক্তি না দিলে তাহারা

এমত ধৈর্য্যান্বিত হইতে পারিত না, কেবল তাঁ-
হারই পরাক্রমদ্বারা সকল হইল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম
যত মনুষ্যদ্বারা নিগ্রহ করা গিয়াছে, তত বাড়ি-
য়াছে, ইহা অতিশয় চমৎকারের বিষয়; এবং
এইটি যে সত্য ধর্ম্ম, ইহার অন্য প্রমাণ না থা-
কিলে এই প্রমাণে নিশ্চয় হইত। শয়তান ও
সাংসারিক লোক সকল কত বার তাহা নষ্ট
করিতে অসীম চেষ্টা করিয়াছে; তাহাতে যে
কেহ ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তাহার প্রাণ রক্ষা
করিবার কোন আশা আর থাকিত না। এই
পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গেলে তাবৎ কু ইচ্ছা
ও পাপজন্য তাবৎ সুখ ত্যাগ করিতে হয়।
ইহা লোকেরা হঠাৎ করে না, তাহা আমরা জানি,
তথাচ ঐ পবিত্র আত্মার প্রভাবে অনেকে তা-
হাও করিয়াছে, এবং অদ্য পর্য্যন্ত করিতেছে।
সে যাহা হউক্, এখন আত্ম বিবরণ পুনর্ব্বার কহি।
হায়! ইমোজিন, যীশু খ্রীষ্টের গুণদ্বারা এই
দীন হীন পাপী যে ক্ষমা পাইয়াছে, এমত
আশা যদি না পাইতাম, তবে আমার কেমন
মহৎ দোষ হইয়াছে, তাহা তোমার সাক্ষাতে
বলিতে লজ্জিত হইতাম।

যে বাবিল নগরে বাস করিতাম. তথায় কএক জন খ্রীষ্টীয়ান উপস্থিত হইয়া ক্রমে২ লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিল; এবং যদ্যপি ঐ দেশের কর্ত্তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে অতিশয় ঘৃণা করিত, ও সেই মতাবলম্বিদিগকে ধরিতে পারিলে নষ্ট করিত, তথাচ আমাদের কর্ণগোচর হইল, যে গোপনে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আলোচনা ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতেছে।

এমন সময়ে যৌবনকালে যেমন করা উচিত, তেমন আমি নানা প্রকার বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলাম; বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চ্চাদ্বারা অতিশয় সুখ উৎপন্ন হইত। আমি সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারাগণকে আত্মবন্ধুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতাম, এবং অন্য লোকেরা নিদ্রাভিভূত হইলে একাকী বাহির হইয়া আকাশের অভরণ সকল নিরীক্ষণ করিতাম। উক্ত অভিপ্রায়ে এক রাত্রিতে কোন ভগ্ন বাটার নিকটে দাঁড়াইয়াছিলাম; তাহার উপরি ভাগ বৃক্ষ ও লতাতে মণ্ডিত ছিল, আর তাহার মধ্যে পেচকাদি নানা প্রকার পক্ষী ও সর্প বাস করিত, তজ্জন্য সে অতি ভয়ানক স্থান বোধ হইত। সেই খানে

ভূত আছে বলিয়া অজ্ঞ লোকেরা তথায় যাইত না; দৈবাৎ কোন কর্ম্ম বশতঃ যখন দুই এক জন যাইত, তখন তাহারা তন্মধ্যে নানা প্রকার আ-শ্চর্য্য শব্দ শুনিয়াছি বলিয়া লোকদিগের আরো ভয় জন্মাইত। বাবিল নগরে এমত অনেক ভগ্ন অট্টালিকা আছে, কারণ ইহার চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার যে অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা অধিক হ্রাস পাইয়াছে। আর শূন্য ও অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা ভূত ও প্রেতগণের আ-শ্রয়, এমত কথা প্রায় সকল দেশে মূর্খ লো-কদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি ভূত প্রেতাদিকে কিছুই শঙ্কা করিতাম না। আমি পূর্ব্বোক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক দীর্ঘাকার মনুষ্য আমার নিকট দিয়া গমন করিল। আমি তৎক্ষণাৎ মনে২ ভা-বিলাম, যে সে অবশ্য কোন দস্যু; অতএব আমার উদ্দেশ যেন না পায়, এই অভিপ্রায়ে তা-ড়াতাড়ি করিয়া এক বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত হইলাম। পরে দেখিলাম, ঐ মনুষ্য ধীরে২ গিয়া ভগ্ন গৃহমধ্যে একটা বৃহৎ প্রস্তর সরাইয়া কোন গহ্বরে নামিল। পরে কি ঘটে, তাহা

জানিবার জন্যে যে স্থানে ছিলাম, তথায় নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। তখন ক্রমে২ একটি২ করিয়া কুড়ি পাঁচিশ জন নিঃশব্দে উক্ত গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণেক কাল পরে মাটী-হইতে আশ্চর্য্য গভীর শব্দ নির্গত হইল। তৎ-পরে ঐ লোকেরা কিঞ্চিৎ চেঁচাইয়া গান করাতে স্পষ্ট শ্রবণ করিলাম, যে যীশু খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ হইল।

তাহাতে আমি মনে২ কহিলাম, কি সৌভাগ্য, যে এই হতভাগা খ্রীষ্টীয়ানদের সন্ধান পাইলাম; তাহারা বৃথা অনুমান করে, যে আমরা রাত্রি-যোগে গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া আপন দেবতাকে অর্চনা করিলে কেহই টের পাইবে না। আমি এই দণ্ডে গিয়া দেশাধ্যক্ষকে এই বিষয়ের সমা-চার দিব, তিনি তাহা শুনিলে একেবারে তা-হাদিগকে নিপাত করিবেন। খ্রীষ্টমতাবলম্বিদের প্রতি আমার এমন ঘৃণা ছিল, যে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ যা-ইয়া আপন রাগ প্রকাশ করত অধ্যক্ষকে ঐ গোপনীয় প্রার্থনার স্থান দেখাইয়া দিলাম।

সেই অধ্যক্ষ অতি নিষ্ঠুর ও প্রজাদের প্রতি

অত্যন্ত উপদ্রবী, কিন্তু রাজমন্ত্রণাতে সতর্ক ও ধীর, এই হেতুক ঐ সকল কথা শুনিবামাত্র আপনি আমার সহিত আসিয়া ঐ গুপ্ত স্থান দেখিলেন। তখন খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রার্থনা সমাপ্ত হওয়াতে তাহারা পুনর্ব্বার এক২ করিয়া নিঃশব্দে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। দেশাধ্যক্ষ এবং আমি পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের আড়ালে দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহাতে অন্ধকার প্রযুক্ত খ্রীষ্টীয়ানেরা আমাদের উদ্দেশ পাইল না। অনন্তর দেশাধ্যক্ষ বলিলেন, অদ্য উহারা গিয়াছে; ভাল হইল; থাকিলেও উহাদের প্রতি কিছু করিতে পারিতাম না, কেননা আমার সেনা উপস্থিত নাই; কিন্তু আগামি রবিবারে তাহারা পুনর্ব্বার এখানে একত্র হইবে। তাহাদের পক্ষে ঐ দিবস পবিত্র, তাহা আমি জানি; অতএব সেই দিনে তুমি এক দল সৈন্য সঙ্গে লইয়া উহাদের প্রত্যেক জনকে ধৃত করিও, এক প্রাণীও ছাড়িও না; কেবল এই সপ্তাহের মধ্যে কেহ যেন এই কথার অনুসন্ধান না পায়; তাহা হইলে অবশ্য সকলে ধরা পড়িবে।

তখন ইমোজিন কহিল, হায়২! ঐ বেচারা

খ্রীষ্টীয়ানেরা আপন প্রভুকে প্রেম ও ভক্তি করিত; আর তো তাহাদের কোন দোষ নাই; ইহাতে কি দেশাধ্যক্ষের এতই রাগ হইল?

আল্‌ফিয়স্ উত্তর করিল, আঃ, মা, কি জিজ্ঞাসা কর? সে ভয়ানক সময় ছিল। তখন আমি যে ঘৃণার্হ পাপ করিয়াছিলাম, তাহা মরণ দিন পর্য্যন্ত স্মরণে থাকিবে; বোধ হয় সকল শুনিলে পর তুমি আমাকে অতিশয় ঘৃণা করিবে।

তাহাতে ইমোজিন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিল, এমত নয়, মহাশয়; যাহা করিলে তাহা বল, শুনি।

তখন আল্‌ফিয়স্ বলিতে লাগিল, আমি দেশাধ্যক্ষের কথা মানিয়া মৌনী হইয়া রহিলাম, কিন্তু রবিবারের রাত্রি কখন্ উপস্থিত হইবে, তাহা ব্যগ্রতা পূর্ব্বক আন্দোলন করিতে থাকিলাম। আমার প্রিয় ভগিনীকে পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের একটী কথাও কহিলাম না, কিন্তু দেখিলাম, যে ঐ দুঃখদায়ক রবিবার দিবসে তিনি পূর্ব্বের মত বিমর্ষ না হইয়া বরং শান্ত ও হৃষ্ট মনে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। উক্ত দিনের প্রাতঃকালে যখন প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম,

তখন তিনি আমার প্রতি যে প্রেমের বাক্য কহিলেন, তাহা কখন বিস্মৃত হইব না। তিনি সজল নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, হে আমার ভ্রাতঃ, ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা কর; তাহা করিলে আমি যাহাতে অদ্য সুখ পাইতেছি, তাহা তুমি জানিতে পারিবা। তখন আমি বলিলাম, আন্না, ধর্ম্ম-হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা জানি, কিন্তু কি বিষয়ে বিশেষ রূপে এই কথা কহিতেছ, তাহা বল। কিন্তু তখনও বলিতে তাঁহার সাহস হইল না; তিনি লজ্জিতবদনা হইয়া উত্তর করি-লেন, না, ভ্রাতঃ, তুমি আপনি পাঠ করিয়া দেখ; সে উত্তম হইবে।

আমি রাত্রিতে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে ধরিয়া মারিব, কেবল এই বিষয় চিন্তা করাতে আমার ভগি-নীর ঐ কথাতে বড় একটা মনোযোগ করিলাম না। হায় ২! ঐ রাত্রির পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে এক প্রকার ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইলে যীশু খ্রীষ্টকে অবহেলা করিয়া মরিতাম, এই কারণ ঈশ্বর যে তখন আমাকে নষ্ট করিলেন না, ইহার নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করি। রাত্রি-

উপস্থিত হইলে আমি দেশাধ্যক্ষের এক দল সৈন্য লইয়া পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন গৃহে গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ব্যগ্রতা পূর্ব্বক ঐ গর্ত্তের মুখে যে প্রস্তরখানা ছিল, তাহা সরাইয়া সৈন্যদিগকে পথ দেখাইয়া দিলাম। সে স্থান অতি ভয়ানক: পূর্ব্বে সেথায় মৃতদের কবর দেওয়া যাইত। আমরা বাতী হাতে করিয়া ঐ ঘোর অন্ধকারে নামিলাম। পরে সেনাপতি আজ্ঞা করিলেন, সকলে বাতী নির্ব্বাণ কর, খ্রীষ্টীয়ানেরা শীঘ্র উপস্থিত হইবে; আমি তাহাদের অনুসন্ধানে থাকিব, এবং সকলে একত্র হইলে তূরী বাজাইব, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র তোমরা সত্বর হইয়া সকলকে ধৃত করিবা। এই কথাতে সমস্ত বাতী নির্ব্বাণ হইল, এবং আমরা চোরের ন্যায় খ্রীষ্টীয়ানদিগের অপেক্ষায় রহিলাম। হায়! ইলোজিন, তখন আমার এক প্রকার ভয় হইতে লাগিল, এবং মনে করিলাম, ছি! এই যে কর্ম্ম করিতেছি, তাহা ভাল নয়। বোধ হয়, ঈশ্বরের আত্মা আমার মনে ঐ চিন্তা উৎপন্ন করিলেন; কিন্তু আমি আপন হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া তাঁহার সৎপরামর্শ অগ্রাহ্য করিলাম; অতএব পশ্চা-

তে যে শাস্তি পাইলাম, তাহা স্বীয় দোষ প্র-
যুক্ত ঘটিল। কিছু কাল পরে একটা লোক মশাল
ধারণ করিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সেখান-
কার আর্দ্র ভূমি ও দুষ্ট বায়ুদ্বারা মশাল প্রায়
নির্বিয়া গেল। ক্রমে২ অন্য খ্রীষ্টীয়ানেরা বস্ত্রদ্বারা
মুখ আচ্ছাদন করিয়া ঐ ভয়ানক ভজনালয়ে
একত্র হইল; তৎপরে ঐ স্থান এমন গরম হইয়া
উঠিল, যে নিশ্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করা দুঃসাধ্য
হইল। হায়! অত্যন্ত দুঃখ না হইলে এমন
কুস্থানে কেহ আশ্রয় লয় না; বোধ হয় যেন ঐ
তাবৎ ঘটনা এখনও দেখিতেছি। পরে তাহাদের
বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রা-
র্থনা করিতে লাগিলেন; তখন সকল লোক হাঁটু
পাতিয়া তাঁহার সঙ্গে২ ঐ প্রার্থনাবাক্য বলিতে
লাগিল। তাহারা পাপ স্বীকার করত ক্ষমা যাচঞা
করিল, আর ধর্ম্মের কারণ দুঃখভোগ করিতে
যেন সাহস প্রাপ্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বরের
আত্মার নিকটে শক্তি ও ধৈর্য্য চাহিল। খ্রীষ্টীয়ান
মণ্ডলীর যেন বৃদ্ধি হয়, ইহার নিমিত্তেও প্রা-
র্থনা করিয়া বিশেষ রূপে এই নিবেদন করিল,
ও হে দয়ালু পিতঃ, আমাদিগকে যাহারা অজ্ঞান-

কৃত তাড়না করিতেছে, তাহাদের প্রতি করুণা কর।
হা, ইমোজিন, ঐ কথা আমার মনে কণ্টকস্বরূপ
বোধ হইল, এবং আমি ভাবিলাম, হায়! এই
দীনহীনেরা আমার নিমিত্তে আপন ঈশ্বরের
নিকটে প্রার্থনা করিতেছে, আমি কি প্রকারে
ইহাদের বিনাশের কারণ হইব? কিন্তু ঐ
প্রার্থনা সাঙ্গ হইলে যখন শুনিলাম, যে তাহারা
যীশু খ্রীষ্টের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল, তখন
পুনর্ব্বার হৃদয় শক্ত করিয়া বলিলাম, না, ক্রুশে
হত সেই অপরাধির পূজকেরা আমার স্থানে
কখন দয়া প্রাপ্ত হইবে না।

তখন খ্রীষ্টীয়ানেরা গাত্রোত্থান করিলে তাহা-
দের ধর্ম্মোপদেশক পূর্ব্বোক্ত মশাল আপন সম্মুখে
রাখিয়া চর্ম্মনির্ম্মিত একখান পরিষ্কৃত পুস্তকহইতে
পাঠ করিতে লাগিলেন। আমরা যে পুস্তককে
মঙ্গলসমাচার কহি, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের জন্মাবধি
মরণ পর্য্যন্ত ক্রিয়া ও চরিত্রের যে বিবরণ, তাহা
ঐ চর্ম্মেতে লেখা ছিল। সেই রাত্রিতে ধর্ম্মোপ-
দেশক উক্ত পুস্তকহইতে প্রভুর দুঃখ ভো
করণের ইতিহাস বিশেষ রূপে বাছিয়া ঐ খণ্ড
পাঠ করিলেন। পরে সাঙ্গ হইলে ঐ চর্ম্মখানি

আদর পূর্ব্বক জড়াইয়া কহিলেন, প্রিয় ভ্রাতৃগণ, অদ্য আমরা যে কেবল যীশু খ্রীষ্টের গুণ কীর্ত্তন প্রকাশ করিতে আসিয়াছি, এমত নয়, বরং তাঁহার আশীর্ব্বাদে যে কএক জন আপনং পৈতৃক ধর্ম্মমত ছাড়িতে ইচ্ছুক হইয়াছে, তাহাদিগকে নূতন শিষ্যরূপে খ্রীষ্টের নামেতে বাপ্তাইজ্ * করিতে উপস্থিত হইয়াছি।

এই কথা বলিবামাত্র সভার মধ্যহইতে এক জন যুব পুরুষ অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মোপদেশকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ঐ বৃদ্ধ উপদেশক তাহার প্রতি স্নেহ ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন, পবিত্র পরমেশ্বরের কাছে পাপ অতিশয় ঘৃণাকর, অতএব সে সকল ত্যাগ করিতে স্বীকার করিতেছ কি না? যুব পুরুষ উত্তর করিল, হাঁ, পবিত্র আত্মার প্রভাবে পাপ ত্যাগ করিতে স্থির করিয়াছি।

পরে উপদেশক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, তুমি স্বর্গ প্রাপ্তির আশা করিতেছ, এ কাহার গুণদ্বারা? আপনার সৎকর্ম্মেতে কিম্বা পরমেশ্ব-

* বাপ্তাইজ্ বা বাপ্তিস্ম। কেহ২ বলে, এই শব্দের অর্থ কেবল অবগাহন; আর কেহ২ বলে, ইহার অর্থ ছিটান কি স্নান প্রভৃতি জলসংস্কার।

রের দয়াতে? যুবা কহিল, আপনার সৎকর্ম্ম-দ্বারা নহে; আমার তাবৎ সৎকর্ম্মেতে পাপ মিশ্রিত আছে, কেবল যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের গুণে ভরসা রাখিয়াছি।

উপদেশক আরো বলিলেন, যীশু খ্রীষ্ট আপন প্রাণ দিয়া তোমাকে নরকযন্ত্রণাহইতে উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা জানিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা হইতেছে কি না? তাহাতে যুবা অশ্রু-পাত পূর্ব্বক উত্তর করিল, হাঁ, তাহা হইতেছে বটে; আমি যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন উপদেশক কহিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের যে২ সারকথা তুমি সত্য জানিয়া গ্রাহ্য করিয়াছ, তাহা সকলের সাক্ষাতে ব্যাখ্যা কর। ইহাতে যুবা বলিতে লাগিল; যথা,

স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরেতে আমি বিশ্বাস করি। এবং তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি, যিনি পবিত্র আত্মাদ্বারা গর্ব্ভস্থ হইলেন, মরিয়ম্ কুমারীহইতে জন্মিলেন, পন্তীয় পীলাতের অধীনে দুঃখ ভোগ করিলেন, ক্রুশা-

র্পিত, মৃত, ও কবরস্থ হইলেন, পরলোকে নামিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের হইতে পুনরায় উঠিলেন, স্বর্গে আরোহণ করিলেন, এবং সর্ব্ব-শক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন, তথাহইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন।

আমি পবিত্র আত্মাতে বিশ্বাস করি, এবং পুণ্য সার্ব্বসভাতে, সাধুদের সহভাগিতায়, পাপ মোচনে, শরীরের পুনরুত্থানে, ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। আমেন।

এই কথা সকলে শুনিলে পর ধর্ম্মাধ্যক্ষ কহিলেন, এই যে ব্যক্তি আমা সবার ন্যায় যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করত পাপমোচন পাইয়াছে, ইহার জলবাপ্তিসম কি কেহ নিষেধ করিতে পারে? তখন তিনি তাহাকে লইয়া পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামেতে বাপ্তাইজ্ করিলেন।

এই সকল সাঙ্গ হইলে পর এক জন যুবতী বাপ্তাইজিত হইতে অগ্রসর হইল। তাহার অবগুণ্ঠন থাকাতে আমি মুখ দেখিতে পাইলাম না, তথাচ না জানি কি কারণে আমার মন ধুক২ করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে উপদেশক তাহাকে

বাপ্তাইজ্ করিতে প্রস্তুত হওয়াতে সে সভয় হইয়া ঘোমটা কিঞ্চিৎ খুলিল; তাহাতে মশা-লের আলো তাহার বদনোপরি পড়াতে দে-খিলাম, সে আমার ভগিনী। হা, ইমোজিন, ঐ বিষয় আমি আর কি বলিব? রাগ ও দুঃ-খেতে জড়ীভূত হইয়া অচেতন প্রায় হইলাম। কিন্তু কি করিব, তাহা বিবেচনা করিবার সময় থাকিল না, কারণ তদ্দণ্ডে ঐ স্থান তূরীধ্বনিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে আমি জানিলাম যে খ্রীষ্টীয়ান-দের মৃত্যুকাল উপস্থিত। ঐ বাদ্য শ্রবণ করিয়া সেনারা আপন গোপনীয় স্থানহইতে লম্ফ দিয়া বহির্গত হইল। সেই সময়ে অতিশয় কলহ হইতে লাগিল, তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান কে, দেবপূজক বা কে, ইহা যেন উপলব্ধি হয়, এই অভিপ্রায়ে সেনাপতি আর কএকটা বাতী জ্বালাইতে আজ্ঞা দিলেন। তখন কেবল খড়্গের চাকচক্য ও রক্তের স্রোত ও মারামারি ও বধ দৃশ্য হইল। আমি দেখিলাম, উক্ত বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক আহত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার পক্ব কেশ রক্তদ্বারা জবজবিয়া হইয়া-ছিল। যে যুবা আমার সাক্ষাতে নূতন বাপ্তা-ইজ্ হইয়াছিল, সে আপন প্রতিজ্ঞানুসারে যীশু

খ্রীষ্টের নিমিত্তে তখনই প্রাণ সমর্পণ করিল; কারণ সেনারা তাহাকে আপন দলভুক্ত এক জন বলিয়া চিনিল, ইহাতে চমৎকৃত হইয়া অতিশয় রাগ করত কহিল, কেমন, রে বেটা পাজি? তুইও কি এই ম্লেচ্ছদের মধ্যে গণিত হইলি? ইহা বলিয়া তখনি তাহার মস্তক কাটিয়া ফেলিল।

এই সকল ভয়ানক কোলাহলের মধ্যে আমার কেবল একমাত্র চিন্তা ছিল; সে কি? না, আমার প্রিয়তমা ভগিনীকে এখন কি প্রকারে রক্ষা করি? এই ভাবনাতে আমি তাঁহার নিকটে দ্রুত গমন করিলাম, তিনি ভয়েতে কাতর হইয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে এক জন নিষ্ঠুর সেনা আমাকে ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে কাড়িয়া লইল। "ও ভাই, আমাকে রক্ষা করিলে না?" এই কথা বলিতে২ আমার ভগিনা ঐ সেনাকর্তৃক গর্ত্তের বাহিরে আকর্ষিত হইলেন। আর কিঞ্চিৎ২ কথা বাকি আছে।

কিন্তু ঐ কথা বলিতে আলফিয়স তখন অক্ষম হইল, কেননা উক্ত সকল দারুণ ঘটনার স্মরণদ্বারা সে অধৈর্য্য হইয়া আপন মুখ বস্ত্রে আচ্ছাদন

করত ছোট শিশুর ন্যায় হায়২! করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কিছু কাল পরে ইমোজিন আল্‌কিয়স্‌কে কহিল, মহাশয়, ঐ সকল কথা বলাতে যদি তোমার এত ক্লেশ বোধ হয়, তবে থাকিতে দেও, কহিও না।

কিন্তু আল্‌কিয়স্‌ চক্ষের জল মুছিয়া উত্তর করিল, না, মা, আমি বলিব, তুমি শেষ পর্য্যন্ত শুন, আর বিলাপ করিলে কি হইবে? যাঁহাকে আমি এত প্রেম করিতাম, তিনি তো এখন সকল দুঃখ এড়াইয়া আপন প্রভুর সুখের ভাগিনী হইয়াছেন, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে স্বর্গরাজ্যে পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।

ইহা শুনিয়া ইমোজিন জিজ্ঞাসিল, তবে, মহাশয়, বুঝি এই পৃথিবীতে তোমার ভগিনীর সহিত আর দেখা হইল না।

আল্‌কিয়স্‌ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিল, হাঁ, আর এক বার দেখা হইল। আমি তাঁহার দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া কি প্রকারে বাঁচিলাম,

তাহা বলিতে পারি না। সেনারা উক্ত রাত্রিতে আমার আম্মাকে সংহার না করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুররূপে মারিবার অভিপ্রায়ে রক্ষা করিয়াছিল।

আমি দেশাধ্যক্ষের চরণে পড়িয়া বিনতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ যাচ্ঞা করিলাম, আর তিনি অসম্মত হইলে তাঁহার রক্ষার্থে সর্ব্বস্ব দিতে স্বীকার করিলাম, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। পরে আমার ভগিনীকে বাঁচাইতে যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ছিল, তাঁহাদের কাছে তিন দিন পর্য্যন্ত হাঁটাহাঁটি করত কত কাকুতি বিনতি করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। তখন আমার মনে আর একটী আশা উৎপন্ন হইল; সে কি? না, আমি জানিলাম, আম্মা অতিশয় কোমলাঙ্গী ও ভীতা, অতএব মনে করিলাম, যদি তাঁহাকে মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করাইতে পারি, তবে তিনি শাসনকর্ত্তার নিকটে ক্ষমা প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু এমন বিবেচনা করাতে আমি তাঁহার প্রতি অন্যায় করিলাম; কারণ, যদ্যপি তিনি নিজে দুর্ব্বল, তথাপি পরমেশ্বর তাঁহার বলস্বরূপ ছিলেন, আর তিনি আপন প্রভুকে এমত প্রেম করিতেন, যে তাঁহার

নিমিত্তে প্রাণ দিতে সহজে স্বীকৃতা হইলেন। আহা! ইমোজিন; আমার প্রিয়তমা আম্মা যে শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যান্বিতা রহিলেন, তজ্জন্য আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পর কত বার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়াছি। কিন্তু তখন আমি এমন পশুবৎ ছিলাম, যে তাঁহার দৃঢ়তাতে কেবল দুঃখ ও লজ্জা বোধ হইল। চারি দিবস পর্য্যন্ত আহার ও নিদ্রা বিবর্জ্জিত হইলে পরে আমি মনে২ কহিলাম, কেবল আর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় আছে, তিনি আমাকে এই আপদহইতে উদ্ধার করিলে করিতে পারেন; তিনিও যদি আমাকে তাড়াইয়া দেন, তবে আমার সমস্ত আশা ভঙ্গ হইল। ইহা ভাবিয়া আমি দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত ধীরে২ তাঁহার বাটীর দিগে গমন করিতেছিলাম, এমত সময়ে অধিক জনতা দেখিলে আমার মনে এক বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হইল, তাহাতে নিজ দুর্ব্বলতা একেবারে বিস্মৃত হইয়া ব্যগ্রতা পূর্ব্বক সেই স্থানে ধাবমান হইলাম। হায়২! ইমোজিন, যাহা দেখিলাম, তাহা তোমার সাক্ষাতে কি প্রকারে বর্ণনা করিব? ঐ অসভ্য নিষ্ঠুর পুরুষদের মধ্যে

আমার কোমলাঙ্গী ভগিনী সুস্থির রূপে দণ্ডায়-মানা ছিলেন; তাহারা তাঁহাকে নানা প্রকার কুকথা কহিয়া নিন্দা করিতেছিল, তথাচ তিনি কৃপাদৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "হে প্রভো, ইহাদের এই পাপের দণ্ড দিও না।" তখন দেশাধ্যক্ষের সেনারা লৌহময় দুই বৃহৎ পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত করিলে তন্মধ্যহইতে দুই প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আ-মার উপরে লম্ফ দিয়া পড়িল। ঐ সময়ে আমার ও আমার ভগিনীর চারি চক্ষু একত্র হইল। আঃ! পৃথিবীস্থ অন্য তাবৎ বস্তু বিস্মৃত হইলেও তাঁহার করুণাসূচক মুখমণ্ডল ও তাঁহার প্রীতি-বাক্য কখনো বিস্মৃত হইব না। তখন অতিশয় কোলাহল হইতেছিল, তথাচ আমাকে দেখিবা-মাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ঐ আমার ভাই আসিয়াছে২। প্রিয় ভাই, আমাকে ভুলিও না; ধর্ম্মপুস্তকের কথা আলোচনা কর, সেই ধর্ম্ম-পুস্তক যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।" তদ্দণ্ডে বাঘেরা তাঁহার কোমল দেহ খণ্ড২ করিয়া ফেলিল, এবং আমিও অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলাম।

তাহার পরে কি ঘটিল, তাহা আমার কিছুমাত্র স্মরণ নাই। প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমি জ্বরে পীড়িত এবং অচৈতন্য হইয়া শয্যাতে পড়িয়া রহিলাম। পরে যখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া চেতন প্রাপ্ত হইলাম, তখন হায়! আমি মরিলাম না কেন? ইহা বলিয়া মহাখেদ করিতে লাগিলাম। চরম কালে ভগিনীর করুণাদৃষ্টি ও প্রীতির কথা ভুলিতে পারিলাম না। উঠিবার সময়ে ও বসিবার সময়ে ও আহার করিবার সময়ে বোধ হইত, যেন তিনি আমার নিকটে আছেন। স্বপ্নেতেও ঐ সেনাগণের জনতা ও প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র, এবং তাহাদের গ্রাসে আমার প্রিয়তমা আম্মা, এই সকল ভয়ানক ব্যাপার দৃষ্টি করিতাম।

এক দিন অতিশয় অস্থিরমনা হইয়া ভগিনী জীবনকালে যে কুঠরীতে থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেথায় যিহূদিদের প্রতি ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের একখান অনুলিপি পাইলাম। আম্মা ঐ গ্রন্থ দিবারাত্রি আলোচনা করিতেন, তাহা জানিতাম; কিন্তু তৎসঙ্গে যে আর একখান পুস্তক ছিল, তাহা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। পরে তাহা খুলিয়া দেখিলাম, ঐটী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের

চরিত্রের বিবরণ, ও মণ্ডলীদিগের প্রতি তাঁহার প্রথম শিষ্যগণের পত্র। এই সমুদয় গ্রন্থ আম্মা স্বহস্তে অতি সুন্দর অক্ষরে লিখিয়া লইয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার হস্তকৃত সেই প্রিয় লিপি বক্ষঃস্থলে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই প্রার্থনা করিলাম, হে পরমেশ্বর, ইহাতে যদি তোমার সত্য ধর্ম্ম থাকে, তবে আমি যেন বিশ্বাস করিয়া জীবন প্রাপ্ত হইতে পারি, তন্নিমিত্তে আমার জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন কর।

সেই দিন অবধি আমি নিরন্তর বসিয়া পড়িতে লাগিলাম; তাহাতে যিহূদিদের আদিশাস্ত্র এবং যীশু খ্রীষ্টের মঙ্গলসমাচার শাস্ত্র, এই দুই মিলাইয়া দেখাতে বুঝিলাম, যে তাহা একমাত্র। আমাদের আদি শাস্ত্রেতে যে আগামি ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে লেখা ছিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরপ্রেরিত সেই ত্রাণকর্ত্তা বটেন, ইহা সকল প্রমাণদ্বারা প্রকাশ পাইল। তিনি কোন্ নগরে জন্মিবেন, ও কি করিবেন, ও কোথায় মরিবেন, ও কি প্রকারে স্বর্গারোহণ করিবেন, এই সকল বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তারা যে২ ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিয়াছিলেন, যীশুর চরিত্র পাঠ করিয়া দেখিলাম,

যে তিনি ঠিক সেই সকল ভাবিবাক্য সফল করিলেন। তাহাতে আমার তাবৎ সন্দেহ ঘুচিল, এবং আমার প্রিয় আত্মার স্বীকৃত ধর্ম্ম সত্য বটে, ইহা আমি নিশ্চয় জ্ঞাত হইলাম।

তথাচ আমি তখন একেবারে শান্তি পাইলাম না; বরং আমার কেমন ভারি পাপ, তাহা জানিয়া এক প্রকার নিরাশ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে এমত দুরাত্মার জন্যে স্বর্গদ্বার কখন মুক্ত করা যাইবে না। প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত কেবল অশ্রুপাত করিতে২ দিন বহিয়া যাইত; আমি প্রার্থনা করিতাম বটে, কিন্তু ঈশ্বর যে এমন দীন হীনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতাম না। নিজ দুঃখদ্বারা আমার মন কিঞ্চিৎ নম্র হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে কোন সাংসারিক কর্ম্ম আমাকে ভাল লাগিত না, এই হেতু দরিদ্র ও পীড়িত লোকদের তত্ত্বাবধারণদ্বারা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিতাম।

এক দিবস আমার গৃহদ্বারের সম্মুখে এক ব্যক্তি অশ্বের পদাঘাতদ্বারা এমত চোট পাইল, যে সে মৃতপ্রায় হইল; ইহা দেখিবামাত্র আমি তাহাকে ভিতরে আনাইলাম। ও ইমোজিন, ঐ লো-

ক্কের মৃত্যু যে আমার জীবন প্রাপ্তির কারণ হইবে, ইহা আমি তখন জানিলাম না; কিন্তু তাহাই হইল। সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান, আমার গৃহ মধ্যে সে এক ঘণ্টামাত্র বাঁচল, আর অত্যন্ত শারীরিক যন্ত্রণাতে সেই এক ঘণ্টা যাপন করিল, কিন্তু আহা! তাহার মন কি শান্ত ছিল! সে বার২ কহিল, "আমি দীন হীন পাপী, তথাচ আমার ভয় নাই, কারণ যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপহইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করেন।" ইহা বলিয়া সে সুস্থির রূপে মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইল।

আমি ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐ বাক্য অনেক বার পড়িয়াছিলাম বটে, তথাপি তাহা আমার মনে লাগে নাই; কিন্তু সেই বাক্যদ্বারা ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তি কি পর্য্যন্ত সুখ পাইল, তাহা যখন স্বচক্ষে দেখিলাম, তখন ভাবিতে লাগিলাম, যদি যীশুর রক্ত তাবৎ পাপহইতে পরিষ্কৃত করে, তবে তাহাদ্বারা আমারও দোষ মার্জ্জনা হইতে পারে।

অনন্তর বোধ হইল, যেন কেহ আসিয়া আমার কর্ণকুহরে কহিতেছে, 'হে বৎস, সুস্থির হও, তোমার পাপ ক্ষমা হইল।' এবং তদ্দণ্ডে আ-

মার মন প্রত্যয়দ্বারা শান্তিতে ও আনন্দেতে পরিপূর্ণ হইল।

পরে আমি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীভুক্ত হইবার জন্যে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কি জানি, উনি প্রবঞ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে ফাঁদে ফেলিবেন, এমত সন্দেহ করাতে তাহারা আমাকে গ্রাহ্য করিতে প্রথমে অনিচ্ছুক ছিল। আমি কেমন নিষ্ঠুর রূপে তাহাদের সঙ্গিদিগকে শাসনকর্ত্তার হস্তে ধরিয়া দিয়াছিলাম, তাহা তাহাদের স্মরণে থাকিল; শেষে অনেক দুঃখদ্বারা পরীক্ষিত হইলে পরে আমি বাপ্তিস্মদ্বারা * খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে গৃহীত হইলাম। দেখ, ইমোজিন, প্রভুর কেমন অসীম দয়া! যে ব্যক্তি তাঁহার লোকদিগকে তাড়না করত বধ করিয়াছিল, এমত দুরাত্মা যে আমি, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া কএক বৎসর পরে আপন মণ্ডলীর এক জন ধর্ম্মশিক্ষক করিলেন।

* বাপ্তিস্ম। কেহ২ বলে, এই শব্দের অর্থ কেবল অবগাহন; আর কেহ২ বলে, ইহার অর্থ ছিটান কিম্বা স্নানাদি জলসংস্কার।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত কথোপকথন করিতে২ রাত্রি গোহাইলে অরুণোদয় দৃশ্য হইল। তখন ইমোজিন আল্‌কিয়স্‌কে কহিল, দেখ, সূর্য্যের কিরণদ্বারা যেমন অন্ধকার দূর হইল, এবং পরমেশ্বরের হস্তকৃত তাবৎ বস্তুর সৌন্দর্য্য দৃশ্য হইল, তেমনি আত্মার মধ্যে ধর্ম্মের উদয় হইলে চিন্তা ও ক্রিয়া ও ভাবনা সকল পরিবর্ত্তন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরো উৎকৃষ্ট হয়।

আলকিয়স্‌ উত্তর করিল, হাঁ, মা, সূর্য্যের যে দীপ্তি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ধার্ম্মিকের পথ সেই তেজস্বি দীপ্তির সদৃশ।

ইমোজিন কহিল, সে সত্য বটে, এবং যেমন সূর্য্যকে দেখিলে অন্ধকার একেবারে বিস্মৃত হওয়া যায়, তেমনি স্বর্গে গমন করিয়া ঈশ্বরের তেজ ও গৌরব দেখিলে, এই জগতে যে দুঃখরূপ অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই অন্ধকার একেবারে লুপ্ত হইবে।

ইহাতে আলকিয়স্‌ মনে২ ভাবিল, আহা! এই যুবতী কেমন শীঘ্র ধর্ম্মজ্ঞানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইল; আমার শিক্ষাহইতে নয়, কেবল ঈশ্বরের শিক্ষাহইতে এই ফল উৎপন্ন হইয়াছে।

পরে ইমোজিন বলিতে লাগিল, দেখ, মহাশয়, আমরা এখন রোমীয় শিবির মধ্যে যাত্রা করিতেছি। রোমীয়েরা আমাদিগকে গ্রাহ্য করিবে, কিম্বা শত্রু বুঝিয়া নষ্ট করিবে, তাহা বলা যায় না। এক দিনের মধ্যে যাহা ঘটিবে, তাহা কে জানিতে পারে? কি জানি, আমি অতি শীঘ্র তোমাহইতে পৃথক্ হইব, অতএব যদি আমাকে অহঙ্কারিণী না বল, তবে আমার একটী নিবেদন আছে। সে কি? না, আমি এখনি বাপ্তাইজিত হইতে ইচ্ছা করি। আমার স্বদেশীয় কুলীন লোকেরা ক্রীত দাসের গাত্রে উল্কিদ্বারা আপন নাম অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহাতে কে কাহার দাস, তাহা সকলে জানে, এবং ঐ চিহ্ন যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত থাকে। আমার বোধ হয়, সেই রূপে বাপ্তিস্ম যীশু খ্রীষ্টের চিহ্ন; অর্থাৎ আমি যে তাঁহার দাসী, ইহা তদ্দারা জানা যাইবে, আর যদি আমি নম্র ও বিশ্বস্ত মনে তাহা গ্রহণ করি, তবে আমার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত ঐ চিহ্ন থাকিবে।

তখন আল্‌ফিয়স্‌ ভাবিল, ইহার অধিক শিক্ষা হয় নাই বটে, তথাচ পাঁচ দিনের মধ্যে ইহার যত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, অন্যান্য লোকের পাঁচ বৎসরের মধ্যেও তত হয় না। অতএব ইহার ইচ্ছানুসারে যদি ইহাকে বাপ্তাইজ্‌ না করি, তবে আমার দোষ হইবে। ইহা ভাবিয়া সে ইমোজিনকে জিজ্ঞাসিল, তুমি যাহা যাচ্ঞা করিতেছ, তাহা কি ভাল রূপে বুঝিয়াছ? তুমি কি খ্রীষ্টের অনুরোধে তাবৎ পাপ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছ? এবং এই জগতের মধ্যে তোমাকে দুঃখ দিতে যদি ঈশ্বরের অভিমত হয়, তবে কি সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক তাহা সহ্য করিবে? আপন কুস্বভাবের সঙ্গে কি যুদ্ধ করিতে পারিবে? এবং তোমার জ্ঞান ও শক্তি ও ধনাদি সকল কি যীশু খ্রীষ্টের সেবাতে ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছ?

ইমোজিন স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করত কহিল, আমার যাহা আছে তাহা যীশু খ্রীষ্টের স্থানে প্রাপ্ত হইলাম, অতএব তাহা ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রেম করি, তাহাও তাঁহার ইচ্ছা হইলে দিতে পারি; এবং

তাঁহারই সেবাতে আমার তাবৎ আয়ু ব্যয় করিতে নিতান্ত স্থির করিয়াছি।

যে গুহাতে তাহারা দুই জনে বিশ্রাম করিয়াছিল, তন্নিকটে পর্ব্বতের একটি ছিদ্র হইতে একটি জলস্রোত নির্গত হইতেছিল। অনন্তর আল্‌ফিয়স্‌ ও ইমোজিন তথায় যাইয়া বাপ্তিস্মের পূর্ব্বে একটা বৃহৎ প্রস্তরের আড়ালে হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহারা বোধ করিল, যে কেহ আমাদিগকে দেখিতে পায় না, কিন্তু এমত নয়, দুই ভয়ানক চক্ষু তাহাদের উপরে ছিল। সে কি ঐ কেঁদুয়া বাঘের চক্ষু? তাহারা কি ক্ষুধাতুর প্রযুক্ত নদীর ওপারহইতে হিংসাসূচক দৃষ্টিপাত করিতেছিল? না, বনপশু সকল সূর্য্যের কিরণ দেখিয়া গহ্বরে লুকাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা ভয়ানক আর এক শত্রু উপস্থিত ছিল। সে কে? না, ড্রুইদ যাজক। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া যুদ্ধ জন্য গোলযোগের মধ্যে বন্দি আল্‌ফিয়স্‌ কি করিতেছে তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন; পরে না পাওয়াতে ইমোজিনের প্রতি সন্দেহ করিয়া শীঘ্র তাহার ঘরে গমন করিলেন; সেথায় দেখিলেন, যে ইমোজিনও পলায়ন করি-

য়াছে। আহা! তখন তাঁহার কেমন রাগ ও হিংসার আবির্ভাব হইল। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তীর, ধনুক লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ২ পদচিহ্ন দেখিতে২ ধাবমান হইলেন; তাহাতে ঠিক যে সময়ে আল্‌ফিয়স্ ইমোজিনকে বাপ্তাইজ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছিল, সেই সময়ে ড্রুইদ্ দূরস্থ পর্ব্বতহইতে আল্‌ফিয়সকে লক্ষ্য করিয়া তীর মারিলেন। ইমোজিন অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইল; কিন্তু তখন পলায়ন করা দূরে থাকুক্, চীৎকার করণেরও অবকাশ হইল না; তৎপ্রযুক্ত ইমোজিন আপন ধর্ম্মশিক্ষকের প্রাণ রক্ষার্থে হঠাৎ তাহাকে পশ্চাৎ করিয়া যে তীর আল্‌ফিয়সের বক্ষঃস্থলে পড়িত, তাহা আপন বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিল।

আল্‌ফিয়স্ প্রিয়তমা শিষ্যার এমন অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহার গলা ধরিয়া কান্দিতে ইচ্ছা করিল বটে, কিন্তু সে ভাবিল, ইহাতে কি ফল হইবে? বরং যদি, ইহাকে লইয়া কোন আশ্রয় স্থানে পলায়ন করি, ও সেথায় ইহার শুশ্রূষা করি, তবে কি জানি, এ সুস্থ হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া সে

ইমোজিনকে তুলিতে চেষ্টা করিয়া যে গুহাতে তাহারা রাত্রি যাপন করিয়াছিল, তন্মধ্যে লইয়া গেল; কিন্তু হায়! তাহার নিস্তেজ চক্ষু ও ম্লান বদন নিরীক্ষণ করিবামাত্র আল্‌ফিয়স্‌ জানিতে পারিল, যে কিছু ভরসা নাই; ঐ রমণীয়া বালার মৃত্যু অতি সন্নিকট। ইহাতে আর অশ্রুপাত সম্বরণ করিতে না পারিয়া, হায়! আমার কন্যা ইমোজিন! হায়! যদি তোমার পরিবর্ত্তে আমি মরিতাম, তবে ভাল হইত! ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল।

তখন ইমোজিন ধীরে২ চক্ষু খুলিয়া তাহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া কহিল, মহাশয়, কান্দিও না, আমার স্বর্গীয় বাসস্থান প্রস্তুত হইয়াছে, এই জন্যে আমার পিতা আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

তথাচ আলফিয়স্‌ শোকে মগ্ন হইয়া ইমোজিন কি কহে, তাহা প্রায় জানিল না; কিসে সে ভাল হয়, এই মাত্র তাহার চেষ্টা ছিল। এই অভিপ্রায়ে সে ইমোজিনের বক্ষঃস্থলহইতে আস্তে২ ঐ তীর বাহির করিতে লাগিল। কিন্তু ইমোজিন কহিল, আর কি কর, মহাশয়? ইহাতে কোন

ফল দর্শিবে না। যে তীরের আগাতে বিষ নাই, এমন একটীও তীর ড্রুইদের তূণীর মধ্যে থাকে না; অতএব যে প্রাণির শরীরে তাহার কোন বাণ কিঞ্চিন্মাত্র বিদ্ধ হয়, সে মৃত্যু এড়াইতে পারে না।

এই কথাতে আল্‌ফিয়সের গাত্র রোমাঞ্চিত হইল; কিন্তু ইমোজিন তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, আইস, মহাশয়, আমরা ঐ ড্রুইদের নিমিত্তে প্রার্থনা করি; তিনি শয়তানের দাসত্বে বদ্ধ হইয়া অজ্ঞানতা প্রযুক্ত মনে করিতেছেন, যে ইহাদের তাড়না করাতে আমি ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম করিতেছি। হে ঈশ্বর, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিলাম, তুমিও কর। ইহা বলিয়া সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

তখন আল্‌ফিয়স্ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত কহিল, হায়, ইমোজিন! আমার প্রিয়তমা ধর্ম্মকন্যা! আমার প্রাণের পরিবর্ত্তে কি নিমিত্তে তোমার প্রাণ গেল? আমি শুষ্ক বৃক্ষ, আমি কেন মরিলাম না? আর নবীন মঞ্জরী যে তুমি, তুমি কেন নষ্ট হইলে? পরে সে কিঞ্চিৎ ভাবিয়া আরো কহিল, কি বলিলাম? নষ্ট হইলে? না,

না, এমত নয়, কেবল এই জগৎৰূপ বনহইতে স্বর্গৰূপ উদ্যানে নীতা হইয়াছে, সেখানে নবীন মঞ্জরীর ন্যায় অতি সুন্দর ৰূপে পুষ্পিত হইবে। হে প্রভো, আমাকে ত্বরায় ইহার পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক তোমার রাজ্যে স্থান পাইতে দেও।

আল্‌ফিয়স্‌ অনুমান করিয়াছিল, যে ইমোজিনের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু সে তাহার ঐ কথা শুনিয়া ধীরে২ চক্ষু মেলিয়া বলিল, এ কি? আমি যে কিছুই দেখিতে পাই না। আলো কোথায়? সকলই যে অন্ধকার। আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে কেন? আমার অগ্রে২ এক জন প্রদীপ ধরিয়া গমন করিতেছিল, সে কোথায় গেল? তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না। পরে সে কিঞ্চিৎ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া কহিল, জানি২, এ মৃত্যুচ্ছায়াৰূপ উপত্যকা। হে যীশু, হে আমার ত্রাণকর্ত্তা, এই ভয়ানক স্থানে আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

তখন আল্‌ফিয়স্‌ তাহার শীতল হস্ত ধরিয়া ধর্ম্মপুস্তকের এই বচন তাহার কর্ণে কহিল, "আমি পরমেশ্বরের অপেক্ষা করি, এবং আমার মনও তাঁহার অপেক্ষা করে, আমি তাঁহার

কথার প্রত্যাশা করি। লোকেরা যেমন প্রত্যূষের অপেক্ষা করে, ততোধিক আমার মন প্রভুর অপেক্ষা করে।”

তখন ইমোজিন প্রফুল্লবদনা হইয়া কহিল, “আঃ! আমাকে আর অনেক ক্ষণ প্রত্যূষের অপেক্ষা করিতে হইবে না। দেখ, অরুণোদয় দৃশ্য হইতেছে। এই মৃত্যুচ্ছায়ারূপ উপত্যকার ওপারে স্বর্গীয় আলোর কিরণ দৃশ্য হইতেছে। যেখানে রাত্রি নাই, সেই স্থানে বাস করিতে যাইতেছি। হে প্রভো যীশু খ্রীষ্ট, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।”

ইহা বলিয়া ইমোজিনের শরীর সুস্থির রূপে মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইল, এবং তাহার আত্মা ঈশ্বরের কাছে ঊর্দ্ধগমন করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

হে মৃত্যো, তোমার হুল কোথায়? হে পরলোক, তোমার জয় কোথায়?

পরে আলফিয়স উক্ত গুহার নিকটে একটা গর্ত্ত খনন করত তন্মধ্যে ইমোজিনের মৃত দেহ রাখিয়া মাটীদ্বারা সুন্দররূপে আচ্ছাদন করিল; আর শীতকাল গত হইলে বসন্ত ঋতুর সময়ে

ঐ সমাধি স্থান নানা প্রকার মনোহর বন-পুষ্পেতে বিভূষিত হইল। এবং ঈশ্বরের আ-শ্চর্য্য ক্ষমতা দেখ, সপ্ত বৎসর পরে ঐ স্থানে খ্রীষ্টীয়ানদের একটী গীর্জাঘর নির্ম্মাণ করা গেল। সেথায় প্রতি রবিবারে যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশে গান ও প্রার্থনার শব্দ শুনা যাইত, ও এক জন বৃদ্ধ উপদেশক যীশুর অতুল্য প্রেমের বিষয়ে লোক-দিগকে নির্ব্বিঘ্নে শিক্ষা দিত।

ঐ উপদেশক আল্‌ফিয়স্। ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া লোকদের মন তাহার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আপন দেশে তাহার প্রত্যাগমন আর হইল না; ঐ ইংলণ্ড দেশ নিবাসি লোকেরা ক্রমে২ তাহার বাক্য শুনিয়া গ্রহণ করিল। বড়শাধারি যোদ্ধারা স্ব২ বড়শার উপর ভর দিয়া যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য বিবরণ শ্রবণ করিতে২ সমস্ত রাত্রি কাটাইত। যে গানে যীশুর গুণকীর্ত্তন প্রকাশ হয়, কবিগণ এমত গান রচনা করিয়া গাইত। এবং ইমোজিন যে জলস্রোতের তীরে ধর্ম্মের নিমিত্তে আপন প্রাণ দান করিয়া-ছিলেন, সেই জলস্রোতের মধ্যে তাহার স্বদেশীয় শত২ লোক বাপ্তাইজিত হইল।

শেষে আল্‌ফিয়স্‌ উক্ত সকল সান্ত্বনাজনক ব্যাপার দেখিলে পর অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া আপন প্রভুর সুখের ভাগী হইলেন। মরণকালে তিনি নিতান্ত জয়যুক্ত হইয়া এই কথা কহিলেন,

"হে প্রভো, আপন সেবককে এখন কুশলে বিদায় করুন, কেননা এই লোকদের প্রতি তোমার যে ত্রাণ, তাহা আমার নয়নগোচর হইল।"

তখন আল্‌ফিয়সের শিষ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করত তাঁহাকে লইয়া তাঁহার প্রিয়তমা ইমোজিনের পার্শ্বে কবর দিল।

সমাপ্ত